

## আত্মনিবেদন

সে আজ আট বছর আগেকার কথা। আমার রচিত “পেলারামের স্বদেশিতা” নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে যখন সমগ্র বাংলাদেশকে মাতাইয়া অভিনীত হইতেছিল,—অভিনয়ের পঞ্চম কি ষষ্ঠ রজনীতে সুপ্রসিদ্ধ দেশকন্মী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের উত্তোগে এবং রূপায় দেশবাসীর পরমারাধ্য স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়কে দর্শকরূপে লাভ করিয়া ধন্ত হইয়াছিলাম, মিনার্ভা থিয়েটারবাটা পবিত্র হইয়াছিল, মিনার্ভার কর্তৃপক্ষগণ এবং সমগ্র অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ কৃতার্থ হইয়াছিল।

“পেলারামের স্বদেশিতা” নাটকের শেষ দৃশ্যের শেষ গানটি পর্য্যন্ত দেশবন্ধু মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে নাটক ও অভিনয়সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এ ক্ষেত্রে প্রকাশ করিলে আত্মপ্রাধিকার মহাপাপে আমার পাপী হইতে হইবে। স্বদেশী নাটকরচনাসম্বন্ধে অনেক উপদেশ সেই রাত্রে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে তাঁহার বিশেষ আদেশ,—পুনরায় স্বদেশী নাটক রচনাকালে যেন ‘গুণধরের’ মত একটি প্রধান চরিত্রের অবতারণা করি। মহাপুরুষের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া দুই চারিদিনের মধ্যেই “দেশের ডাক” নাটক লিখিতে আরম্ভ করি। তখন ইহার নামকরণ হইয়াছিল “গুণ্‌দা কি গুণ্ডা?”

“গুণ্‌দা কি গুণ্ডা?” নাটকের সঙ্গে অত্যান্ত থিয়েটারের বেশ একটি ইতিহাস জড়িত আছে। তাহার বিবৃতির কোন কারণ নাই বুদ্ধিয়া এস্থলে তাহা পরিত্যাগ করিলাম।

তাহার পর সুদীর্ঘ আট বৎসর কাটিয়া গেছে। ইহার মধ্যে মিনার্ভা থিয়েটারে এবং অত্যাশ্চর্য রঙ্গালয়ে আমার রচিত অনেক নাটকের অভিনয় হইলেও আমি এই “দেশের ডাক-”এর মোহ পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। ‘গুণ্ণা কি গুণ্ণার’ পাণ্ডুলিপিখানি রচনার পরেই বৎসরখানেক আমার হস্তান্তর হইয়াছিল। পুনরায় হস্তগত হইলে উহার কিছু পরিবর্তন করিয়া নাটকের নামকরণ করিলাম “লক্ষ্মীলাভ”। অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিবার পর ‘লক্ষ্মীলাভ’ উপেক্ষ বাবুর হইলেও,—সময়-সুযোগ অভাবে এতদিন তিনি ‘লক্ষ্মীলাভ’ নিজের ঘরেই রাখিয়াছিলেন। অহীন্দ্র চৌধুরী আসিতেই উপেক্ষ বাবু মিনার্ভা থিয়েটারে ‘লক্ষ্মীলাভের’ উদ্বোধন-আয়োজনে মনোনিবেশ করিলেন। “লক্ষ্মীলাভ” নামটী লোকের মুখে মুখে এবং কোন কোন সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে বাজারে প্রচারিত হইলে,—পরম স্নেহাস্পদ “ভগ্নদূত-”সম্পাদক শ্রীমান শিশিরকুমার বসু “লক্ষ্মীলাভ”—নামে অত্যন্ত আপত্তি করিলেন। শুধু আপত্তি নয়,—একরকম “জোর-জবরদস্তি” করাতে অহীন্দ্র চৌধুরীর পরামর্শে ‘লক্ষ্মীলাভ’ পরিণত হইল “দেশের ডাকে”।\*

উপেক্ষ বাবুর ভাগিনেয় সুহৃদ্বর সুপরিচিত নাট্যকলাবিৎ শ্রীমান্ কালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস, সি, ‘লক্ষ্মীলাভ’ নাটকের অভিনয় যাহাতে অবিলম্বে হয় তাহার জন্ত বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু সময় না হইলে সহজে কোন কাজ হয়না,—সুতরাং কালীপ্রসাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও ‘লক্ষ্মীলাভ’ এতদিন অভিনীত হয় নাই।

### প্রযোজক—অহীন্দ্র চৌধুরী।

নাট্য-জগতে প্রযোজক কথাটা আজকাল খুবই শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকেই আপনাকে প্রযোজক বলিয়া জনসমাজে গর্বের সহিত প্রচারিত

করিয়া থাকেন বটে,—কিন্তু আমার হৃদদৃষ্টবশতঃ আমি ‘দেশের ডাক’ নাটকের অভিনয়ের পূর্বে কাহারও প্রযোজনাকার্য্যের কোনও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারি নাই—কিন্তু তারতম্য বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হই নাই।

তবে প্রযোজকের প্রযোজনায় শুণে নাটক যোগ্যরূপ ধরিয়া অবিসংবাদে আবালবৃদ্ধবনিতার যদি নয়ন-মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে আধুনিক বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে শ্রীমান্ অহীন্দ্র চৌধুরীর সমকক্ষ দ্বিতীয় প্রযোজক কেহই নাই,—আমার এই ‘দেশের ডাক’ নাটকে তাঁহার প্রযোজনাকার্য্যে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়া আমি প্রাণে প্রাণে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। অহীন্দ্র আমার সোদরতুল্য। আমার নাটকের জন্ত তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার জন্ত আমি আদৌ বিস্মিত হই নাই ; কারণ, কর্তব্যপরায়ণ গুণবান ব্যক্তির কঠোর পরিশ্রম করিতে কখনই কাতর নহেন। সেই জন্ত আবার বলি, ‘অহীন্দ্র চৌধুরী’ ফাঁকা নামধারী প্রযোজক নহেন,—অহীন্দ্র চৌধুরী যথার্থ প্রযোজক,—নাটক প্রযোজনাকার্য্যে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ও অসীম পাণ্ডিত্য।

আমার হৃদয়ের ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি মিনার্ভা থিয়েটারের সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং তাঁহার পুত্র আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষকে। তাঁহারা পিতাপুত্রে শুধু উপেন্দ্র বাবুর মঙ্গলকামী নহেন,—কিসে মিনার্ভা থিয়েটারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়,—কিসে থিয়েটারের কল্যাণ সাধিত হয়, এই চিন্তায় বৃদ্ধ রমেন্দ্র (রাম) বাবুর দেহপাত হইতে বসিয়াছে। জগদীশ্বর তাঁহাদের পিতাপুত্রের মঙ্গল বিধান করুন, এই আমার প্রার্থনা। থিয়েটারে এমন বন্ধু যথার্থই বিরল।

স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্র বাবুর কনিষ্ঠ সোদর শ্রীজ্ঞানেন্দ্র কুমার মিত্র

শুধু নাট্য-জগতে নয়, বাস্তব-জগতে আমার চিরপ্রিয় স্মৃদ। এই “দেশের ডাক” নাটক (পূর্বেকার সেই “গুণ্‌দা কি গুণ্‌” নাটক) ব্যা একদিন তিনি সমারোহে অভিনয় করাইবার জন্ত যথেষ্ট উদ্যোগ, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। মিনার্ভার সেই “দেশের ডাক” নাটক আজ সমারোহে অভিনীত হইতেছে,—ইহাতে তাঁহার সেই উৎসাহ, উদ্যোগ এবং যত্ন অক্ষুণ্ণ দেখিয়া—আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিতেছি।

নাট্যকান্তর্গত অভিনয়-চিত্রের ফটোগ্রাফ এবং ব্লকগুলির জন্ত শ্রীমান্ লালমোহন বসু এবং প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীমান্ সরোজেন্দ্র মিত্র ( “নপ্তা” বাবু ) যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহ ও চেষ্টা না হইলে—“দেশের ডাক” নাটকে সম্ভবতঃ চিত্রগুলি সন্নিবেশিত হইত না। আমি প্রাণ ভরিয়া তাঁহাদের আশীর্বাদ করিতেছি।

সুপরিচিত শিল্পী শ্রীমথিল নিয়োগীকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি ; তিনি আমার পুস্তকের প্রচ্ছদপটের ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন এবং আমার পরম স্নেহভাজন জনপ্রিয় লেখক প্রণব রায়কে আমায় আন্তরিক ভাল-বাসা জানাইতেছি। প্রণব অনেক বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিয়াছে।

“দেশের ডাক” নাটক প্রকাশে আরও বিলম্ব হইত—যদি না আমার পরম হিতৈষী সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ এবং নাট্যমোদী শ্রীযুক্ত বাসন্তীবল্লভ সেন মহাশয় আমাকে উৎসাহ দিতেন। স্মরণ্য “দেশের ডাক” নাটক প্রকাশের জন্ত ইহাদের নিকটও আমি চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।



“দেশের ডাক” নাটকের গানগুলিতে  
স্বর সংযোজন করিয়াছেন,—

### প্রফেসার দেবকণ্ঠ বাকুচি

[ ভিখারীর সমস্ত গানগুলি এবং লছমী বান্দিয়ের “একি নবীন  
আলোক দেশময়” শীর্ষক গান থানি ]

### সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র দে

গ্রাম্য রমণীদের—“গায়ের ছেলে, সবাই মিলে,”—শীর্ষক গানথানি ।  
ভণ্ডুলের—“আমরা তোমার ভাই,” “ও আমার মা জননী”  
শীর্ষক গান দুই থানি ।

রঙ্গিনীদের—“সহরে গুণ্ডার ভয় বেড়েছে বেজায়”—  
শীর্ষক গান থানি ।

মহিলাদের—“ভারতমাতার ছেলে, তারা এই দেশেরি ছেলে”—  
শীর্ষক কোণাস্ গান থানি ।

### কিন্নরকণ্ঠী দেশপ্রসিদ্ধা গায়িকা ও

### অভিনেত্রী শ্রীমতী আঙ্গুরবালা

লছমী বান্দিয়ের—“এজি ! কাম করো এইসা” এবং  
“গুথাবে না—গুথাবে না”—শীর্ষক গান দুইথানি ।

“দেশের ডাক” নাটকের গানগুলির জনপ্রিয়তার জ্ঞাত ইহাদের  
নিকট এবং সুবিখ্যাত নৃত্যশিক্ষক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গাঙ্গুলী (“গুরু”)   
নিকট আমি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ রহিলাম ।

# নাটকোক্ত পাত্র-পাত্রীর পরিচয়

## পুরুষ

গুণধর বন্দ্যোপাধ্যায়—নারাণপুরগ্রামবাসী নিরক্ষর সঙ্গতিপন্ন যুবক

নন্দকিশোর চট্টোপাধ্যায়—ঐ পিস্তুতো ভ্রাতা

কানাইলাল মুখোপাধ্যায়—উক্ত গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত যুবক

তরুণ চৌধুরী—শিবগড়নিবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কানাইলালের মাতুল

(এটর্নী)

অদ্ভুতকুমার রায়—নারাণপুরের জমীদার

পরেশ ঠাকুর—সর্বস্বস্বত্বের সেবায়ত ব্রাহ্মণ

কেশব চট্টোপাধ্যায়

নিরঞ্জন কৃষ্ণ

হরি দত্ত

খলিফা, রহমান ও

কেরামত আলি

} নারাণপুরগ্রামবাসী গৃহস্থ ভদ্রলোকগণ

} গুণ্ডাগণ

ভগুল—গুণধরকর্তৃক পালিত অনাথ বালক

ভিখারী, যুবকগণ, বৃদ্ধগণ, গুণধরের সাক্ষরদগণ, গুপী গয়লা,

পাহারাওয়ালা, ইন্স্পেক্টার প্রভৃতি

## স্ত্রী

সুনীতি—নারায়ণপুরগ্রামবাসিনী দরিদ্র বালবিধবা

কল্লোলিনী—অধৃতকুমারের স্ত্রী

লীলা— ঐ ভাতুস্পত্নী

লিহ্মী বান্ধ—মহারাজ্যদেশবাসিনী ( কলিকাতা নারীশিক্ষাসঙ্ঘের  
প্রতিষ্ঠাত্রী )

মনসা—গুণ্ডাদের চর

গোপালের পিসী, সুনীতির দিদিমা, মহিলাগণ,  
গ্রাম্যনারীগণ, রঙ্গিনীগণ প্রভৃতি ।



যাঁহাদের উত্তোগে, উচ্চমে, কৃতিত্বে, পরিশ্রমে, কলাকৌশলে  
 এবং শিল্পচাতুর্য্যে মিনার্ভা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে শনিবার  
 ২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ সাল ইং ৬ই ডিসেম্বর

“দেশের ডাক” দেশবাসী প্রথম

শুনিয়াছিলেন—তাঁহাদের নাম—

স্বত্বাধিকারী	...	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র বি, এ
বিঃ ম্যানেজার	...	” রমেন্দ্রনাথ ঘোষ
অধ্যক্ষ ও প্রযোজক	...	” অহীন্দ্র চৌধুরী
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ	...	শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঘোষ
নৃত্যশিক্ষক	...	শ্রীসাতকড়ি গাঙ্গুলী
হার্শোনিমবাদক	...	শ্রীশরচ্চন্দ্র পাণ্ডা
ক্ল্যারিওনিষ্ট্	...	শ্রীলালবিহারী ঘোষ
সঙ্গতি	...	শ্রীমুটবিহারী মিত্র
স্মারক	...	শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বসু
রঙ্গমঞ্চশিল্পী	...	শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস
সহঃ ঐ	...	শ্রীশ্যামাচরণ দে
গুণধর	...	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
নন্দকিশোর	...	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে
কানাইলাল	...	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
তরুণ চৌধুরী	...	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ
পরেশ ঠাকুর	...	শ্রীগণেশ গোস্বামী
অঙ্কতকুমার	...	শ্রীবিজ্ঞেন্দ্রনাথ সরকার

নিরঞ্জন	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
ভিখারী	...	শ্রীযুগলকৃষ্ণ পাল
১ম বৃদ্ধ ও গঙ্গারাম	...	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়
গুপী গয়লা ও	}...	শ্রীরণজিৎকুমার রায়
কেশব চট্টোপাধ্যায়		
২য় বৃদ্ধ	...	শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
খলিফা	...	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মিত্র
রহমান	...	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কেরামত	...	শ্রীশশীভূষণ বিশ্বাস
ইন্স্পেক্টার	...	শ্রীযুগলকিশোর দত্ত
গুণধরের সাকরেন্দ্রগণ	}...	শ্রীযুগলকিশোর দে
		শ্রীঅখিনীকুমার মুখোপাধ্যায়
বোস মশাই	...	পান্নালাল বাবু .
হরি ঠাকুরদা	...	শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ভণ্ডুল	...	শ্রীমতী রেণুবালা ( স্বথ )
স্বনীতি	...	শ্রীমতী চারুশীলা
লছমী বাদ্রি	...	শ্রীমতী আশুরবালা
কল্লোলিনী	...	শ্রীমতী নবতার
লীলা	...	শ্রীমতী আশ্মানতার
গোপালের পিসি	...	শ্রীমতী রাণীবালা
দিদিমা	...	শ্রীমতী রাইমণি
গ্রাম্যজীগণ	}...	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী, শ্রীমতী রাণীসুন্দরী,
		শ্রীমতী ননীবালা, শ্রীমতী পটলসুন্দরী,
		শ্রীমতী তারকদাসী, শ্রীমতী শীতলা দাসী







উদার-হৃদয়, নিরাকর, সরল গ্রাম্যযুবক  
“গুণধর”—( শ্রীঅশীশ চৌধুরী )



# দেশের ডাক

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

[ নারায়ণপুরের সর্বমঙ্গলার মন্দিরের সম্মুখের দৃশ্য ]

[ ছেলেরা খেলা করিতেছে, জনকয়েক যুবক কিছুদূরে পুকুরের পাড়ে ছিপ হাতে করিয়া বসিয়া নীরবে মাছ ধরিতেছে; দু'একজন যাত্রী মন্দির-সোপানে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া ভিতরে ঢুকিতেছে, তাহাদের হস্তে পূজার সামগ্রী। মন্দির হইতে কয়েক পা দূরে একটি দোকান। দোকানী বিক্রয় করিতে করিতে পার্শ্ববর্তী দু'একজন লোকের সঙ্গে নিম্নস্বরে কথাবার্তা বলিতেছে। বালক-খরিদ্ধার বেশি দিবার জন্ত দোকানীকে পীড়াপীড়ি করিতেছে। ]

[ তরুণ চৌধুরী আসিয়া প্রথমে মন্দিরের সোপানে প্রণাম করিলেন; সেই সময়ে মন্দিরের পুরোহিত পরেশ ঠাকুর 'নেদো! ওরে অ নেদো' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁর হাতে ডাবা-ছঁকা। তরুণ চৌধুরীকে দেখিতে পাইয়া ]

পরেশ। এই যে চৌধুরী মশায়, কতক্ষণ? কবে বাড়ী এলেন—( সিঁড়ি হইতে নামিয়া কাছে আসিয়া ) বড্ড গরম হোচ্ছে বুঝি? দাঁড়ান—  
নেদো! ওরে অ নেদো—

( নেদোর প্রবেশ )

পরেশ। এই যে নেদো! যা—চট্ কোরে বাড়ী থেকে একখানা পাখা এনে চৌধুরী মশাইকে দে।

[ নেদোর প্রস্থান। ]

[ দোকানী তাড়াতাড়ি দোকান হইতে পাখা আনিয়া পরেশকে দিল ; পরেশ তরুণ চৌধুরীকে হাওয়া করিতে করিতে দোকানীকে ]

পারেশ । তা এতক্ষণ কি পিনিক্ নিয়ে ঝিমোচ্ছিলে বাবা হরিচরণ ?  
তরুণ । থাক্ থাক্ ।

[ তরুণ চৌধুরী পরেশ ঠাকুরের হাত হইতে পাখা লইয়া নীরবে নিজে হাওয়া খাইতে লাগিলেন । পরেশ পিছন ফিরিয়া দেখিল নিরঞ্জন আসিতেছে ]

নিরঞ্জন । ( পরেশকে লক্ষ্য না করিয়া ) নমস্কার চৌধুরী মশাই !  
দয়া কোরে এখানে এসেছেন শুনেই ছুটতে ছুটতে আসছি ।

তরুণ । এই যে চাটুবো মশাই ! এখানেই হাজির হোলেন যে ? আমি যেতুমই আপনার বাড়ীতে । আপনাদের গায়ে যখন এসেছি, তখন সবার সঙ্গে একবার কোরে দেখা কোরব বৈকি ! যাক্, সব খবর ভালো ?

নির । ভাল সব বটে । কিন্তু ভাল কিছুই দেখছি না ।

তরুণ । তার মানে ?

নির । আঞ্জে—চাকরীটা খুইয়েচি—

তরুণ । এঁ্যা—সেকি ?

নির । আঞ্জে হ্যাঁ—ঈশ্বরেচ্ছায় দাসত্ব কোরে একবেলা কোনো রকমে শাক্চচ্চড়ি জোটাচ্ছিলেম,—এই মাস থেকে সে পথও বন্ধ ।

তরুণ । চাকরীটা আপনার গেলো কিসে ?

নির । বরাং মন্দ না হোলে কি আর মুখের অন্ন উড়ে যায় ? চাকরী গেলো Reductionএ ! আজকালকার হাঙ্গামে—সত্যি বলছি—আপিসের কাজকর্ম একেবারে নেই বলেই চলে । Piece goodsএর

কাজ নেই, Export Import এতো কমে গেছে—তা আর বলবার কথা নয় ! তার ওপর আমার নিজেরও একটু দোষ ছিল—

তরুণ । কি দোষ ?

নির । ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে বছরের মধ্যে দেড়মাস দুমাস কামাই হতো ! অবশ্য একটানো নয় ! গড়ে হিসেব কোরে বলচি ।

তরুণ । কেন ? ম্যালেরিয়া তো আপনাদের নারাগপুরে এখন সে রকম নেই ।

নির । আজ্ঞে খুবই ছিল ! এখন আপনার কৃপায় অনেকটা কম বটে । আপনি যদি উত্তোঙ্গী হোয়ে Tube-wellটা না করিয়ে দিতেন, রাস্তা-ঘাটগুলো সাফ্ সুত্ৰো না করাবার ব্যবস্থা কোরতেন—

তরুণ । থাক্ থাক্—আমি আর কি করেছি বলুন ? আমার কর্তারই বা ক্ষমতা কি ? আচ্ছা—আপনারা জমিদারকে এসব কথা বলেন না কেন ?

নির । জমিদারকে পাবো কোথায় বলুন ? তিনি ভগবানেরও ওপোর ।

তরুণ । তার মানে ?

নির । শুনিছি, আরাধনা কল্লে ভগবানের দর্শন মেলে, কিন্তু আমাদের জমিদার বাবুকে একবার চক্ষে দেখা, পূর্বজন্মের বহু পুণ্যফল চাই,—ঋবের চেয়েও কঠোর সাধনার আবশ্যক ।

তরুণ । কেন ? এই তো শুনিছি—তিনি এখন দেশে এসে রয়েছেন !

নির । হ্যাঁ—এখন ছতার দশ দিন এসে থাকবেন বোধ হয় । তিন বছর আগেও একবার এই রকম এসেছিলেন । উঃ—তখন গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে কি ভাব ? সকলকে ডেকে ডেকে হাতে স্বর্গ দিয়ে দিয়েছিলেন । এমন কি—ভোট পাবার জন্তে দিব্যি দিলেশা পর্গ্যন্ত

করেছিলেন যে একবার Councilএ যদি ঢুকতে পারেন তা হলে আমাদের এই পল্লীগ্রামগুলোকে একেবারে দ্বিতীয় কল্কেতা করে ছাড়বেন।

তরুণ। একেবারে কি তা হয় চাটুর্ঘ্যে মশাই? ক্রমে হবে—ক্রমে হবে। তা যাক—ও সব কথা ছেড়ে দিন। আপনাকে একটা কথা বলি— শুনুন। দেশের উন্নতি, গ্রামের উন্নতি—শুধু ছ'চার জন লোক দিয়ে কখনো হয়নি, হবেও না। সমবেত শক্তি উদ্ভব না হলে কখনো কোনো বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হয়না জানবেন। আপনার দ্বারা কতটা দেশের উন্নতি হবে, আপনি হয়তো ঠিক বুঝতে পারেন না,—কিন্তু সেইজন্তে কি আপনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে?

নির। আশ্বে, দেশের কোন উপকার হয় যদি—তা হলে এই আপনার মত লোকের দ্বারা হবে মশাই,—আমাদের জমীদারের দ্বারা কিছু হবে না—এ আমরা জানি।

[ পরেশ ঠাকুর এক গ্লাস জল ও পাতায় করিয়া ছুচার খান বাতাসা আনিয়া তরুণবাবুকে দিয়া ]

পরেশ। এই নিন চৌধুরী মশাই—মার প্রসাদ নিন।

[ তরুণবাবু পাতা হইতে বাতাসা লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া খাইলেন, পরে গ্লাস হাতে করিয়া আলগোছা জল পান করিলেন। নিরঞ্জনও প্রসাদ পাইলেন। পরেশ মন্দিরে ঢুকিল ]

[ জল খাওয়া হইলে নোদো গ্লাস লইয়া পুকুরে গেল, এবং গ্লাস ধুইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল ]

নির। তা চৌধুরী মশাই—আমায় কি কর্ত্তে হবে বলুন। আমার ক্ষুদ্র-  
শক্তিতে যা হয় আমি নিশ্চয়ই তাই কর্ব্ব।

তরুণ। এই তো আপনার অবসর। চাকরী গেছে, আর এ বাজারে  
আর একটা চাকরী জোগাড় করে নিতে পার্ব্বেন বলে কি আপনার  
মনে হয়? হয়না,—কেমন?

নির। আজে না—চাকরী আর জুটেবে না—এটা নিশ্চয়।

তরুণ। তাহ'লে একটা কিছু কাজ তো চাই?

নির। তা চাই বইকি? নইলে, চলবে কিসে?

তরুণ। কি কর্ব্বেন ঠাওরাচ্ছেন?

নির। চাষবাস করে দেখতে হবে! জমীজমাগুলো পড়ে আছে,—পরের  
পেট ভরছে—

তরুণ। অথচ আপনি সে সব ছেড়ে দিয়ে সওদাগরি অফিসে পঞ্চাশ টাকা  
রোজগারের জন্ত কল্কেতায় বাসা ভাড়া করে পড়ে থাকতেন?

নির। হুর্গতির একশেষ মশাই—আর বলবেন না! সেই সম্বন্ধে  
আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ কর্ত্তে এসেছি—

তরুণ। আপনাদের সে পরামর্শ আমি অনেকদিন ধরেই দিচ্ছি—কিন্তু  
আপনারা শোনেন কই?

( স্কুলের Secretary বোসমশাই প্রবেশ করিলেন )

তরুণ। কি খবর বোসজা? আপনি হঠাৎ এদিকে যে?

বোস। ( নমস্কার করিয়া ) আজে—আপনার বাড়ীতেই গিয়েছিলুম।

শুনলুম আপনি এখানে বেড়াতে এসেছেন—

তরুণ। হ্যাঁ—এটা আমার একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। দেশে

এলেই একবার চাৰ্দ্দিকে আশে পাশের গাঁয়ের খবর নিতে হয়।

তা যাক—খবর কি স্কুলের ?

বাস। খবর কিছু শোনেন নি ? নিরঞ্জন বাবু কিছু বলেন নি ?

নির। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ভুলে গিয়েছিলুম। আরে ভাই,—আমার মাথার  
কি ঠিক আছে ? আমি একদমই ভুলে গেছি।

তরুণ। কি—খবর কি ?

নির। তা—তুমিই বলনা বোসজা। খোদ Secretary যখন নিজেই  
এসেছ—তখন আমাকে আর বকলম দেওয়া কেন ? সেদিন  
Laboratory করবার জন্তে জমীদারের কাছে টাকা চাইতে  
কল্কেতার গিছলে না বোসজা ? জমীদার কি বলেন—বলনা  
চৌধুরী মশাইকে !

তরুণ। পল্লীগ্রামের স্কুল, Matriculation Class পর্য্যন্ত শিক্ষা  
দেওয়া হয়। কলেজ নয় ! Laboratory কি হবে ?

বোস। আজ্ঞে—ছোট ছোট ছেলেদের এখন থেকে একটু একটু  
Science, Chemistry বোঝাতে—Practical experiment  
করাতে আরম্ভ কলে বড় হলে College Classএ তাদের খুব সুবিধে  
হবে,—সেই জন্তে University থেকে এই রকম ব্যবস্থা হচ্ছে।  
সুতরাং আমাদেরও তো একটা চাই। তা বাবুর কাছে এই জন্তে টাকা  
চাইতে গিয়ে যে রকম অপমানিত হয়েছি—তা আর বলবার কথা নয়।

তরুণ। কি রকম—কি রকম শুনি ?

বোস। বাবু বলেন—গায়ে স্কুল আমি তুলে দেবার জন্তে চেষ্টা করছি—  
টাকা দোবো কি ? এই সূত্র ধরে—মাষ্টার পণ্ডিত সবাইকে চোর  
বদ্মায়েস ইত্যাদি যাচ্ছে—তাই বলেন।

তরুণ । হঠাৎ স্কুলের ওপোর তাঁর আক্রোশ হ'ল কেন ?

বোস । বল্লেন—গেঁয়ো চাষাভূষো ছোটলোকদের লেখাপড়া শিখিয়ে দেশের সর্বনাশ হচ্ছে । ক্রমে তারা সব গুণ্ডা বদমায়েস হচ্ছে জমিদারকে মানতে চাইছে না, দুদিন পরে খাজনাপত্ৰ দেওয়া বন্ধ কর্বে ।

তরুণ । কত ভদ্রলোকের ছেলে তো ঐ স্কুলে পড়ে, তবে সবাইকে চাষাভূষো বল্লেন কেন ?

নির । আঙ্কে, তাঁর মুখের বুলিই তো ঐ । পাড়াগায়ে যারা থাকে—তাদের তিনি বলেন “গেঁয়ো চাষাভূষো অসভ্য ছোটলোক” ; তা সে বামুন কায়েতই হোক—কিন্তু অল্প কোন জাতই হোক !

তরুণ । আচ্ছা—এ সম্বন্ধে সুবিধে বুঝে আমি জমীদার মশাইয়ের সঙ্গে কথা কইব এক সময় । ( উঠিয়া ) Laboratoryর জন্তে কি রকম টাকা তুলছিলেন ?

বোস । আঙ্কে শুধু Laboratory নয় ! আরও সব ব্যাপার আছে । তার ওপোর তিন ভাগ ছেলে তিন মাস চার মাস—কেউ কেউ ছ মাসের মাইনে বাকী রেখেছে ।

( তরুণবাবু আটচালা হইতে বাহির হইয়া দুই চারি পদ অগ্রসর হইলেন )

নির । সাধ করে কি আর বাকী রাখে বোসজা ? গরীব গেরোন্তো বাপ মা যে পেরে ওঠেনা ! এই যে আমি নিজে বাধ্য হয়ে ছমাসের মাইনে তিন ছেলের দিতে পারিনি ।

তরুণ । তাই নাকি ? আপনার ছেলেদেরও মাইনে বাকী ?

নির । তা বাকী বই কি ? বড়টীর তিন টাকা ক'রে—মেজটা ছোটটির

ছটাকা ক'রে। এইতো মাসে সাত টাকা শুধু মাইনে গেল। তার  
ওপোর—বিলখানা একবার খুলে দেখুন—যেন একটা পিতৃশ্রদ্ধের  
ফর্দ ছাপানো। School fee—Admission fee—Transfer  
fee—Sports fee—Examination fee—Library fee—  
Punkha fee—আরে বাপ্‌রে ফি হাতেই “ফি” (fee) !

তরুণ। তা—এসব তো চাই চাটুয়ে মশাই ?

নির। আমি বলি, এর সঙ্গে আর একটা “fee” যদি জোর করে ধরে  
নেওয়া হয়—তাহলে খুব ভাল হয়।

তরুণ। ( হাসিয়া ) কি বলুন দিকি ?

নির। এই “Fooding” বা “Tiffin fee” ! সত্যি বলছি—দেশের লাঠী  
একের বোঝাতে ছেলেগুলো প্রত্যহ ভাল করে Tiffinটা খেয়ে  
বাঁচে। শরীরও তাদের ভালো হয়—পরিশ্রমও কতে পারে—সকল  
দিকেই সুবিধে হয়।

তরুণ। দেখুন বোস্‌জা মশাই ! আমার একটা বল্‌ব্যা শুনুন ! অবশ্য  
আমি যখন স্কুলের উন্নতির জন্ত প্রতিশ্রুত হয়েছি, তখন প্রাণপণে  
সে চেষ্টা কভেই হবে আমাকে। কিন্তু এই আপনাদের মত  
স্কুলের কর্তৃপক্ষদের প্রতি আমার এই বিশেষ অনুরোধ,—আপনারা  
গড্ডালিকাস্রোতে গা ঢেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন না ! বাঙ্গালী  
জাতি কাজ কিছু হোক না হোক—কেবল চায় ভড়ং—কেবল চায়  
নামডাক ! শুধু সাজসরঞ্জাম নিয়ে স্কুল জাঁকিয়ে নিজেরা  
গদীয়ান হয়ে বসে থাকলে চলবে না ! ভাল ক'রে চোখ চেয়ে  
দেখুন—যে কার্যে আপনারা ব্রতী হয়েছেন সে কার্যটা ঠিক  
হচ্ছে কিনা !



বোস। আজ্ঞে,—আমি শপথ ক'রে বলতে পারি, শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে কোন ক্রটি হচ্ছে না ! গত বৎসর 57% Matriculation পাশ হয়েছে,—

তরুণ। আর 43% ফেইল হয়েছে। যারা পাশ করে বেরিয়ে চলে গেছে,—বিশেষতঃ এই বাজারে,—তারা আপনাদের শিক্ষকতার গুণে নিজেরা কতটা লাভবান হয়েছে, আপনার গ্রামের কতখানি উন্নতির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে—সেটুকু একবার ভাববার অবকাশ পেয়েছেন কি ? এই যে প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি ছেলে পাশ করতে পারেন না,—তাদের সম্বন্ধে আপনার ভাবছেন কি ?

বোস। আজ্ঞে তাদের প্রতি একবার বিশেষ রকম নজর রাখতে হবে বই কি !

তরুণ। ও সব মামুলী কথা ছেড়ে দিন। গ্রামের স্কুলে এই ভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হোক—যাতে ভবিষ্যতে গ্রামের মঙ্গল হয়। শুধু Geography—Geometry মুখস্থ করালে আর কাজ হবে না বোস্জা নশাই। Laplandএ খেত ভাঙ্গিকের চামড়া খুব সস্তা, আকবর বাদসা সকাল বিকেলে সাড়ে সাত সের পেস্তা এবং দশ সের বাদাম খেতেন, ইংলণ্ডের সম্রাট Charles I কি রকম গাড়ী চড়তেন,—শুধু এই সব মুখস্থ করিয়ে আর বাংলার ছেলেদের পরকাল থাকেন না। শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণ বদলে ফেলুন ! আজকাল স্কুলকলেজের শিক্ষায় শুধু ছাত্রদের প্রাণে vanity অর্থাৎ এমন একটা গর্বের সঞ্চার হয়, যার জন্ত বাস্তব জগতে সে সকল বিষয়েই নিজেকে অপদার্থ অকর্মণ্য জীব বলে প্রমাণিত করে। তাই বলছিলাম—আপনাদের শিক্ষার প্রণালী সম্পূর্ণরূপে উল্টে দিন।

বোস। তাহলে কি করতে বলেন ?

তরুণ। এমন শিক্ষায় ছাত্রদের শিক্ষিত করুন, যাতে বাংলাদেশের মঙ্গল হয়। এমন শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করুন—যে শিক্ষান্তে ছুগুঠো ভাতের জন্ত বাঙ্গালীর ছেলেকে পরের কাছে ভিক্ষে কর্তে হাত বাড়াতে না হয়,—বি, এ, এম্, এ পাশ করে ১৫২০ টাকার কেরাণীগিরি কর্তে ছুটতে না হয়।

বোস। আজে—একবার দয়া করে স্কুলে পদাৰ্পণ কর্বেন কবে ?

তরুণ। সময়মত সকল শিক্ষকদের ডাকিয়ে এ সম্বন্ধে অনেক কথা কইবার আমার ইচ্ছা আছে। কবে তা বলতে পারি না। আজ তা হলে—

বোস। আজে আমি আসি—

[ বোস মশাইয়ের প্রণাম ও প্রস্থান।

তরুণ। চলুন চাটুর্ঘ্যে মশাই—আমরা দক্ষিণপাড়ার দিকটা ঘুরে আসি।

‘ [ তরুণ চৌধুরীর নিরঞ্জনের সঙ্গে কথা কইতে কইতে প্রস্থান।

( নেপথ্যে motor horn শব্দ )

নন্দ। (নেপথ্যে) এই—হট্ যাও—হট্ যাও—এই পরেশ ঠাকুর—পরেশ—

[ জমিদার অমৃতকুমারের নন্দকিশোর এতৎ তরুণ চৌধুরীর সহিত প্রবেশ। একজন জমিদারের মাথায় ছাতা ধরিয়া আছে। জমিদারের পশ্চাতে পশ্চাতে অনেকগুলি বালক—বৃদ্ধ-যুবক আসিল; সকলেই জমিদারের মুখের পানে তাকাইয়া যেন কি দেখিতেছে; দূরে দাঁড়াইয়া গ্রাম্যস্ত্রীলোকের দল অবগুষ্ঠনের ভিতর দিয়া জমিদারকে দেখিতে লাগিল। ]

তরুণ। কি সৌভাগ্য ! রায় বাহাদুর ! হঠাৎ আপনি এই সর্বমঙ্গলার  
তলায় কষ্ট করে—

অদ্ভুত। মোটরে করে একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলুম ! ভাবলুম,—যাই  
একটা পেন্নাম চুকে—

নন্দ। বড়া আদমীকা এইসা দস্তুর হ্যায়—রাজা মহারাজা এই রকম  
“উদারচরিতানাস্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্” হয়ে থাকে ! This is no  
strange Mr. Choudhury ! ও পরেশ—পরেশ ঠাকুর—আরে  
জলদী আও—

[ পরেশ ঠাকুর শশবাস্তে আসিয়া জমিদারকে বৎপরোনাস্তি খাতির করিয়া  
বসাইল এবং সোৎসাহে বলিয়া উঠিল— ]

পরেশ। কি সৌভাগ্য—কি সৌভাগ্য—আপনি স্বয়ং এসেছেন ! ওরে  
নেদো, ওরে হরে— ( সামনে একজনকে দেখিতে পাইয়া ) ওরে  
যাতো কৃষ্ণধন—আমার বাড়ী থেকে একটা চেয়ার নিয়ে আয় ! আরে  
বাপরে ! দেশের মা নাপ এয়েছেন ! আজ কি সৌভাগ্য ! ওরে  
সব পেন্নাম কর্—পেন্নাম কর্ ।

[ জোর করিয়া একজনের ঘাড় ধরিয়া জমিদারের পায়ে মাথা নোয়াইয়া দিল  
এবং দেখাদেখি অস্ত্রাস্ত্র সকলে তৎক্ষণাৎ হড়মুড় করিয়া জমিদারের পায়ে মাথা  
নোয়াইয়া প্রণাম করিতে লাগিল। জমিদারের কোন ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। ]

[ কৃষ্ণধন চেয়ার আনিয়া দিল ]

পরেশ। বসুন—বসুন রাজাবাবু—বসুন ! হে—হে—কি ভাগ্যি—!

তরুণ। তারপর—ব্যাপার কি রায় বাহাদুর ?

[ অদ্ভুতকুমার চেয়ারে বসিল। দুইজন পাখা দিয়া তাহাকে বাতাস করিতে  
লাগিল ]

[ পরেশ শশব্যস্তে দোঁড়াদোঁড়ি করিতে লাগিল। কি রকমে জমিদারকে খাতির করিলে যে তিনি স্থখী হইবেন তাহা যেন ভাবিয়া পাইতেছিল না। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অবশেষে প্রসাদ এবং জল আনিয়া পাশে দাঁড়াইল ]

অদ্ভুত। শুনলুম—আপনি বাড়ী এসেছেন,—তাই তাড়াতাড়ি প্রাণের দায়ে ছুটে দেখা কর্তে আপনার শিবগড়ের বাড়ীতে যাচ্ছিলুম !  
তা ভালই হ'ল,—রাতার দেখা হল। একটা বিশেষ পরামর্শ আছে—

[ পরেশের হাত হইতে প্রসাদ ও জল লইয়া থাইলেন ]

[ পিছনে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভীড়। সকলেই বিস্ময়ে আনন্দে নবাগত জমিদারকে দেখিতেছে এবং অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া পরস্পর নিম্নতরে কথা বলিতেছে। গ্রামের বউ কিরা পর্য্যন্ত উৎসুক নেত্রে জমিদারকে দেখিতেছে ]

অদ্ভুত। আপনি বোধ হয় শুনেছেন, আমি এবারও Election এ দাঁড়িয়েছি ! তা' এবার আপনাকে আমার হয়ে একটু ঘুরতে ফিরতে হবে। দেখবেন যেন “বন থেকে বেরুলো টিয়ে” হয়ে আর একজন আমার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে vote গুলো সব বাজেয়াপ্ত না করে ফেলে !  
তরুণ। তা আপনি যখন বলছেন—তখন আমার চেষ্টা করা কর্তব্য বইকি ! অবশ্য, যে কদিন আমি এখানে থাকবো ! তাহলে রায়-বাহাদুর ! আপনার বৈষয়িক কথাটা কি বলুন দিকি ! আপনার ভাইঝি লীলার খবর কিছু পেলেন ?

( দোকানী একখানা চৌকী আনিয়া তরুণবাবুকে বসিতে দিল )

অদ্ভুত। আর খবর কি ? পাঁচজনের ভোজকানিতে ভুলে কতকগুলো টাকার শ্রাদ্ধ করে ঐ নন্দকিশোর আর জন চারেক এরই মত পাক্কা খেলোয়াড়কে বসে মাদ্রাজ পাঠালুম ! লীলার কোনও খবর নেই !

আরে ছাই—খবর থাকবে কোথা থেকে ? লীলাময়ী কি ধরাধামে আছে যে তার খবর পাওয়া যাবে ?

নন্দ । I can swear—I can take oath—হাম খোদা কসম্ বোলতা হায়—লীলা বেঁচে নেই ! আপনি নির্ঝিন্বে তার বিষয় দখল করুন ।

তরুণ । বসে গিয়ে খবর কি শুনলেন ?

নন্দ । উহ্ মর্ গেয়ী ! উস্কো father—my lord's eldest brother অর্থাৎ রায়বাহাদুরের দাদা ৬ অঞ্চলকুমার রায় সিন্ধে ফুঁকেছেন আগে, তার দিনকতক পরে লীলাময়ী is dead !

তরুণ । Excuse me রায়বাহাদুর ! আপনি যদি নিজে এ সম্বন্ধে যা শুনেছেন আমাকে পরিষ্কার ভাবে বলতে পারেন—তাহলে বলুন ; নইলে,—মাপ কর্কেন নন্দবাবু ! আপনার ঐ খিচুড়ীভাষায় বর্ণনা আমি শুনেতে প্রস্তুত নই ।

নন্দ । Why sir ? হামরা বহুৎ আচ্ছা ভাষা, রমণীমোহন ভাষা । আব জেরা attentively শুনিয়ৈ !

অদ্ভুত । তুমি চুপ কর নন্দকিশোর ! এঁদের কাছ থেকে শুনলুম, লীলাকে নিয়ে বড়দা প্রথমে London এ যান । সেখানে বছর চার পাঁচ থেকে ডাক্তারি পাশ টাস্ করে মেয়েকেও নাকি কি পাশ টাস করিয়ে, বাপ বেটীতে মিলে বসে এসে Doctor Ray বলে দিনকতক ডাক্তারী ব্যবসা শুরু করেন । রোজগার-পাতি কিছুই হ'ত না ! এমন কি—না খেতে পেয়ে মেয়েটা প্রথম মারা পড়ে । তারপর মেয়ের শোকে আর অর্থাভাবে হুশ্চিন্তায় থাইসিস্ রোগে ভুগে বড়দা নিজেও পটল উৎপাটন করেন !

তরুণ । তিনি যে বোম্বাই ছিলেন—এ খবর আপনাকে দিলে কে ?

নন্দ । Telegram—one telegram—তার একঠো আয়া—

তরুণ । আবার আপনি কথা কইছেন ?

অদ্ভুত । তুমি অতি বেহায়া—বুঝলে নন্দকিশোর ! যাও—তুমি এখান থেকে যাও—

নন্দ । (পদপ্রান্তে বসিয়া) mercy,—mercy—মাপ্ মাপ্ খোদাবন্দ !  
এইবারের জন্ত ক্ষমা—ক্ষমা !

অদ্ভুত । Bombay থেকে আমি একখানা টেলিগ্রাম পাই,—গঙ্গাজী দামোদর বলে একজন মারাট্টির কাছ থেকে ! শুনলুম, বোম্বাইয়ের স্বদেশী পাণ্ডা ভিখনজী দামোদরের বাড়ীতে, বড়দা আর লীলা হৃদশাগ্রস্ত হয়ে আশ্রয় নেয় । সেই খানেই হুজনেরই মৃত্যু হয় ।

তরুণ । ভিখনজী দামোদর কি নিজে খবর দিয়েছেন ?

নন্দ । They are now in jail.

অদ্ভুত । আবার ? আবার কথা কইছ ? Get out—Get out ! যাও—  
যাও—বাড়ী চলে যাও,—না হয় মোটরে বসে থাক—

তরুণ । তাই যান নন্দবাবু—হু পাঁচ মিনিট একটু মোটরে বসুন—  
আমি রায়বাহাদুরকে একটা private কথা বলব !

নন্দ । অ্যায় খোদা—Oh Lord—হে ভগবান !

[ নন্দকিশোরের প্রস্থান ।

অদ্ভুত । ভিখনজী দামোদরের জেল হয়েছে, কাজেই তাদের সঙ্গে ওদের কারুর দেখাশুনো হয়নি ! তার বাড়ীতে মেয়েছেলে বিশেষ কেউ নেই । হু একজন যদি কেউ থাকে—তারা বোম্বাইয়ের এই সব ব্যাপারে কোথায় সরে পড়েছে—কেউ কিছু বলতে পার্লে না ।





প্রথম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

“জমিদার অধ্বতকুমার রায়”—( শ্রীব্রজেন্দ্র সরকার )

এবং

“সকলদলবার সেবায়েৎ পরেশ ঠাকুর” ( শ্রীগণেশ গোস্বামী )

“—এ এদেশের তামাক নয়। খাস বালাখানা—” [ ১৫ পৃষ্ঠা



তরুণ । তাহলে লীলাময়ী মরেছে—এ বিষয় আপনি স্থির বুঝেছেন ?

অদ্ভুত । নিশ্চয়ই ।

[ পরেশ গড়গড়া আমিয়া জমিদারের সম্মুখে রাখিল এবং কলিকায় ফুঁ দিয়া  
আঙুন ঠিক করিয়া গড়গড়ায় বসাইয়া দিল ]

অদ্ভুত । না না—আর তামাক নয় !

পরেশ । আছে, রায় বাহাদুর ! এ এদেশের তামাক নয় । খাস বালাখানা  
—আমি খারাপ জিনিষ খেতে পারিনে । একবার দেখুন না ।

• ( জমিদার নল হাতে করিয়া তরুণবাবুর পানে চাহিলেন )

তরুণ । আমার যদি পরামর্শ নেন—তাহলে আমি বলতে চাই,—এ বিষয়ে  
একটা পাক্কা রকম খবর পাওয়া বিশেষ আবশ্যক ! অন্ততঃ আইন  
পাঁচিয়ে কাজ করা উচিত !

পরেশ ! কেমন বলুন—( জমিদার ঘাড় নাড়িল )

অদ্ভুত । আইন বাঁচাবাঁচি এতে আর কি আছে তরুণবাবু ? বাবার  
উইলে স্পষ্ট করে লেখা আছে,—বড়দার মেয়ে লীলাময়ী যদি কর্তার  
মৃত্যুর পর—ছয় বৎসরের মধ্যে দেশে ফিরে আসে এবং সেই পর্য্যন্ত  
অবিবাহিতা থাকে,—তাহলেই সে অর্দ্ধেক বিষয় পাবে । ছয় বৎসর  
পরে এলেতো পাবে না ! এই তো পাঁচ বৎসর সাড়ে দশ মাস কেটে  
গেল,—আর বাকী রইল মোটে দেড়টী মাস—

তরুণ । সেই জগ্গে বল্ছি—এই সময়টার সম্ব্যবহার করা আমার পক্ষে  
নিতান্ত আবশ্যক ।

অদ্ভুত । কি কর্কেন বলুন ?

তরুণ । আমি তো আবার বিজ্ঞাপন দিচ্ছি যে, ভবশঙ্কর রায়ের পুত্র

প্রথম অঙ্ক ]

দেশের ডাক

[ প্রথম দৃশ্য

৮অঞ্চলকুমার রায়ের কণ্ঠা লীলাময়ী যদি জীবিতা থাকেন, তা'হলে 19th Aprilএর মধ্যে ষ্টেটের এটার্নি তরুণ চৌধুরীর আফিসে রাত্রি ১২টার মধ্যে নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবেন। রাত্রি ১২টা উত্তীর্ণ হইলে উইলনির্দিষ্ট প্রাপ্য বিষয় লীলাময়ী অধিকারিণী হইবেন না।

অদ্ভুত। কোনও প্রয়োজন নেই তরুণ বাবু!

তরুণ। আপনার না থাকতে পারে,—আমার তাতে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কারণ, এটা আমার কর্তব্য। আইন বাঁচিয়ে কাজটা করাই তো ভাল।

অদ্ভুত। করেন করুন—আজই করুন। তা'হলে আমি এখন চলুন।

আমার electionএর কথাটা ভুলবেন না কিম্ব্দ !

তরুণ। চলুন—আপনাকে মোটরে তুলে দিয়ে আসি।

[তরুণবাবু ও জমিদার প্রস্থান করিলেন। পরেশও পিছান পিছনে গেল। সকাল ভীড় করিয়া জমিদারকে দেখিবার জন্য আগাওয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে সদর্পে পরেশ প্রবেশ করিল এবং গম্ভীর দৃষ্টিতে সকলের পানে তাকাইল।]

গ্রাম্যলোক। ঐ—ঐ—যেটা বেশ হোমরা চোমরা—ঐ উনিই জমিদার—না ?

পরেশ। হ্যাঁ—উনিই জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় অদ্ভুতকুমার রায় বাহাদুর! উঃ আজ সর্বমঙ্গলাতলার কি সৌভাগ্য! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম!

২য় গ্রা-লো। শুধু সর্বমঙ্গলাতলার সৌভাগ্য? না সর্বমঙ্গলার চোদ্দ পুরুষের সৌভাগ্য!

পরেশ। কেরে ডে'পো ছোকরা ?

২য় গ্রা-লো । ও বোসেদের বাড়ীর ভুলো—

পরেণ । যা না, যা না ডেঁপো ছোকরারা—এখানে আড্ডা না দিয়ে  
বারোয়ারীর চাঁদা আদায় কর্তে বেরোনা—

গ্রাম্য বালক । গেছে সব,—গ্রামা, কেলো, সব বেরিয়েছে ।

[ প্রস্থান ।

[ ডীড় একে একে ঝাঁক হইয়া গেল—মাতব্বররা বোঁকানের সামনে বসিয়া  
তামাক টানিতে লাগিল । নেদো ঠাকুর মশায়ের চেয়ার লইয়া গেল, দোকানি  
চৌকি লইয়া দোকানের সামনে রাখিল । ]

( তরুণ চৌধুরী ও কানাইলালের প্রবেশ )

তরুণ । কবে এলি ? বিদেশ গিয়েছিলি না ?

কানাই । হ্যাঁ মামা—তিন মাসের ছুটা নিয়ে এবার খুব ঘুরে এলুম ।

তরুণ । খুব ঘুরে এলি ? কেমন শরীরটা বেশ ভাল আছে তো বাবা ?

হ্যাঁরে—চেহারাটা তো তেমন ভাল বলে বোধ হচ্ছেনা ! কোন্

কোন্ জায়গায় ঘুরলি ?

কানাই । ঘুরেছি অনেক জায়গায়—তবে Bombayতে অনেক দিন  
ছিলুম ।

তরুণ । Bombay গিছলি ? এঃ—এমন জানলে তোকে একটা থবর  
নিতে বলতুম ।

কানাই । কি থবর মামা ?

তরুণ । তোদের গ্রামের জমিদার ভবশঙ্কর রায়ের নাতনি লীলাময়ীর !  
অঞ্চলকুমার তো তোর বাপের খুব বন্ধু ছিলরে ! সে তো—তুই  
জানিসই । ঐ লীলার সঙ্গে তোর বাবা তোর বিয়ের ঠিক  
করেছিল

কানাই। সে তো আর বেঁচে নেই মামা ! সে যে মারা গেছে !

তরুণ। খবর নিয়েছিলি নাকি ?

কানাই। ( ঘাড় নাড়িয়া বিষম ভাবে ও গুফু কণ্ঠে ) হ্যাঁ !

তরুণ। আহা ! মেয়েটী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ছিল ! রূপে ও গুণে  
যথার্থই লক্ষ্মী ! তা যাক্—তোর ছুটী আর ক’দিন আছে ? কবে  
Join করি ?

কানাই। মামা ! আমি চাকরীতে Resign দিয়েছি।

তরুণ। সেকি ? চাকরীতে Resign দিলি ? অমন মাগের চাকরী !  
Imperial service—ছ’শ টাকা মাইনে—ছেড়ে দিলি কি বল ?

কানাই। কি হবে মামা চাকরী করে ?

তরুণ। সেকি ? তবে এত দিন কষ্ট করে Rurki College এ  
Engineering পাশ করে করি কি ?

কানাই। আমি এই পল্লীগ্রামেই থাকবো। নিজের জন্মভূমিতে বাস  
করব। নিজের যা কিছু আছে এই গ্রামের যৎসামান্য উপকার যাতে  
হয়, তাতে ব্যয় করব !

তরুণ। তুই—এত লোক দেশে থাকতে—তুই এমনি করে—

কানাই। মামা ! আমার মত লোক দেশের কাজ কর্কে না তো কর্কে  
কে ? যা হোক্—তোমার আশীর্বাদে লেখাপড়া শিখে কিছু জ্ঞানলাভ  
করেছি,—দু পাঁচ বছর খেটে খুটে দু চার হাজার সংস্থানও করিছি,—  
পৈতৃক খুদ কুঁড়োও যা হোক্ কিছু আছে,—তার ওপোর—আসল  
জিনিস হচ্ছে—পায়ে শেকল বাঁধা নেই ! নিশ্চিত হ’য়ে দেশের কাজে  
আত্মোৎসর্গ কর্তে পারব ! পেছু ফিরে কাকেও চেয়ে দেখবার  
নেই ! আমার মতন লোকের দ্বারা দেশের কাজ হবে না তো কি



প্রথম অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

“কানাউলান”—(শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায়) ও “তরুণ চৌধুরী” (শ্রীপ্রভাত সিংহ)

“মামা ! আগার মত লোক দেশের কাজ করবে না তো করবে কে ?—”



গৃহস্থ সংসারী লোক—এক ঘর ছেলেপুলে নিয়ে—সংসার নিয়ে যারা ব্যতিব্যস্ত,—তাদের দ্বারা সে কাজের সুবিধে হবে ?

তরুণ । কানাই ! সত্যিই যদি এই তোর আন্তরিক ইচ্ছা হয়, তাহ'লে আর বলবার কিছু নেই । তাই কর, তুই দেশের কাজ কর—দেশের মুখ চা—গ্রামের উন্নতি কর—এইতে ৬ বিংশস্তর মুখ্যের বংশের নাম চিরোজ্জ্বল থাকবে ।

( কানাই মাথা নত করিয়া তাহার পায়ে ধূলি মাথায় লউল )

তাহ'লে—তুই যখন গায়ে এসে এসিছিচ্ বাবা,—একটা কাজ তোকে কর্তে হবে ! রায় বাহাদুর এবারও Council electionএ দাঁড়াচ্ছেন—আমাকে Canvass করবার কথা বলছিলেন । তা—আমি তো থাকতে পার্ক না বরাবর,—তুই তাঁর হয়ে সাধ্যমত একটু খেটে খুটে দিস্ যাতে ভোটগুলো—

কানাই । তা হবে না নানা—মাগ্ কর্তে হবে এ বিষয়ে আমাকে ! আমি Voteএর জন্তে Canvass করব বটে, কিন্তু ঐ নরায়ণ রায় বাহাদুরের জন্ত নয় । আমি Canvass করব তোমার জন্তে ।

তরুণ । সে কি ? কানাই—

কানাই । আমার অনুরোধ—তোমাকে এবার Council Electionএ দাঁড়াতে হবে ?

তরুণ । আমি ? আমি দাঁড়াব electionএ ?

কানাই । হ্যাঁ—তুমি—তুমি দাঁড়াবে ! নানা ! তুমি আদর্শচরিত্র বাঙ্গালী—যথার্থই দেশভক্ত—দেশসেবক ! তোমার মত লোক দাঁড়াবে না দেশের কাজে তো কি ঐ একজন স্বার্থপর অন্ধুতকুমার—

তরুণ । চুপ্, চুপ্—কানাই—

কানাই । যে তুচ্ছ বিষয়ের লোভে আপনার কণ্ঠাহানীয়া ভ্রাতৃস্পৃহীর  
মৃত্যুর কারণ হতে পারে—সে দেশের লোকের কখনো কোনো ভাল  
কর্ত্তে পারে ? না—তার দ্বারা দেশের মঙ্গল হওয়া সম্ভব ?

তরুণ । তা বলে—এই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে তাঁকে আশা দিয়ে—  
তার ওপোর আমি তাঁর estateএর attorney হয়ে, তাঁরই বিরুদ্ধে  
দাঁড়াব ? গায়ের লোকেরাই বা কি বলবে ?

কানাই । Vote Canvass কর্স আমি—সে তার সম্পূর্ণ আমার ।

তরুণ । এ তুই কি ছেলেমানুষি কচ্ছিস ? রায় বাহাদুর কি মনে করবেন ?  
কানাই । আমি কিছু শুনবো না মামা ! এবার তোমাকে দাঁড়াতেই  
হবে ! আমি চল্লন এর ব্যবস্থা কর্ত্তে !

[ প্রস্থানোত্তত ।

তরুণ । আচ্ছা—আচ্ছা—সে সব পরে হবে—এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা  
যাবে । চল্ আমাদের বাড়ী,—কতদিন পর এলি তোর মামীর সঙ্গে  
একবার দেখা কর্কিনি ?

কানাই । তুমি এগোও মামা—আমি পরে যাচ্ছি ।

তরুণ । আসিস্ বাবা—ভুলিস্নি যেন ?

[ তরুণ চৌধুরীর প্রস্থান ।

কানাই । মামাকে দাঁড় করাতেই হবে । যেমন করে হোক্ ! নিদেন  
হাতে পায়ে ধরে । ও কে ? শুগ্ন্দা ? এস এস—ভাই এস—

( শুগধরের প্রবেশ )

শুগধর । ওঃ ! তোমাকে সেই থেকে গরু খোঁজা কচ্ছি ম্যাষ্টার কানাই !



কানাই। গুণদা ! কি খবর তোমার ? তুমি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে আমার জন্তে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছ কেন ?

গুণ। মন খারাপ হলে আমি কারুর নই ন্যাষ্টের কানাই ! তুমি কদিন পরে গায়ে ফিরে এসে একবার বিজলী চম্‌কানোর মত ছ একজনকে দেখা দিয়েই সকাল বেলাতেই বাড়ী থেকে সরে পড়লে— আমার শুনে মনটাতে কি হল বল দিকি ? আমি গায়ের সবাইকে তাই বল্‌ছিলুম—

কানাই। কি বল্‌ছিলে ভাই ?

গুণ। বল্‌ছিলুম—পষ্টই বল্‌ছিলুম—কানাই ন্যাষ্টার লোক তেমন ভাল নয় !

কানাই। কেন—কেন ভাই গুণদা ?

গুণ। আরে—এত লেখাপড়া শিখেছ, কত মাগ্নি তোমার, কত বিদ্যে তোমার, কেমন মিষ্টি মিষ্টি কথা তোমার, কেমন পরিষ্কার চেহারা তোমার,—তুমি আমাদের—এই বিশেষ করে আমাদের কেমন মায়ায় ফেলেছ ! ফেলেছ তো ?

কানাই। তা ভালই তো ভাই !

গুণ। ভাল ? কি করে ভাল ? এই মায়াতে ফেলে সড়াক করে একদিন এমন সরে পড়বে হিল্লী, দিল্লী, রিল্লী,—কোথায় কে জানে—আর তোমায় দেখতে পাবনা। তখন আমার মনটা কেমন হবে তা বুঝতে পাচ্ছ কি ?

কানাই। তা খুব বুঝতে পাচ্ছি ভাই গুণদা ! যাকে ভালবাসি,—প্রাণ দিয়ে আজীবন ভালবেসেছি—সে যদি ফাঁকি দিয়ে চলে যায়,—তার জন্তে প্রাণ যে কি করে তা খুব প্রাণে প্রাণে বুঝছি !

গুণ। হেঁ হেঁ হেঁ—তুমি একটু একটু বুঝতে পার্কে—তা জানি—তা জানি ! এই মনে কর, রায়েদের বড় কর্তার মেয়ে সেই লীলাকে তুমি খুব ভালবাস্তে—তার সঙ্গে তোমার বিয়ের সব ঠিক ঠাক হয়েছিল ;—সেটা কোথায় গিয়ে—বিলেত না লণ্ঠনে গিয়ে মরে গেছে,—তোমার প্রাণটাতে কি রকম আচড় পাঁচড় কচ্ছে ? হেঁ হেঁ—বুঝতে পাচ্ছ ? কানাই। বুঝতে পাচ্ছি ভাই গুণ্‌দা—এত বুঝতে পাচ্ছি যে মনে হচ্ছে বুঝি আমার প্রাণটা একদিন ফেটে বেরিয়ে তার সন্ধানে ছুটে চলে যাবে।

গুণ। তা—সেতো মরে হেঁজে গেছে ;—এখন তাহলে কি আর একটা মেয়ে দেখে বৌ টোঁ কর্তার মতলবে আছ ?

কানাই। না—সে মতলব নেই। লীলার কাছে প্রতিজ্ঞা করিছি—সে ভিন্ন আর কাউকে বিয়ে করনা।

গুণ। কেন ?

কানাই। যে দিন, আমাদের শেষ দেখা হয়—শোনো গুণ্‌দা—সে দিন হুজনে এই বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম যে, জীবনে যদি আমাদের মিলন না হয় কিম্বা আর কখনো দেখাসাক্ষাৎ না ঘটে,—তাহলে আমাদের ভালবাসার স্মৃতি-চিহ্ন থাকবে—আমরা বিবাহ না কোরে দেশের জন্তে নিজেদের উৎসর্গ কোরব।

গুণ। তার মানে ? দেশের জন্তে নিজেকে উচ্ছুগু কোরবে কেমন করে ?

কানাই। ( বা হাতখানি গুণধরের কাঁধে রাখিয়া ) এই তোমাদের সঙ্গে থেকে—তোমাদের সঙ্গে প্রাণ ঢেলে মিশে দেশের কাজে জীবনটাকে বলিয়ে দেব ! তোমাদের ছেড়ে আর কোথাও যাবনা ভাই !

গুণ। ( কিছুক্ষণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া কানাইলালের মুখের পানে চাহিয়া রহিল, পরে হঠাৎ উল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া ) মা কালীর দিকি ?  
কানাই। ই্যা—তাই।

গুণ। উঃ—তাহলে—তাহলে আমার ভারী কুণ্ঠি হবে কিন্তু ! আমি তাহলে খুব নেচে গেয়ে কুণ্ঠি করে বেড়াবো।

কানাই। কিন্তু আমি যে ভাই তোমাদের সঙ্গে থাকবো,—আমার সঙ্গে কাজ কোরতে হবে যে তোমাদের ?

গুণ। ই্যা—আলবৎ কর্ব—কি কাজ বল ? গাছ কাটতে হবে ? কোদাল পাড়তে হবে ? মাছ ধরতে হবে ? গাছে উঠতে হবে ? কুণ্ঠি করতে হবে ?

কানাই। আপাততঃ গা থেকে ম্যালেরিয়াটাকে তাড়াবার ব্যবস্থা কোরতে হবে।

গুণ। [একমুহূর্তেই গুণধরের সমস্ত উৎসাহ নিভিয়া গেলো] ম্যালেরিয়া ? ও বাবা ! সে বড় ভীষণ ব্যাপার ম্যাষ্টার কানাই ! সে বেটা যদি মাহুষ হোতো—কি জন্তু জানোয়ার হোতো—তাহ'লে লাঠির চোটে তাকে ভাগাতুম ! ও বাবা—ম্যালেরিয়া ! সে বড় শত্রু পাল্লা ! এইখানেই আমরা সব কাৎ ম্যাষ্টার !

কানাই। চালাকী কোরে নিজেদের নিজেদের গা থেকে ম্যালেরিয়াকে তাড়াতে হবে !

গুণ। কি কঠে হবে বল দিকি ?

কানাই। গায়ের ঐ পচা দিঘিটা—ঐ জঙ্গলটা—ঐ জলাটা সাফ্, স্ন'হুরো করাই এসো দিকি।

গুণ। আরে—ট্যাকা তো আমি খরচা কঠে রাজী আছি ! ও বেটা

প্রথম অঙ্ক ]

দেশের ডাক

[ প্রথম দৃশ্য

জমিদারের টাকা আমি গ্রাহ্যই করিনা ! কিন্তু অত জোন্‌মজুর  
পাওয়া যাচ্ছেনা যে !

কানাই। এতো জনমজুর যদি না পাওয়া যায়—তাহলে—চলনা—  
আমরাই কোমর বেঁধে লেগে যাই ! পার্কে না ?

গুণ। ( হাসিয়া ) আমি খুব পারি,—কিন্তু তুমি ন্যাঠার লেখাপড়া  
শিখেচ,—তুমি পার্কে কি ?

কানাই। তোমাদের চেয়ে বোধ হয় আমিই বেশী পার্কে ! কারণ, আমি  
সত্যি কোরে লেখাপড়া শিখেছি ।

গুণ। তুমি যদি পারো—তাহলে গায়ের কোন্‌ বেটা না পারে আমি  
একবার দেখি দাঁড়াও ।

( চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই )

কানাই। এ কি ? হঠাৎ চলল যে ?

গুণ। সবাইকে দিয়ে একাজ করাতেই হবে ! সবাইকে পাভেই হবে !  
পাড়াপায়ের ছেলে যদি গায়ের ভালোর জন্তে কোমর বেঁধে খাটতে  
না পারে,—তাহলে দেখি—সে কেমন কোরে পাড়াপায়ে থাকতে  
পায়, আর কে তাকে এখানে থাকতে দেয় ।

[ প্রস্থান ।

কানাই। [ তাহার পানে তাকাইয়া আনন্দোচ্ছ্বসিত স্বরে ] কাজ হয়  
তো এই রকম লোক নিয়েই যথার্থ দেশের কাজ হবে !

[ মন্দিরে প্রণাম করিয়া প্রস্থান ।

( জনৈক ভিখারীর প্রবেশ )

( ওরে ) ও অভাগা দুঃখিনী সন্তান !

( তুই ) ঘুম ভেঙ্গে ওঠ মাঠ পানে ছোট্

( নইলে ) গেলো তোর সব ক্ষেতের ধান ;

( ঐ ওরা সব ) লুটে নিলে তোর ক্ষেতের ধান ॥

কোন সে সাজে আরামসেজে পড়'লি তুই শুয়ে,

তোর, কাকের ঘরে ঢুকলো চোরে আগড় খোলা পেয়ে ;

তোর, যা ছিল সব গেলো নিয়ে

( নেই ) পরণেরও কাপড়খান ।

( রাখনি ) পরণেরও কাপড়খান ।

কত যুগ-যুগান্ত হোলো অশ্রু তবু নেই তোর সাড়া,

( ওরে ) ঘুমটা ছেড়ে তেড়ে ফুড়ে একবার হ'রে খাড়া ;

তোর তরে না কেঁদে সারা

( ও তুই ) মায়ের ডাকে দৈরে কাণ ॥

[ গ্রামের বৃদ্ধ মাতঙ্গররা বোঁকানের সাম্নে বসিয়া তামাক খাইতেছে ; দুই তিন জন ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে মন্দিরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল । স্ত্রীলোকেরা গলায় কাপড় দিয়া বস্টিতলায় প্রণাম করিল । কেহ কেহ চলিয়া গেল । অস্ফাশ্ফ গ্রাম্য স্ত্রীলোক ও পুরুষ আসিল । বাহারা পূজা দিতে মন্দিরে আসিয়াছিল, তাহারা ভিখারীর গান শুনিতে লাগিল । মাতঙ্গররা ভিখারীর গান শুনিতে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল । ]

১ম পু। ওরে—সেই ভিখারীটা এসেছে রে ! কি ঠাকুর ? তুমি তো  
প্রত্যহ গান গেয়েই বেড়াও ! ভিক্ষে দিলে না ওনা,—রকমটা কি  
তোমার ?

১ম স্ত্রী । কি রকম ভিথিরি তুমি বাছা ? ভিক্ষে দিলে ভিক্ষে নাওনা,—  
এমন কথাও তো কখনও শুনিনি ।

২য় স্ত্রী । ওলো—এ বড়লোক ভিথিরি—

ভিথারী । না মা—সোণার পাথরবাটি হয়না ! ভিথারী যখন, তখন  
ভিক্ষে নেওয়াই তো আমার পেশা । কিন্তু আমার ভিক্ষা অল্প  
রকমের । আমি গান গেয়ে যদি আপনাদের খুসী কোরে থাকি, সেই-  
টুকুই আমার ভিক্ষালাভ । আপনারা ভিক্ষা দেবার জন্ত ব্যস্ত যদি,—  
তাহ'লে এইটুকু আমার কাছে সত্য করে বলুন,—আপনাদের প্রাণে  
আমার এ গান স্পর্শ কোরেছে কিনা !

২ স্ত্রী । কত হৈয়ালীর কথাই কয় ! এ ভিথিরীর মতলব খারাপ ।

[ ভিথারী নীরবে রহিল ]

১ম পু । কল্কেতায় যাও বাপু—মনের বাসনা পূর্ণ হবে । একটা অপেরা  
পাটিতে কিম্বা থ্যাটারে ম্যাটারে চাকরী পাবে,—আর ভিক্ষে কোরে  
বেড়াতে হবেনা ।

ভিথারী । শুধু কল্কেতায় কি মশাই ? যাব অনেক জায়গায়, দেখবো  
আমার গান বোঝবার মত লোক কোথায় আছে !

[ “ওরে ও অভাগা দুঃখিনী সন্তান”—গাহিতে গাহিতে এস্থান ]

১ম পু । চোর,—গাটকাটা ! কি জানি, কি ফিকিরে ঘুচ্ছে !

১ম স্ত্রী । কিন্তু গায় বেশ ! একটা পয়সা দোবো বলে বা'র করেছিলুম—  
আবার আঁচলে কষ্ট করে বাঁধি !

( সকলের মন্দিরে প্রবেশ )

[ স্ত্রী পুরুষ যাত্রীরা মন্দিরে চলিয়া গেল, মাতঙ্গরী তামাক টানিতে টানিতে গল্প  
করিতে লাগিল ]

[ সুনীতি তাহার আশী বছরের মাতামহীর ঝুঁকিয়া-পড়া রুগ্ন দেহটাকে কোন রকমে জড়াইয়া ধরিয়া অতি সাবধানে ধীরে ধীরে মন্দিরের নিকট যাইতেছে ; প্রতি পাদক্ষেপে বৃদ্ধার সমস্ত অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, পথশ্রমে দুইওনেই হাঁপাইতেছে ]

সুনীতি । আমি চরণান্ত নিয়ে যেতুম দিদিমা ! তুমি ধুঁকতে ধুঁকতে কেন এতটা পথ এলে বল দিকি ?

দিদিমা । ( অতি ক্ষীণকণ্ঠে কাঁপিতে কাঁপিতে ) পরেশ ঠাকুর বলেছিল যে, চন্নামেত্তর পাঠিয়ে দেবে ! তা যখন দিলে না—তখন মন্দিরে এসে একটা পেল্লাম করে আজ পথি্য করিগে ! উঃ—দিদি—এই এতটুকু পথ তোকে ধরে এসেছি—তবু যেন প্রাণ বেরিয়ে যাবার মত হয়েছে ।

সুনী । তোমার আলায় আমি অস্থির হয়েছি দিদিমা ! ঠাকুরের চন্নামেত্তর যদি না পাওয়া যায়, তাহ'লে কি বলতে চাও যে, তোমার এই দেড় মাস রোগভোগের পর পথি্য করা হবেনা ? তুমি এইখানে বোসো—আর সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হবেনা ! আমি দেখি—যদি পরেশ ঠাকুর থাকেন,—একটু চন্নামেত্তর নিয়ে এসে তোমাকে দিচ্ছি !

( মুমূর্ষা বৃদ্ধাকে অতি সাবধানে মন্দিরের সিঁড়ির এক পাশে শোয়াইয়া সুনীতি মন্দিরের দরজার সামনে গিয়া ডাকিল । )

সুনী । ঠাকুর মশাই !

পরেশ । ( ভিতর হইতে ) কে ?

সুনী । আমি সুনীতি !

( পরেশ ঠাকুর মন্দিরের বাহিরে আসিল )

পরেশ । কে—কে তুই ? সুনী—তুই—তুই ? আরে সর্বনাশ ক'লে—  
করেছিস কি ? তোর দিদিমা বুড়ীকে এখানে এনেছিস্ যে ?

সুনীতি । আজ দিদিমা দেড় মাস পরে পথ্যি কর্কে—

পরেশ । তা এখানে—এই ঠাকুরতলায় কি ওর জন্তে “পোরের” ভাত  
তৈরী হচ্ছে ? বসন্তরুগী এখানে এনে হাজির কল্লি—তোর একটু  
বিবেচনা শরীরের মধ্যে নেই ?

সুনীতি । মায়ের অনুগ্রহ সব শুকিয়ে গেছে—আজ দিদিমা পথ্যি  
করেন । কিন্তু উনি সর্বমঙ্গলার চরণানুত না খেয়ে পথ্যি কর্তে চান্  
না ! আপনাকে অত করে আজ সকালে বল্লুম ! আপনি বলেন, পাঠিয়ে  
দেবেন । বেলা বারোটো বাজে, নিতান্ত যখন গেলেন না,—তখন বুড়ী  
কিছুতেই মানা শুনলেন না, বলেন—“চল—আমাকে ঠাকুরতলায়  
নিয়ে চল ।”

পরেশ । সর্বনাশ কর্কে—সর্বনাশ কর্কে—এ বেটা গাঁওকু মজালে—  
গাঁওকু মজালে ।

( নিষ্কল ক্রোধে পরেশ ঠাকুর হাত পা ছুড়িতে লাগিল,—বারংবার কপালে  
করাঘাত করিতে লাগিল । মন্দিরাভ্যন্তর হইতে অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষ আসিয়া  
জুটিল । মুমূর্ষু মাতামহীর পাশে সুনীতি লজ্জায় দ্রুত ক্রোধে অসহায়ার মত  
নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল । বিস্মিত বাগ্র হইয়া পরেশ ঠাকুরের দিকে চাহিয়া )

সকলে ! কি—হোয়েছে কি ।

পরেশ । আর কি হোয়েছে ! ঐ বেটা সুনীর আক্কেলখানা দেখ সবাই !  
বেটা সত্ত্ব বসন্তরুগীকে বিছানা থেকে তুলে এই ঠাকুরতলায়  
এনেছে !



( সকলে মুমূর্ষু বৃদ্ধার পানে তাকাইয়া শিহরিয়া উঠিল )

জীগণ । ওমা—ওমা—কি হবে গো ! হ্যাঁলা সুনী ! কেমন বে-আক্কেলে  
তুই ? বামুনের বরে কড়ে রাঁড়ি হোলে তার অনেক ভিরকুটি হয় ।

( সুনীতি বৃদ্ধার পানে তাকাইয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল )

পুরুষগণ । দাওনা—দাওনা—এই ছ বেটাকে এখান থেকে বের কোরে !  
পরেণ । মাও—নিকালো—বেরোও ! সুনী ! শীগ্গির তোর দিদিমাকে  
এখান থেকে সরে—

[ সুনীতি মুখ তুলিয়া পরেশ ঠাকুরের মুখের পানে কাতরভাবে তাকাইল ;  
তারপর অসহায় ভাবে হাতটী জোড় করিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে ]

সুনীতি । আপনার পায়ে পড়ি ঠাকুর মশাই—এক ফোঁটা চন্নামেত্তর ওর  
মুখে দিন ! আহা—দেখুন দেখুন—দিদিমা আমার—একটু চন্নামেত্তর  
খাবার জন্তে এতটা পথ হেঁটে এসে একেবারে সিঁড়িতে নেতিয়ে  
পড়েছে

( পরেশ দুই চক্ষু বিক্ষিপ্ত করিয়া বৃদ্ধার পানে তাকাইয়া সভয়ে )

পরেণ । এঁয়া—সেকি ? মোলো নাকি ? বসন্ত রুগী ঠাকুরতলায়  
এসে মরবে ? সর্বনাশ বোরলে ! এখুনি বিষ ছড়িয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে  
সবাইকে মায়ের অল্পগ্রহ দিয়ে ফেলবে !

সকলে । দাও দাও—মুদোফরাস ডেকে বেটিকে ভাগাড়ে ফেলে দাও !

পরেণ । ( বৃদ্ধাকে ) ওরে—অ মাগী—অ বুড়ী—

দিদিমা । ( ক্ষীণকণ্ঠে মিনতি করিয়া ) এঁয়া—কে—ঠাকুর মশাই ? দাও  
বাবা—একটু চন্নামেত্তর !

পরেণ । ( দাঁত মুখ খিঁচাইয়া ) ইঃ—চন্নামেত্তর বড় সস্তা ! দূর হ—

প্রথম অঙ্ক ]

দেশের ডাক

[ প্রথম দৃশ্য

দূর হ ! ওরে নেন্দো ! ( নেন্দো আসিল ) মুদোকরাস ডেকে দেতো  
বেঠিকে ভাগাড়ে ফেলে ।

স্বনীতি । না—না—ঠাকুর মশাই ! রাগ করবেন না—আমি দিদিমাকে  
নিয়ে যাচ্ছি । ( স্বনীতি বৃদ্ধার কাছে বসিয়া ডাকিল ) দিদিমা—  
দিদিমা—একি ? দিদিমা—দিদিমা—বাড়ী চলো । এঁয়া—একি—  
একি—দিদিমা কি ভিন্নি গেলো ?

সকলে । ভিন্নি কি ? বড়ী বোধ হয় অন্ধা পেয়েছে !

স্বনীতি । ( দিদিমার বৃকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ) দিদিমা—দিদিমা !

( গুণধরের প্রবেশ )

গুণ । কিসের গোলমাল হে পরেশ ঠাকুর ? আবার কোনো যাত্রীর  
ওপোর জুলুম কচ্ছ নাকি ?

পরেশ । হ্যাঁ—যাত্রীর ওপোর জুলুম কর্তেই তুমি চিরকাল আমায়  
দেখছ ! এদিকে কাণ্ডকারখানা কি একবার দেখেছ ?

গুণ । একি ? স্বনী ? তুই এখানে ? এঁয়া—সেকি ? তোর দিদিমা  
এখানে পড়ে—

( বিস্মিত গুণধর চারিদিকে তাকাইয়া বৃদ্ধার পাশে বসিল )

সকলে । ছুঁওনা—ছুঁওনা ওকে গুণধর ! ওর মার অনুগ্রহ হয়েছে—

গুণ । তোমরা অনুগ্রহ করে চুপ করো দিকি ! কি হয়েছে রে স্বনী ?  
তোর দিদিমা কি অসুখের ধমকে এখানে এসে পড়েছে ? এই তো  
সকালবেলা দেখে এলুম—ভাল আছে—আজ পথি কর্কে ! টাকা  
দিয়ে এলুম পথি করতে—

প্রথম অঙ্ক ]

দেশের ডাক

[ প্রথম দৃশ্য

স্বনীতি । তুংথের কথা আর বলবো কি তোমায় গুণদা ! দিদিমা পথি  
করবার আগে সর্বমঙ্গলার চন্নামেত্তর খেতে চেয়েছিলেন—

গুণ । সে তো পরেশ ঠাকুর দিয়ে এসেছে ! আমি তার ভাঙে পাঁচসিকে  
ওকে দিয়ে গিছি তো ?

স্বনীতি । উনি দিয়ে আসা চুলোয় বাক—আমি দিদিমাকে এখানে  
এনেছি বলে—আমার এই মুমূর্ষু দিদিমাকে মৃদোফরাস ডেকে  
ভাগাড়ে ফেলবার ব্যবস্থা কছেন ! ভাগ্যে তুমি এসে পড়েছ !

( স্বনীতি উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন কোন রকমে রোধ করিল )

গুণ । ( অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হঠাৎ ) পরেশ ঠাকুর !

( ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল )

পরেশ । কি হে বাপু ? পরেশ ঠাকুরকে চোখ রাঙ্গাচ্ছ কি ?

গুণ । তোর পরেশ ঠাকুরের নিকুচি করেছে ! আমার সঙ্গে বদমায়েসী ?

যাও—এখনি চন্নামেত্তর এনে নিজের হাতে বুড়ীকে খাইয়ে দাও !

পরেশ । ঐ বসন্ত রুগীকে চন্নামেত্তর খাওয়াব আমি ?

জী-পুগণ । কক্ষনো ও কাজ করোনা ঠাকুর ! বসন্ত বড় ছোঁয়াচে রোগ !

( গুণধর মন্দিরের দিড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইল )

গুণ । আচ্ছা—আমি তো বাবুনের ছেলে,—আমি নিজের হাতে  
চন্নামেত্তর এনে খাওয়াচ্ছি !

( পরেশ ঠাকুরের বাধা দেওয়া সহ্যও গুণধর মন্দিরে ঢুকিয়া পড়িল । পরে  
চরণামৃত আনিয়া স্বনীতির হাতে দিল ) ।

গুণ । এই নে স্বনী ! খাওয়া চন্নামেত্তর যত পারিস্ !

পরেশ । তুমি মন্দিরে ঢুকলে যে বড় ?

প্রথম অঙ্ক ]

দেশের ডাক

[ প্রথম দৃশ্য

গুণ। বেশ করেছি ঢুকেছি ! তোর বাবার মন্দির ?  
সকলে। এ তোমার কি অত্যাচার !

( সহচরগণের প্রবেশ )

সহচরগণ। তোমাদেরও অত্যাচারটা গায়ে খুব বেশী বেড়েছে !  
সকলে। ওরে—গুণ্ডোর দল এয়েছে—

[ দ্বী পুরুষগণের প্রস্থান।

গুণ। ওরে সুনী ! তোর দিদিমা বেঁচে আছে রে ! এইবার একে  
বাড়ী নিয়ে যা ! দিদিমা—দিদিমা ! চন্নামেস্তর পেয়েছ ?

দিদিমা। হ্যাঁ পেয়েছি ! কে ? দাদা গুণী ? তুই এয়েছিস্ ? তুই বখন  
এয়েছিস্ তখন চন্নামেস্তর পাব বই কি ! তোর জন্তে আমি যে প্রাণ  
পেয়েছি ! তোর সেবায় আমি যমের মুখ থেকে ফিরে এইছি !  
আমার নোটো গেছে—আমি তার বদলে তোকে পেয়েছি দাদা !

গুণ। কি বল্ছ দিদিমা ? তোমার সেবা কর্বনা ? না করলে যে  
আমার পাপ হবে ! সুনী একা ছেলমানুষ ! ওকি তোমার ঐ  
বসন্ত রোগে সামলাতে পার্ভ ? বাপ্‌রে বাপ্‌ ! কি মায়ের অনুগ্রহ !  
এখনও মনে কল্লো শিউরে উঠি ! যাও—বাড়ী যাও—পথি্য করগে  
দিদিমা !

দিদিমা। যাই দাদা—চল্ সুনী—

সুনীতি। তুমি যে এখনও কাঁপছ দিদিমা—কি করে এতটা পথ  
হেঁটে যাবে ?

গুণ। তার জন্তে ভাবনা কি তোর দিদিমাকে আমি কোলে করে  
বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি—তোরা ভয় কি সুনী ?

প্রথম অঙ্ক ]

দেশের ডাক

[ প্রথম দৃশ্য

১ন সহ : না না গুণ্‌দা—আমরা সকলে বুড়ীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি,—  
তোমাকে কষ্ট কর্তে হবেনা।

দিদিমা। না বাবা—আমি বেশ যেতে পার্ব ! তুই আয় সুনী—

[ সহচরণের সহিত দিদিমার প্রস্থান।

পরেশ। এ সব কি কাণ্ডকারখানা ! যাই দেখি জনিদার বাবুর কাছে—

[ পরেশের প্রস্থান।

গুণ : আরে—যা বেটা মড়ীপোড়া ! (সুনীতি চলিয়া গাইতেছিল) সুনী !  
শোন !

সুনীতি। কি বল !

গুণ। তোর যখন যা দরকার হয়—আমাকে তো তুই বলিস্ না !

সুনীতি। বলিতো ! তবে সব কথা বলিনা বটে।

গুণ। কেন ? সব কথা বলিস্ না কেন ? তোর যখন টাকার দরকার  
হবে—আমায় বলবি ! তোর ওপর যখন কেউ কোনো অত্যাচার  
কর্বে—আমায় বলবি। তোকে যদি কেউ কোনো অপমান করে  
আমায় জানাবি, তার আমি মাথা গুঁড়িয়ে দোবো !

সুনীতি। তুমি—তুমি—তুমি এত কর কেন আমার জন্তে ?

গুণ। বাঃ—কর্তে হবেনা ? আহা ! তুই যে বড় ভঃখীরে ! কুনীনের  
মেয়ে, সাত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, বিয়ের চ'মাস পরে বিধবা  
হলি ! তোর মা নেই—বাপ নেই—ভাই নেই—মাসী নেই—পিসী  
নেই ! থাকবার মধ্যে ঐ এক বুড়ী দিদিমা। তোকে আমি দেখবো না ?

সুনীতি। চিরদিন আমায় দেখবে ?

গুণ। দেখবো।

প্রথম অঙ্ক ]

দেশের ডাক

[ দ্বিতীয় দৃশ্য

সুনীতি । দেখবে ?

গুণ । দেখবো ।

সুনীতি । দেখবে ?

গুণ । হ্যাঁরে হ্যাঁ—দেখবো ! হ্যাঁ হ্যাঁ—চালাকী করে তিন সত্যি গালিয়ে  
নিলি—আর কি তোকে না দেখে থাকতে পার্কি ? এমন মেয়েটা তুই—  
আমার স্বজাতি,—আমরা এক গায়ে থাকি ! তার ওপোর—তুই বড়  
গরীব ! তোকে আমি না দেখলে চলবে কেন ?

সুনীতি । আমিও—আমিও তোমায় না দেখে থাকতে পার্কিনা ।  
আমি—আমি তোমার জন্মেই পৃথিবীতে বেঁচে আছি ।

গুণ । ( হাসিয়া ) পাগলি ! মানুষ বুঝি কাউকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে ?  
বাঁচিয়ে রাখেন—প্রাণ দিয়েছেন বিনি ! তুই অতি মুখু ! চল চল  
দিদি—চল !

[ উভয়ের প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম্যাপথ ।

গ্রাম্যনারীগণের গীত ।

গায়ের ছেলে সবাই মিলে যদি গায়ের পানে চায় ।

তবেই “দেশের দেশের” ভালো,—নইলে কিছু নেই উপায় ॥

ঐ পল্লীলক্ষ্মী সকাভরে,—ডাকছে তোদের ফিরতে ঘরে,—

সহরে সুখ কি আছে ভাই—অভাব যেথায় চারধারে ;

( এখন ) ঞ্চালু কুরুর লীলাভূমি,—পৈতৃক ভিটেগুলি হায় ॥

প্রথম অঙ্ক ]

দেশের ডাক

[ তৃতীয় দৃশ্য

সুজলা সুফলা এমন সোনার পল্লীগ্রাম,  
একটু তোদের শ্রম-উত্তমে হয় যে স্বর্গধাম ;—  
এসে,—কর হেথায় অন্ন-সংস্থান,—  
কর,—গোলাভরা ধান,—( চরকায় ) দাও স্নতো জোগান্ ;—  
যদি,—চাষীদের মুখ চাস্ত্রে তোরা—  
তবে,—দেশের দুঃখ রয় কোথায় ?

[ গ্রাম) নারীগণের প্রস্থান ।

## তৃতীয় দৃশ্য

নারায়ণপুর—সর্বসঙ্গলা-তলা ।

[ কাল সায়াহ্ন ; গাছপালার ফাঁক দিয়া দেগা বাইতেছিল সূর্য্য অন্তগমনোন্মুখ ।  
মন্দিরের চূড়ায় গাছপালার মাথায় বেলাশেষের নিম্প্রভ আলো আনিয়া পড়িয়াছে ।  
গায়ের ছেলেরা দল বাঁধিয়া পুকুরে কচুরি পানা মাফ্ করিতেছিল । কেহ বা ঝুড়ি  
করিয়া জঞ্জাল—কেহ বা ঝুড়ি করিয়া মাটা লইয়া মন্দিরের সামনে দিয়া চলিয়া  
বাইতেছে । বারোয়ারীর পাণ্ডা ছোকরারা—গাছের ডাল, নারিকেল পাতা প্রভৃতি  
দিয়া বারোয়ারীতলা সাজাইতেছে । ছোট ছেলেরা লাল নীল হলদে কাগজ দিয়া  
নিশান তৈয়ারী করিতেছে । আবার কেহ বা পট, ছবি ইত্যাদি খাটাইতেছে ।

অদূরে দোকানে বসিয়া দোকানী নিঃশব্দে ইহাদের কাজ দেখিতেছে । কিছুক্ষণ  
পূর্বে সে দোকানে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া ধুনা দিয়াছে । বাতাসে সন্ধ্যাদীপ শিখাটা  
কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে ]

( বৃদ্ধগণের প্রবেশ )

১ম বৃদ্ধ । গেল—গেল—গাঁয়ের সব গেল । ধর্ম্ম গেল—কর্ম্ম গেল—  
হিঁ ছয়ানী গেল—এইবার আমরা কজন গাঁয়ের মাতব্বর গেলেই  
হয়—

২য় বৃদ্ধ। এঁরা—এবে আমার বিশ্বাসই হয়না। সৰ্কমঙ্গলার বাৎসরিক বারোয়ারী বন্ধ? থ্যাম্‌টা নাচ,—যাত্রা পাঁচদিন ধরে,—তরঙ্গা, পাঁচালী, পুতুলনাচ সব বন্ধ? তার বদলে কি হবে তবে?

( ৩য় একধারে বসিয়া তামাক খাইতেছিল )

৩য় বৃদ্ধ। তার বদলে হবে কিনা—কে কত সের স্নুতো কেটেছে, কে ক'থানা কাপড় বুনেছে,—কোন্ ডোমে কত চুবড়ী তৈরী করেছে,—কে কেমন মাটির খেলনা তৈরী করেছে,—সেই সব এনে জড় করে গায়ের লোকদের দেখানো হবে। ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা—

১ম বৃদ্ধ। নাও—ছেড়ে থাও রাজীবলোচন। (একটা নল বাহির করিয়া তামাক কাড়িয়া খাইতে লাগিল) আরে বুঝতে পাচ্ছনা? কল্‌কেতার দেখাদেখি এংরাজী পড়া ছোঁড়ারা গায়ের ভেতোর এক্জিবিসন্‌ কর্তে চায়? হাসবো কত? কল্‌কেতার এক্জিবিসন্‌,—সে সব হল বিরোদ ব্যাপার! দশলাখ, বিশলাখ টাকা তার খরচ। পৃথিবীর তাবৎ জায়গা থেকে নানা রকমের জিনিস এনে জড়ো করে। সেই এক্জিবিসনের নকল হবে কিনা—ছোটো দশটা ডোমের চুবড়ী নিয়ে—আর এলোেকেশীর হাতের ছুথানা আল্পোনা দেওয়া পিড়ি দেখিয়ে! হেঁসে বাঁচিনে—হেঁসে বাঁচিনে!

২য় বৃদ্ধ। আবার বলেছে কি শুনেছ? ছেলেবুড়ো সবাইকে লাঠি খেলতে হবে—তরোয়াল খেলার কসরৎ দেখাতে হবে! এ পুরোদস্তুর ডাকাতি কাণ্ডকারখানা।

১ম বৃদ্ধ। যা ভেবেছি তাই! ঐ দেখ—ঐ দেখ—দেখ—দেখ—ছেলেটার রকম। আমার ঐ গুণ্ডটা বেন্দার কাণ্ডটা দেখ! বেলা পাঁচটার







প্রথম মঞ্চ—তৃতীয় দৃশ্য

নারায়ণপুরবাসী “বৃদ্ধ”—(শ্রীহীরামলাল চট্টোপাধ্যায় )

“—দেশোদ্ধার তো ছাই। কেবল পরের পুরুষের পাকোদ্ধার কচ্ছে—”

[ ৩৭ পৃষ্ঠা ]

সময় জলে নেবে—ঐ পানা নিয়ে খেলা কচ্ছে। আরে ও বেন্দা—  
ও হারামজাদা !

( পুষ্করিণী হইতে বেন্দা কথা কহিল )

বেন্দা। কি ?

১ম বৃদ্ধ। উঠে আয় গোরবেটা ! বিকেল বেলা ঐ পচাপুকুরে নেবে  
কি তোমার গুষ্ঠীর শ্রদ্ধ ক'চ্ছ ?

বেন্দা। কচুরী পানা সাফ্ কচ্ছি !

২য় বৃদ্ধ। • পরের পুকুরে তুমি পানা সাফ্ কচ্ছ কেন ?

৩য় বৃদ্ধ। আরে চক্কোভি—তা বুঝি জাননা ? বিশ্বস্তর মুখুয্যের ব্যাটা,—  
ঐ বাঁড়ুয্যেদের গুণ্ডোটা—আর সব হতচ্ছাড়ারা মিলে দেশোদ্ধার  
কচ্ছে।

২য় বৃদ্ধ। দেশোদ্ধার কচ্ছে না আমাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার কচ্ছে !

১ম বৃদ্ধ। দেশোদ্ধার তো ছাই। কেবল পরের পুকুরে পাকোদ্ধার কচ্ছে !  
মর্কে—মর্কে ব্যাটারা—ম্যালেরিয়াতে ভুগে মর্কে ! . উঠে আয় বেন্দা  
—উঠে বাড়ী যা—

বেন্দা। যাব এখন—আর একটু বাকী আছে। ( পুনরায় পুষ্করিণীতে  
পড়িল )

১ম বৃদ্ধ। মেরে ফেলবো—মেরে ফেলবো বেটা বেন্দা—

( ১ম বৃদ্ধ পুষ্করিণীর দিকে দরোবে অগ্রসর হইতেছিল।

অন্ত দুইজন বৃদ্ধ তাহাকে বাধা দিল )

২য়-বৃদ্ধ। থাক—ও এখন গোঁ ধরেছে—কিছুতেই শুনবে না ! তোমার  
তৃতীয় পক্ষের গৃহিণীর ছেলে—ও তো তোমার কথা শুনবেই না !

গুণ। আরে ও ভণ্ডুলে—তুই ও কোদাল নিয়ে কাজ করি কি করে ?  
২য় বৃদ্ধ। ঐ না—ঐ না—নেলো—ভুলো—ঐ না আমার নাতি ছ’শালা ?  
ওরে নেলো—ওরে ভুলো—  
বালকদ্বয়। ওরে—দাদামশাই ! পালাই চল !

[ বালকগণের প্রস্থান।

গুণ। ওরা একুনি আসছে কাকা—  
২য় বৃ। তুইতো আচ্ছা মজা পেয়েছিস্ রে গুণো ? ছেলেদের নিয়ে এ  
সব হচ্ছে কি ?

গুণ। হবে আবার কি ? দেখতে পাচ্ছনা ? একশো বছরের বুড়ো  
তোমরা,—গাঁময় সব জঞ্জাল জড়ো করে রেখেছ ;—তাইতেই তো  
গাঁয়ে এত ম্যালোরা, কলেরা, বসন্ত ! যাওনা—তোমরাও সব  
নাফ-সুত্রো করনা !

১ম বৃ। কি বেটা গুণ্ডা ! আমাদের ছেলেদের দিয়ে উজ্জ্বল করিয়ে  
আশ মিটলো না—আবার তাদের বাপ ঠাকুদাদের,—এই সব গাঁয়ের  
মুরব্বিদের দিয়ে ধাক্কাড়ের কাজ করাতে চাও ? চল্লুম একবার  
জমিদার মশায়ের কাছে—

গুণ। আরে রেখে দাও তোমার জমিদার। কানাই ম্যাষ্টার বলেছে,  
ভদ্রলোকেরা যদি কোমর বেঁধে কাজে লাগে—তাহলে ছোটলোকেরা  
তাই দেখে ছশো গুণ কাজে জোর লাগাবে। ঐ জমিদারটাকে দিয়ে  
দেখবে এখন—ডোমপাড়ার ডোবাটার মাটী কাটাবো !

[ গুণধরের প্রস্থান।

১ম বৃ। কি অপমান ? হোঁড়াদের কি মরণবাড় বেড়েছে ? মরবে



প্রথম অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

পল্লীসংস্কারে “গুণধর”—( শ্রীঅশীত্র চৌধুরী )

“—ভদ্রলোকেরা যদি কোমর বেঁধে কাজে লাগে—”



প্রথম অঙ্ক ]

দেশের ডাক

[ তৃতীয় দৃশ্য

বেটারা ওলাউঠা হয়ে ! গায়ে ওলাউঠা হয়ে এত লোক মচ্ছে—

আর ষণ্ডা গুণ্ডাদের মরণ হয়না গা ?

৩য় বৃ। থুড়ো ! ওরা যে বমের অকুচি—তাই বম ওদের দিকে ফিরে।

চায়না !

১ম বৃ। উচ্ছন্ন যাক্ সব—উচ্ছন্ন যাক্ ! দাও হে কলকেটা এদিকে !

( তামাক খাইতে লাগিল )

●  
( এক হাতে কতকগুলি খালা, বাসন, বালুতি ও কক্ষে পিতলের  
কলদী লইয়া স্ত্রীতির প্রবেশ। )

সুনী। ছপূর বেলা জল অভাবে বাসনগুলো মাজা হয়নি। বটীতলার

পুকুরেও আজ নাবা হবেনা। ওতেও সবাই কাজ কচ্ছে ! আহা !

চুদিনে গায়ে যেন লক্ষ্মীত্ৰী হয়েছে ! ভদ্রলোকের ছেলেরা যে সব

কাণ্ডকারখানা কচ্ছে—এমনটা কখ্খনো দেখিনি—শুনিনি—

১ম বৃ। কি গো নাৎনী ! আজ কি তোর কেশব মামার বাড়ীতে

এখন থাওয়া-দাওয়া হল নাকি ?

সুনী। না দাদামশাই ! এই মুখ্যোদের পুকুরে আমরা বাসন মাজি,

জল নিই—

২য় বৃ। আজ ত দেখছ—সে পথ বন্ধ ! এগন যাও—কুলের কুলবধূরা,

ভদ্রলোকের মেয়েরা তিন ক্রোশ পথ হেঁটে জল আনোগে যাও !

যত সব হতচ্ছাড়া কাণ্ডকারখানা বইতো নয় !

সুনীতি। কাণ্ডকারখানাটা কি মন্দ হ'চ্ছে রাজু মামা ? আহা—দেখুন

দিকি—গায়ে উন্নতি কর্কার জন্তে কেমন সব ভদ্রলোকের ছেলেরা

মিলে কাজকর্ম করছে । আমারও ইচ্ছে হয়—আমরা সব ভদ্রলোকের মেয়েরা এই রকম গাঁয়ের ভালোর জন্তে পরিশ্রম করি—

১ম ব। হ্যা—তা—তা—তোমার কথা স্বতন্ত্র ! তোমার ইচ্ছেটা একটু বেশী রকম হবে বইকি ? হা—হা—হা—

সুনী । কি বলছেন দাদামশাই ?

২য় ব। বলছেন ভাল ! যাক—যাক—তা হ্যাঁরে সুনী ! ঐ গুণো—  
ঐ হোঁৎকাটা,—ওর সঙ্গে তোর কি এত কাজ রে ?

সুনী । কাজ আবার কি ?

( লজ্জায় মাথা নত করিল )

১ম ব। কেশব বাবাজী খেতে দিচ্ছে একবেলা, মেয়ের মত যত্ন আয়ত্তি করছে,—এরকম চলাচলিটা শুন্লে—সে তো মহা খাপ্লা হয়ে উঠবে !  
হয়তো তোকে আর রাখতেই দেবেনা !

সুনী । তা হ'লেতো আমি বাঁচি । কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,  
আমার নামে এ রকম অপবাদ দিয়ে আপনাদের লাভ কি ? আমি  
আপনাদের কাছে কি অপরাধ করিছি ?

( সুনীতি তাহাদের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল )

( কেশব চাটুখোর প্রবেশ )

কেশব । তাইতো বলি,—আঁটকুড়ীর বেটা এখনও ফেরেনা কেন ?  
এখানে দাঁড়িয়ে দিবি খোসগল্প করা হচ্ছে । গুণো বেটা এই আশে  
পাশে কোথাও ঘুরছে ফিরছে বোধ হয় ?

সুনী । এই যে মামা—আমি রায়দিঘীতে জল আনতে যাচ্ছি ! বাসন-  
গুলো মাজা হয়নি—এ পুকুরে তো আজ হবার যো নেই—



কেশব। ছপুর বেলার এঁটো বাসন এখনও মাজা হয়নি কেন রে বেটী ?

বাড়ী থেকে বেরিয়েছিঁস্ তো দেড় ঘণ্টা আগে !

সুন্নী। এঁদের সঙ্গে কথা কইছিলুম ! এই এখুনি যাচ্ছি—

কেশব। যাবি আর আসবি ! এখুনি বেলা থাকতে থাকতে রান্না চড়াতে হবে তা জানিস্ ?

[ সুন্নীতি বাসন, বাল্‌তি ও কলসী লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

১ম বৃ। বলি কেশব বাবাজি—ভাগ্নীটকে তোমার নিজের বাড়ীতে রেখে দাওনা ?

কেশব। হ্যাঁ থুড়ো—রাখলে বাড়ীর কাজকর্মের সুবিধে হয় বটে ! তবে কিনা—গিন্নী—এই তোমাদের বৌমার মহা আপত্তি ! সে সব হবার যো নেই থুড়ো ! আর তা ছাড়া—তুবেলা অন্ন জোগান এ বাজারে বড় চাট্টিখানি কথা নয় ! যাক্—ও কথা ছাড়ান দাও।

২য় বৃ। ওকে মাইনেপত্ৰ কিছু দিতে হয় নাকি ?

কেশব। একবেলা দেড়েমুসে থেয়ে যাচ্ছে—আবার তার ওপোর মাইনে ? নগদ পয়সা ? বড় সস্তা দেখেছ আমার পয়সা—না ?

১ম বৃ। যাক্ যাক্—আমাদের ওসব কথায় দরকার কি ? তবে কথা হচ্ছে কি, ওর হাতের রান্না খাওয়া বোধ হয় তোমাদের উচিত নয় !

কেশব। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঐ রকম একটা গুজব শুন্ছি বটে ! তা—তা—এটা কি সত্যি নাকি ?

২য় বৃ। সবাই জানে, কেবল তোমার কাণে পৌঁছয়নি—এইটী আশ্চর্য্য !

কেশব। আচ্ছা—দেখিনা ! ছ'একদিন নিজে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখি শুনি !

তেমন তেমন বুঝলে—বেটীকে ঝ্যাটা মার্তে মার্তে গাঁ থেকে বিদেয় কর্ব।

[ অতিকষ্টে একহাতে বাসনগুলি, অশ্রুহাতে জলপূর্ণ বালুতি এবং কক্ষে কলসী লইয়া স্নানান্তির প্রবেশ । দাঁতযুগ্ম খিঁচাইয়া কেশব তাহার নিকট অগ্রসর হইল । ]

কেশব । যাওনা,—একটু চরণ চালিয়ে যাওনা । সব মাতী মাড়িয়ে গজেন্দ্রগননে চলছে যে ?

সুনী । এতগুলো বাসন, এতবড় একটা বালুতি, একঘড়া জল নিয়ে কি দৌড়ানো যায় মামা ? উঃ—ঘড়াটা একটু রাখি—

[ জলপূর্ণ বালুতি ও কলসী এবং বাসনগুলি মাটিতে নানাইয়া ঠাপাঠিতে লাগিল । ]

কেশব । কল্লি কি ? কল্লি কিরে সর্কনাশী ? এই মাজা ঘড়া—এই মাজা কলসী বাসনকোসন, এক বালুতি জল—সব রাস্তায় রাখলি ?

সুনী । ভুল করেছিলাম মামা ! বাসনগুলো মেজে বাড়ীতে রেখে এসে তবে জল নিয়ে গেলে হ'ত !

কেশব । নিয়ে গেলে হ'ত ? তাই কল্লি না কেন ? আবার ছুতো করে রান্নাবান্না কামাই করে রাস্তায় বেরিয়ে একবার পাক্ মেয়ে যাবার মতলব ? হারামজাদী !

সুনী । শুধু শুধু গাল দিচ্ছ কেন মামা ? মামী বলেন—দুবার ক'রে যেতে হবেনা,—একেবারেই সেরে এসে উঠুন ধরাতে !

কেশব । মামী যে তোমায় চেনে গো রাফুসী । যা ! বাসন মেজে আগে বাড়ীতে রেখে আয়,—তারপর আবার বালুতি কলসী মেজে জল নিয়ে যাবি !

( স্নানান্তির বাসন, বালুতি ও কলসী লইবার উদ্ভোগ )

( গুণধরের প্রবেশ )

গুণ । একি ? সুনী ? এত বেলায় ওসব নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস ?

কেশব । কোথায় যাচ্ছে জাননা ?

গুণ । কি করে জানবো ? তাইতো জিগ্যোস্ কচ্ছি ।

সুনী । রায়দিঘাতে আবার যাচ্ছি বাসনগুলো মাজতে ।

গুণ । কার বাসন ?

কেশব । বাসন আবার কার ? ছাকা হলি যে রে গুণো ? কার বাসন  
নাছে, কার চাকরী করে ও জানিস্না ? এতকাল—জন্মে অবধি গায়ে  
বাস কচ্ছিচ্ ?

গুণ । সুনী ! তুই কি কেশব খুড়োর বাড়ীর চাকরাণী ? তুই বাসন  
মাজিস্—জল তুলিস্ ?

সুনী । আবার রাঁধি । সব কাজ করি—তবে তো উনি খেতে দেন,—  
তাও একবেলা ।

কেশব । নইলে—মিনি মাগ্না ষেতে চাস্ নাকি ? ভারি আমার সাত  
পুরষের কুটুম ! বা—বা—কাজ কর্গে যা ।

গুণ । সুনী ! ফেলে দে ওর বাসন কলসী দূর করে ঐ নর্দমায় !

কেশব । বটে ! বড় যে আস্পর্কী তোর ?

গুণ । আস্পর্কী আমার না তোমার ? তুনি ভাণ্ডী বলে লোকের কাছে  
পরিচয় দাও,—তাকে দিয়ে ঝিএর কাজ করিয়ে নাও ? তুমি কি  
মানুষ ?

কেশব । নুখ সাম্লে কথা কোন্স গুণো ! তোর ও গুণোমী আমার কাছে  
খাটবে না ।

গুণ । খাটে কি না খাটে দেখাচ্ছি । সুনী ! পবরদার বল্ছি ওদের  
বাড়ীতে আর ঢুকিস্ নি !

সুনীতি । না না গুণ্দ্দা—তুনি এদিকে নজর দিওনা । হাজার হোক

সম্পর্কে মামাতো বটে ! এতদিন ধরে এক বেলা খেতে দিচ্ছেন,—

ওঁর সংসারে ছোটো কাজ না হয় কল্পম !

কেশব উঃ—মায়ের চেয়ে দরদী তারে বলে ডান । যা স্ত্রী—বাসন  
মেজে, জল তুলে, রান্নাবান্নার উত্তোণ কর্গে যা !

গুণ । খবরদার বলছি স্ত্রী—এ ঝিএর কাজ যদি তুই করি তো দেখতে  
পাবি মজা ! দে আনাকে বাসনগুলো—দে কলসীটা বাল্টিটা,—  
আমি মেজে ধুয়ে ওর বাড়ীতে দিয়ে আস্ছি ।

কেশব । তাহলে—রোজ কাড়ি কাড়ি ভাতও জুগিও তুমি !

গুণ । তা তো জোগাবই কাকা ! তোমার মতন লোকের ভাত—সেতো  
নরককুণ্ড । যা স্ত্রী—বা—বাড়ী বা । আর তোর দাসীরাও করবার  
দরকার নেই । যে মেহন্নৎ এক মুসে ভাতের পিত্ত্যে অনর্থক এই  
পাপিষ্টিটার জন্মে করিস,—সেই মেহন্নৎ আজ থেকে আনাদের সঙ্গে  
গায়ের জন্মে করিস,—ভগবান তোর ননীছানার বন্দোবস্ত করে  
দেবেন । চল্ আমার সঙ্গে ।

স্ত্রীতি । গুণদা—

গুণ । বেশী কথা কসনি—নইলে আমি মেয়েমানুষ বলে মানবো না—  
নারী এই কলসী—তোর মাথায় ! চলে আয় ।

[ স্ত্রীতি ও গুণদার প্রস্থান ।

১ম । বৃদ্ধ । কেমন বাবাজী ! ব্যাপার বুঝছো ?

কেশব । এ্যা—এষে তাজ্জব ব্যাপার ! এ রকম ব্যাতিচার—ভদ্রলোকের  
গায়ে ? না—এতো ভাল কথা নয় । ও স্ত্রীতিকে বাগিয়ে নেবে

প্রথম অঙ্ক ]

দেশের ডাক

[ তৃতীয় দৃশ্য

আমার চোখের সাগনে ? আমি কিন্তু ছাড়বো না—কিছুতেই  
ছাড়বো না ।

[ কেশবের প্রস্থান ]

( পরেশ ঠাকুর ও কানাইলালের প্রবেশ )

কানাই । আচ্ছা ঠাকুর—অত চট্‌ছো কেন ? আগে কথাটা বোঝো—  
পরেশ । বুঝবো কি ? আমার ডোবা বোঁজাবার তোমরা কে ? ঐতে  
আবার বাসন মাজা হয়,—লোকজনের মুখ হাত পা ধোয়া হয়, হঠাৎ  
রাতবিরেতে কলসীর জল ফুরালে বোশেখ জোষ্টি মাসে তেঁঠায় যখন  
প্রাণটা টা টা করে, তখন ঐ ডোবার জল ওপোর ওপোর থেকে  
তুলে নিয়ে এসে পেট পূরে থেয়ে জীবন রক্ষা করি,—তা জান বাপু ?  
কানাই । বলেন কি ? ঐ জল খেতেন ?

পরেশ । খাবো না তো কি—তেঁঠার ধমকে রাত ছুটোর সময় তোমার  
পুকুরে মাগছেলেদের নিয়ে ছুটবো নাকি ?

কানাই । হ্যাঁ—নিশ্চয়ই ছুটবেন । ঐ এতটুকু পচা ভর্গন্ধময় ডোবা !  
চারিধারে আঁতাকুড়, এক হাঁটুও জল নয় । ঐ জলে বাসন মাজা,  
কাপড় কাচা, নাছ ধোয়া, ছেলেদের শোবার কাঁতা থেকে মায়া  
ওলাউঠো, বসন্ত রুগীর কাপড়, বিছানার চাদর পর্যন্ত সাফ করা,—  
আবার দরকার পড়লে সেই জল খাওয়া হয় ? বলেন কি ?

পরেশ । তা তোমার নতন তো আমরা বড়লোক নই । আমরা গরীব,  
গরীবের মতই আমাদের থাকতে হয় । তুমি মাঝখান থেকে মুড়ুলি  
করে, আমার বাড়ীর চারিধারের আঁতাকুড়ই বা সাফ কর্তে গেলে  
কেন ? আর আমার ঐ ডোবাটুকুই বা বুজুতে গেলে কেন ?

কানাই। আপনার ভালোর জন্তে, গ্রামের ভালোর জন্তে করছি।

আপনার বাড়ীর সাননেই আমার অত বড় পুকুর রয়েছে ! আমি  
 ৬৭ অনেক টাকা খরচ করে আপনাদের জল খাবার জন্তে সেই পুকুর  
 পরিষ্কার করাছি। দেখলেন না,—শুধু জনমজুর নয়,—গ্রামের ভদ্র-  
 লোকের ছেলেরা পর্য্যন্ত পুকুরে নেবে কচুরীপানা তুলছে—ঘাট  
 পরিষ্কার কচ্ছে, পুকুরপাড়ের জঙ্গল সাফ কচ্ছে—

১২ ব। তা এইটে কি কালের ধর্ম্ম বাবা কানাইলাল ? নিজের  
 পুকুরটা মিনি পয়সায় সাফ করাবার জন্তেই এই সব ভদ্রলোকের  
 ছেলেদের দিয়ে—জনমজুরের কাজ করাচ্ছ।

কানাই। ভুল বলছেন জ্যাঠামশাই ! আপনার খিড়কীর পুকুর,  
 আপনার বাড়ীর আঁতাকুড়—আপনার বাড়ীর পাশের নালা নদ্রনার  
 পাক,—সে তো আমি নিজেই সাফ করেছি,—তাতো দেখেছেন ?

পরেশ। তা করেছ করেছ। কিন্তু আমার ডোবা যে বোজালে তার  
 খেসারৎ দেবে কে ? আর আমার জল সরবার উপায় কি ?

কানাই। খেসারৎ যদি চান—অবশ্য আমি দিতে বাধ্য।

১২ ব। শুধু খেসারৎ কি ? তোমাকে টিরেস্পাশের চার্জে ফেলা যায়  
 তা জান ?

কানাই। আজকালের বাজারে মনে কল্পেই নির্দোষী ভদ্রলোকের  
 ছেলেদের অনেক কিছু চার্জে ফেলা যায়,—শুধু Trespass চার্জে কি  
 জ্যাঠামশাই ? তা যাক পরেশ ঠাকুর ! ডোবার অভাবে যদি  
 আপনার নিতান্তই কষ্ট হয়,—তাহলে দিনকতক অপেক্ষা করুন,  
 আমরা আপনার বাড়ীর সামনে আর একটা টিউব-ওয়েল বসাবার  
 বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

প্রথম অঙ্ক ]

দেশের ডাক

[ তৃতীয় দৃশ্য

পরেশ। ও সব চালাকীর কথা আমি শুনতে চাইনা,—আমার ডোবা  
চাই—

২য় ব। হ্যা—মুরোদ কত !

৩য় ব। তুমি চাকরী করে—হাতুড়ী পিটে—এন্‌জেনারী করে কত  
টাকা করেছ হে বাপু ?

১ম ব। চাকরীটিও তো গেছে শুনছি !

কানাই। দেখুন—আপনারা আমার পিতৃতুল্য—কেউ কেউ আমার স্বর্গীয়  
পিতারও বয়োহ্যেষ্ঠ। আপনারা যদি নলপক হয়ে আমাদের সহৃদয়  
বুকে ও আমার সঙ্গে এই রকম বিবাদ করে বন্ধপরিকর হন,—তাহলে  
আমি নাচার। আমি গ্রামের উন্নতির জন্ত যা করছি তা করই।  
আপনারা যা কর্তে পারেন করুন।

পরেশ। তাহলে গরীব ব্রাহ্মণের সঙ্গে এই রকম করে লাগাটা কি তোমার  
ধর্ম হচ্ছে ?

কানাই। অবশ্য কিছুই হচ্ছেনা। যত দিন না আপনার হাতুড়ীর কাছে  
কিন্দা আশে পাশে একটা ডোবা কাটিয়ে দিতে পারি, ততদিন আমার  
চাকর বাকরে প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা ছ'টার ঘড়া জল আপনার জন্তে  
তুলে দিয়ে আসবে।

পরেশ। অত ঘড়া আমি পাব কোথায় ?

কানাই। চুলো থেকে পাবেন। যান—আপনি যা পারেন করুন গে।  
আমি কিছু জানিনে। আমি দেখিগে—ছোকরারা সব গেল কোথায় !

[ কানাইজালের প্রস্থান

পরেশ। চলুন আমি জমিদার রায় বাহাদুরের কাছে—

[ পরেশ চাকরের প্রস্থান।

১ম র। হ্যাঁ—চল পরেশ ঠাকুর—আমরাও যাই। এসো চকোন্টি—  
এস রাজীবলোচন!

\*কানী। গায়ে তো দেখছি অরাজকতা! কতকগুলো ছোঁড়ার  
এত প্রতিপত্তি? এতো ভাল কথা নয়!

৩য়-র। নয়ই তো! নিজেরা বয়ে গেছে—আমাদের ছেলেপুলেদের বইয়ে  
দিচ্ছে! সবাইকে জনমজুর করে তুলেছে। কুস্তী লাঠিখেলা শিখিয়ে  
ডাকাতের দল তৈরী করেছে! চল, এখনি এর একটা বিহিত করা  
দরকার হয়ে পড়েছে!

( গোপালের পিসি ও হেরো কৈবর্তের প্রবেশ )

গো-পি। হাঁরে হেরো—অনানুখো! তুই এমন বগু! হুবেলা এক কাড়ী  
করে ভাত আর কড়ায়ের ডালের ছ্যাদ করিস আমার বাড়ীতে,  
তোর এমন বুনো ষাঁড়ের মত চেহারা! তোর সামনে আমার  
অতগুলো কাপড় বিছানা কঁাতা সব পুড়িয়ে দিলে?

হেরো। আরে—আমার অপরাধটা কি তা বল! আমি রায়দিবীতে  
লিঃকল্যাণে ওগুলো কাচবার জন্তে সব লিয়ে গেছনু,—ঐ গুণ্ডোবাবু  
আর তার কুস্তীর লেঠেল বাবুরো হুড়মুড় করে গিয়ে পড়লো! বলে  
“বেটা—ঐ দিবীর জলে সবাই ছ্যান্ করে—ঐ জল সব খায়,—বেটা  
এখানে ওলাউটোর বিছেনা কাপড় কাচতে এয়েছিস?” এই বলে  
দিশ্‌লাই না জেদে—সব কাপড় বিছেনা দাউ দাউ করে জাইলে  
দিলেক!

১ম র। কি—কি হয়েছে পিসি? কাপড় বিছানা তোমার পোড়ালে  
কে?



গো-পি। কে আবার ? ঐ বিশ্বস্তরের ছেলের দল, ঐ বড় বাড়ীর  
 গুণ্ডা,—এরা সবাই মিলে আমার অতগুলো ভাল কাপড়—অমন  
 সুন্দর সুন্দর কঁাতা,—বোঁমা চার পাঁচ বছর আগে রাজ্যের ছেঁড়া  
 কাপড় জড়ো করে তৈরী করেছিল —

২য় বৃ। সে গুলো পোড়ালে কেন ?

( গুণধর ও সহচরগণের প্রবেশ )

গুণ। পোড়ালে কেন ? তাকা হচ্ছেন কেন আপনারা ? পোড়াবো  
 না ? গোপলার ছেলেটা ওলাউঠো হয়ে মারা গেছে ! কানাই  
 ম্যাষ্টার বলে—ওলাউঠোর নোংরা বিছানা কাপড় সব পুড়িয়ে ফেলতে  
 হয় ! নইলে, গায়ে আরও পাঁচজনের হবে যে !

গো-পি। হবে না ? ওলাউঠো হবে না তোদের ? তোদের বাড়ীতে  
 ওলাউঠোয় রুগী মরবে না কেউ ?

গুণ। মরে—তখন মড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব বিছানাপত্রের কাপড়চোপড়  
 পুড়িয়ে ফেলবো !

১ম-বৃ। দেখেছো—অত্যাচার সবদিকে কি রকম বাড়ছে ?

২য়-বৃ। তা বাবা গুণধর ! ও গরীব,—ওর ও সব জিনিষ পুড়িয়ে দিলে  
 কেন ? সেগুলো তো ভাল করে কাচিয়ে তুলে রাখলে চলতো !  
 গরীব গেরোস্তো ঘর—

গুণ। বাঃ—তা কি হয় ? ও গুলো এই বেটা হেরো রায়দিঘীতে কাচতে  
 যাচ্ছিল ! সেই জল গায়ের লোক পায়—কত লোক সেই দিঘিতে  
 চান করে—

২য়-বৃ। কল্লেরি বা ! এতো আবহমানকাল ধরে এই রকম হয়ে আসছে—

( কানাইলালের পুনঃপ্রবেশ )

কানাই । আবহমানকাল ধরে যে সব দোষগুলো হয়ে আসছে জ্যাঠামশাই,  
সেটা আর আগরা এ গায়ে কিদা আশপাশের কোন গায়ে হতে  
দোবোনা !

গো-পি । তোদের বড় দর্প হয়েছে রে কেনো—বড় দর্প হয়েছে !  
গোপালের আমার ১০টা ছেলেমেয়ের পর ঐ ছেলেটা হয়েছিল ! সেই  
ছেলে,—এই এত বড় ছেলে,—তিন বছর এখনও পেরোয় নি,—সে  
আমার সংসার শূন্য করে গেছে ! ঐ নাতিটার জন্তে শোকে তাপে  
মরে যাচ্ছি, এই নড়ার ওপোর তোরা খাঁড়ার ঘা দিলি? ( বুক  
চাপড়াইয়া ) তোদের বিচার ভগবান কছেন ! এই ওলাউঠো  
তোদের ঘরে ঘরে হবে,—দেখুবি—দেখুবি—দেখুবি !

কানাই । হতে পারে ঠান্দি—আশ্চর্য্য নয় ! কিন্তু নিশ্চয়ই হতো,—বদি  
ঐ সব নোংরা কাপড় বিছানা রায়দিঘীতে কাটা হতো ! ঠান্দি !  
গোপালকাকার একরত্তি একটা ছেলে মরেছে,—অবস্থা খুব চাপ্তের  
বিষয় বটে ! কিন্তু এই গুণদা,—এই আমি,—এই গায়ের ছেলেরা  
ঐটুকু ছেলের রোগের কি রকম সেবা করেছি,—সেটা ভেবে একবার  
গালমন্দ করো ! শুধু গতর দিয়ে নয়,—টাকা খরচ করে যেভাবে  
তোমার নাতির চিকিৎসা করানো হয়েছে,—অনেক বড়লোকের তা  
হয়না !

গো-পি । আমার সোণার নাতিও গেল,—আমার অমন বিছানা কাপড়  
পর্য্যন্ত পুড়িয়ে দিলে ! ভারি আমার উপকার কল্লো সব—

গুণ । কানাই ম্যাষ্টার—ঠান্দির কান্না কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না !  
ও নাতি মরে গেছে বলে তো একদমই কাঁদছে না ! ও কাঁদছে, ঐ

হেঁড়া কতকগুলো কাপড় আর ক্যাতার জুতো ! আচ্ছা ঠান্দি—  
চুপ্ করো,—আমি তোমায় এর জুতো পঞ্চাশ টাকা গুণোগার  
দোবো,—আর কেঁদোনা বাছা—

গো-পি । এঁা—ঐ অতগুলো কাপড় বিছানা,—মোট পঞ্চাশ টাকা ?  
গুণ । তা কত চাই বলনা—  
কানাই । গুণদা ! এত—

গুণ । আঃ—চুপ কর না কানাই ন্যাঠার ! একে ওর বাড়ীতে একজন  
নরেছে,—তার ওপোর ও আমাদের ঠান্দি—আপনার লোক,—ও  
বুক চাপড়ে কাঁদছে,—ও বাবা—এ আমি সহিতে পার্‌কনা ! কত  
টাকা চাই ঠান্দি ?

গো-পি । হেঁ—হেঁ—তা—চান গুণা টাকার কম ত নয় ! বরং দেড়  
কুড়ী টাকা হিসেব করে হলেও দাঁড়াতে পারে !

সহচরগণ । আরে দূর হেবলো মাগী—

কানাই । ঠান্দি ! পঞ্চাশ টাকা চান গুণা টাকার চেয়ে চের বেশী টাকা !  
তুকুড়ি দশ টাকা—

গুণ । চল ঠান্দি—বাড়ীতে চল—টাকা দিচ্ছি ।

গো-পি । তাই নাকি—তাই নাকি ? দে বাবা দে ! চল হেরো ! তা  
হ্যা বাবা ! আর কিছু বিছানা কাপড় পোড়াতে যদি হয়—

সহচরগণ । যাও যাও—আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলে—যাও—আর  
বেশী কথা কোয়োনা—বাড়ী যাও ঠান্দি !

গো-পি । হ্যা—এই যাই ! তুকুড়ি দশ টাকা ! ছেলেরা সব বড় ভাল !  
—আয় রে হেরো—

[ গোপালের পিসি ও হেরোর প্রস্থান ।

কানাই। গুণদা! হাতটা অত দরাজ করোনা ভাই! টাকার অনেক দরকার হবে!

গুণ। কি করি বল দিকি গ্যাণ্ডার কানাইলাল? লোকের কান্না দেখলে,  
—লোকে বড় মুখ করে কিছু চাইলে,—দোবোনা দোবোনা মনে  
করেও হঠাৎ কেমন হাত থেকে টাকাগুলো পিছলে বেরিয়ে পড়ে!  
যাক্—আর কা'কেও এক টাকাও দিচ্ছিনা!

কানাই। যখন কা'কেও কিছু দেবে—আমাকে একবার জিজ্ঞান্না কোরো!

গুণ। হাঁ—হাঁ—তাই কর! এবার থেকে কাণে আঙ্গুল দিয়ে রাস্তায়  
চলবো—মাঝে মাঝে চোখ ডটোও বুজবো—

কানাই। কেন?

গুণ। আরে—তা নইলে যে লোকের কান্না-হঃখ শুনতে হবে—চোখে  
দেখতে হবে!

কানাই। তুমি দেবতা! যাক্ ও কথা! এখন ছেলেদের দিয়ে ঐ যে  
সব কাজ করানো হল, ওদের বাপ না তো শুনছি আমাদের ওপোর  
ভারী চটেছে!

গুণ। চটলেই বা! আমাদের কি করবে?

কানাই। যাক্—সে সব আর ভাববার দরকার নেই! সে সব ভাবতে  
গেলে কোনো কাজই হবেনা! কিন্তু এক গান্ধা চরকা তো কেনা  
হলো—কাজ হবে কোথায়?

গুণ। কেন? আমার বাড়ীতে? অত বড় বাড়ী আমার—এক রকম  
খালি পড়েই তো আছে!

কানাই। কিন্তু—নন্দকিশোরদা যে ভয়ঙ্কর আপত্তি কচ্ছেন!

গুণ। সে কি তার বাড়ী?

কানাই। শুনলুম—তুমি তোমার জায়গাজমী বাড়ীঘরদোর বাধা রেখে  
জমিদারের কাছে বিস্তর টাকা ধার করেছ ! কত টাকা নিয়েছ  
শুনি ?

গুণ। কে জানে ? সে ঐ নন্দদা বলতে পারে ! সে সব নন্দদাকে  
জিজ্ঞাসা করো ! আমার টাকার দরকার হয়েছে—নন্দদাকে বলেছি,—  
সে একখানা ষ্টাম্প মারা কাগজে আমার হাতের বুড়ো আঙ্গুলের  
একটা টিপ নিয়েছে—টাকা দিয়েছে ! বাস !

কানাই। বেশ করেছ ! এই করে বিষয়গুলি মিছি মিছি নষ্ট করেছ আব  
কি ! থাক্—সে সব ব্যবস্থা পরে হবে ! এখন আর এক কাজ বাকী !

মামার হয়ে এইবার একবার ভোট ক্যানভাস করতে বেরুলে হয়না ?

সহ-গণ। সে তো আমরা কচ্ছি !

কানাই। সবাই কি বলে ?

১ম-স। অধিকাংশ লোকই তোমার নামাকে ভোট দিতে চায়—

২য়-স। তবে এ গায়ের বেশীর ভাগ জমিদারের দিকে—

গুণ। মেরে সব গুঁড়ো করে দোবো—যদি তরুণ চৌধুরী মশাইকে কেউ  
ভোট না দেবে ! তুমি ভাবছ কেন কানাই ম্যাষ্টার ?

কানাই। না না—মারামারি ধরাধরি কোরোনা ! কেবল মিষ্টি কথায়  
কাজ করতে হবে ?

গুণ। আরে ছাই—মিষ্টি কথা যে আমি কইতে জানিনা ! যা কথা কই—

তাই যেন কড়া হয়ে যায় ! আমায় এক সময় বাড়ীতে বসে কতক-

গুলো মিষ্টি মিষ্টি কথা শিখিয়ে দিও দিকি—কানাই ম্যাষ্টার !

কানাই। তোমার মত মিষ্টি কথা কে জানে গুণদা ? যার এমন মিষ্টি  
প্রাণ—তার যে সবই মিষ্টি !

( বালকগণ, যুবকগণ, স্ব স্ব কাষাতে প্রবেশ করিল )

সকলে । বাক্—গাঁ এক রকম সাফ্ করে ফেলেছি—

কানাই । আজ থাক্ ভাই ! যথেষ্ট পরিশ্রম হচ্ছে তোমাদের !

আজকের মত থাক্ ! যে বার বাড়ী যাও—জিরোওগে—পড়াশুনো করগে—

গুণ । আরে—কিসের পরিশ্রম ? এই সব পাট্টা পাট্টা ছেলেরা,—এরা যদি সমস্ত দিনরাত খাটতে না পারে, তাহলে আর ব্যাটাছেলে হয়েছে কিসের জন্তে ?

কানাই । ভাই সব ! আমরা এই নারায়ণপুর গ্রামে আজ একসঙ্গে মিলেছি, শুধু গায়ের উন্নতি করবার জন্তে ! আমরা গায়ের উন্নতি করব—গায়ে নিজেদের ভাতকাপড়ের সংস্থান করব, গায়ের লোকদের প্রতি যদি কোন অত্যাচার হয়, প্রাণপণে তার প্রতিকার করব ! এতে যদি কেউ বাধা দেয়,—সে বাধা মানবো না—শুনবো না—দুর্কপাত করবো না !

সকলে । কিছুতেই না ।

কানাই । তারপর আমাদের প্রশ্নান লক্ষ্য হবে—গ্রামের দরিদ্র চাষাদের প্রতি ! কিসে তাদের অভাব ছঃখ কষ্ট দূর হয়,—কিসে তারা ঋণমুক্ত হয়ে মনের সুখে মনের আনন্দে গায়ে থেকে চাববাস কর্তে পারে,—জীপুত্রদের অনাহার থেকে রক্ষা কর্তে পারে, সেই দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে । চাষাদের না বাঁচালে আমাদের বাঁচবার কোন উপায়ই থাকবেনা : অতএব চাষাদের বাঁচাতেই হবে !

সকলে । চাষাদের বাঁচাতেই হবে,—নিশ্চয়ই হবে ।

কানাই । চাষীরা দেহের রক্ত দিয়ে শস্ত তৈরী করে ! বিক্রয়ের বা বিনি-

নয়ের জন্ত তাদের সহরবাসীর দারস্থ হতে হয় ! সহর হ'ল মানুষের রক্ত শুষে থাবার জ্যায়গা ! সহরে আইন আদালত ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষ করে বত চতুর লোক, শিক্ষিত লোক জমায়েৎ বসে আছে । পাড়াগায়ের লোকদের নিকু ক্রিতা ও অসহায়তার দরুণই এই সমস্ত লোক রোজগার কচ্ছে—বাবুগিরির চূড়ান্ত কচ্ছে ! পল্লীগামের চাষীদের নিজের কোন আয়োজন বা প্রতিষ্ঠান নেই বলেই,—তারা অসহায় অবস্থায় সহরবাসীর দারস্থ হয় । তাদের মুখ চাইবুঝ ব্যবস্থা আনাদের সক্ষমতাে কৰ্ত্তেই হবে !

সকলে । কৰ্ত্তেই হবে !

কানাই । অতএব ভাই সব ! এই সকল চাষীদের সমস্ত বিষয় ভাল করে বোঝাতে হবে । তাদের জমীর জন্ত—তাদের তৈরী কসলের জন্ত—তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ের জন্ত মধ্যস্থানীয় ব্যক্তির হাত থেকে তাদের উদ্ধার কৰ্ত্তেই হবে । তাদের এড়াটবড় সমস্ত স্বার্থ রক্ষা করবার জন্ত গ্রামে গ্রামে কৃষকসমিতি স্থাপিত কৰ্ত্তে হবে । এই সমিতির পরামর্শমত চাষের পরিমাণ নির্ধারিত হবে,—দ্রব্যের পরিবর্তে কৃষিব্যাঙ্ক থেকে অগ্রিম টাকা দিয়ে তাদের ঋণদার থেকে উদ্ধার কৰ্ত্তে হবে । অভাবের দিনে তাদের সংসার চালিয়ে নিতে হবে । তাহলেই তারা আর গা ছেড়ে—চাষবাস ছেড়ে দেশবিদেশে কুলিগিরি কৰ্ত্তে ছুটবে না ! বোঝ ভাই সব ! এই বঙ্গদেশে চাষীরাই হল বাঙ্গলার প্রাণ !

সকলে । চাষীরাই বাঙ্গলার প্রাণ !

কানাই । সেই চাষীদের রক্ষা কল্পেই আবার বাংলার পল্লীতে পল্লীতে লক্ষ্মীত্ৰী ফিরে আসবে,—সমগ্র বঙ্গদেশের প্রতি না কমলা আবার

প্রসন্ন নয়নে চাইবেন ! আজ এই পুণ্যমিলনের দিনে,—এস ভাই,—  
আমরা সবাই প্রাণভরে মা বঙ্গলক্ষ্মীর জয়গান করি ।

[ কানাইলাল নীরব হইল । সকলে হাত জোড় করিয়া পরম ভক্তিভরে গান  
ধরিল । ক্রমশঃ সেই সঙ্কীত সনবেত কণ্ঠস্বরের উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল ।

সকলের গীত ।

“হংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী

কমলা কমলদলবাসিনী ।

বাণী বিজ্ঞানায়িনী নমামি দ্বাং !

নমামি কমলাং, অমলাং, অতুলাং

সুজলাং সুফলাং নাতরং ॥

[ সকলেই জোড় হস্তে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া এক সঙ্গে প্রণাম করিল ]



# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

নারায়ণপুর—অদ্ভুতকুমারের বাড়ির দালান।

অদ্ভুতকুমার।

অদ্ভুত। হল কি? কালে কালে এ সব হল কি? তরুণ চৌধুরী  
আমার ষ্টেটের এটর্নি!—এঁ—এ যে চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয়  
না!—কলাবো—বলি অ কলাবো—

( কল্লোলিনীর প্রবেশ )

কল্লোল। একি? সেজে গুজে বেরুচ্ছে যে? এই সকালবেলা চান্ন  
টান্ন না করে—

অদ্ভুত। বেরুতেই হবে! না বেরিয়ে উপায় কি কলাবো?

কল্লোল। বলি খবরটা কি পাকা নাকি? সত্যিই তরুণবাবু তোমার  
বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন?

অদ্ভুত। এখনও তুমি অবিশ্বাস কচ্ছ? তা কল্পে বই কি—এ যে  
অবিশ্বাস করবারই কথা! আনিই কি প্রথমে বিশ্বাস করেছিলুম  
দেখ,—নন্দা আমার বলে গেছে, আর আমিও বেশ বুঝতে পাচ্ছি, এ  
সব ঐ বিশ্বস্তর মুখ্যের ছেলের কাজ। ঐ বেটাই যত অনিষ্টের  
মূল। ঐ ব্যাটা গ্রামে গ্রামে বাড়ী বাড়ী গিয়ে আমার কুচ্ছা করে  
বেড়াচ্ছে! আড়ে হাতে চেপ্টা কচ্ছে—যাতে আমি একটাও ভোট  
না পাই।

কল্লো। তাতো কর্কেই! তোমার ওপর ওর যে বিষম আক্রোশ?—

তাকি জাননা?

অহুত। কেন? আমার ওপোর এত আক্রোশ কেন? ও ব্যাটার

সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? আমি ওর গুটির কি পিণ্ডি চট্কাচ্ছি?

ব্যাটা—পাজী, বদমায়েন্, নচ্ছার!

কল্লো। বুঝতে পাল্লে না? তুমি দিন দিন আরো ছাফা হ'চ্ছ যে। বট্-

ঠাকুরের সঙ্গে ওর বাপ বিশ্বস্তর বাবুর কি রকম গলায় গলায় ভাব

ছিল—তাতো দেখেছ? লীলার সঙ্গে ওর বিয়ের কথা সব তো

জান?

অহুত। মন্ আঁটকুড়ীর ব্যাটা কেনো! ও ব্যাটা বুঝি সেই টাঁক

করে বসেছিল যে, দাদা আমার বিলাত থেকে মেয়ে সঙ্গে করে

দেশে ফিরে এসে—ওকে জামাই কর্কে?

কল্লো। ছিল কি? এখনও টাঁক করে বসে আছে।

অহুত। এ সব ঐ ব্যাটা তরুণ চৌধুরীর মতলব। বুঝ্লে কলাবো?

আমাদের ষ্টেটের এটর্নি ঐ ব্যাটা! আমাদের ভেতরকার কথা

তরুণ চৌধুরিই সব জানে! সেই ব্যাটাই ভেতরে ভেতরে ভাগ্নের

সঙ্গে এই সম্বন্ধে নানারকম ফন্দী আঁটছে বুঝতে পেরেছি। যাক্—

কোন মতে এই চৈত্রমাসটা কেটে গেলেই সেই ছ'বৎসর উত্তীর্ণ হবে

—তাহলেই ছবেটা মামা ভাগ্নের মতলব করা বেরিয়ে যাবে!

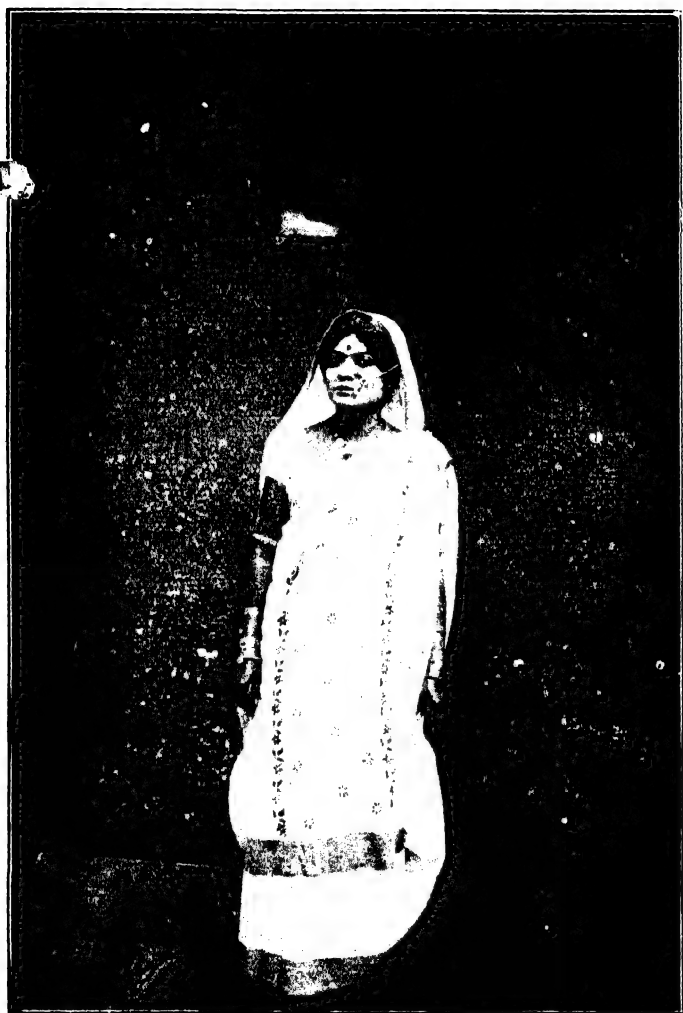
কল্লো। তুমি বুঝি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে যে, লীলা এর

মধ্যে ফিরতে পারেনা?

অহুত। আরে—কোথায় তোমার লীলা? সে কি আর বেঁচে আছে?

যাক্ সে সব কথা! এখন তোমাকে একটা কাজ কর্তে হবে!





বিতার অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য

জমিদার-গৃহিণী “কল্লোলিনী”—( ত্রিযতী নবতারা )

“—এবার ঢাকা উল্টো দিকে ঘোরবার উপক্রম হয়েছে।”

[ ৬১ পৃষ্ঠা ]

কল্লো। শুনিনা—কাজটা কি ?

অভূত। দেখ কলাবৌ ! কাল সন্ধ্যার সময় একবার ধূলোকাদা ঘেঁটে

গায়ের খানিকটা ঘুরে ফিরে এলুম ! মনে করেছিলুম—গতবারে

মতন ছ একদিন গায়ের ছ'চারজন লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ

কল্লেই—সব ব্যাটা কৃতার্থ হয়ে যাবে,—আর নির্দিষ্টবাদে সকলেই

আমাকে ভোট দিয়ে আপনাদের ধণ্ডা জ্ঞান কর্বে ! এবার গতিক

বড় খারাপ—বুঝলে কলাবৌ,—হাওয়া এবার তেমন সুবিধের নয় !

কল্লো। তা আমি অনেকদিন জানি—এবার চাকা উল্টো দিকে

ঘোরবীর উপক্রম হয়েছে।

অভূত। তা যাক—বাজে কথায় কাজের কথাটা ত বলা হলনা !

কল্লো। তা কাজের কথাটা কি তোমার শুনি !

অভূত। দেখ—আনি বুঝতে পাচ্ছি—আমার দ্বারা কি ঐ বেটা নন্দ-

কিশোরের দ্বারা গায়ের লোকের কাছ থেকে ভোট টোট কিছুই

আদায় হবেনা। এবার তুমি যদি একবার বাড়ী-বাড়ী গিয়ে আমার

হয়ে canvass কর্তে পার,—তাহলে আমি হলপ করে বলতে পারি,

একটা ভোটও তরুণ চৌধুরীকে কেউ দেবে না !

কল্লো। বাঃ বাঃ—শেষ আমাকে দিয়ে canvass করাবার মতলব

কচ্ছ ?

অভূত। না না—এ আর মতলব করাকরি কি বল ? তুমি হলে

জমিদারগৃহিণী, রায়বাহাদুরের স্ত্রী ! তোমাকে দেখলে ভয়ে ভক্তিতে

খাতিরে কেউ আর আমাকে ভোট না দিয়ে থাকতে পারবে না।

হাজার হোক স্ত্রী-জাতির একটা সম্মান আছে তো ?

কল্লো। ও সব চালাকী রেখে দাও। যা কচ্ছ নিজে কর—এর

ভেতর আমায় জড়িয়ে একটা ঢলাঢলি কোরোনা। আমি তোমায় ও পাগলামির কথামত কাজ কর্তে পার্বনা।

অদ্ভুত : তাহলে—বাই—নিজেই একবার সকালবেলা বেরুই। উঃ—  
দেখেছ—এই জন্মেইতো পল্লীগ্রামে ঢুকতে চাইনা! এখনও বেলা  
নটা বাজেনি—এর মধ্যে রোদ্দুর চড়্ চড়্ কচ্ছে !

( জনৈক ভূত্যের প্রবেশ )

ভূত্য। নন্দকিশোর বাবু এসেছেন—

অদ্ভুত। নন্দ এসেছে? আচ্ছা—তাকে একবার বাড়ীর ভেতরে  
আসতে বল দিকি ?

[ ভূত্যের প্রস্থান।

কল্লো। তাকে আবার বাড়ীর ভেতর ডাকা হচ্ছে কেন ?

অদ্ভুত। বাইরে বিস্তর ভেজাল! একটু গোপনীয় সমাচার জানতে  
হবে ; কেউ না শুনতে পায়! তুমি তাহলে যাও! চা—টা খাবে  
—না—জলটল খাবে—

কল্লো। যে আজ্ঞে—আর অত দরদে কাজ নেই! এখনও আমার  
পূজো হয়নি !

[ কল্লোলিনীর প্রস্থান।

অদ্ভুত। এমন পতিপূজো ছেড়ে অন্য ঠাকুর পূজো কর্তে আছে কি ?  
হিঃ—

( নন্দকিশোরের প্রবেশ )

অদ্ভুত। কি খবর নন্দকিশোর ?

নন্দ । ব্যস্—all finished—সব কান্ ফতে কন্ দিয়া !—আর  
কোনও ভাবনা নেই !

অদ্বত । কি রকম ?

নন্দ । আর কানাই বেটাকে ও canvass কর্তে হবেন। আর তখন  
চৌধুরীকে একটা ভোটও পেতে হবেন। ও লোক্কো not a  
single vote—একঠো আধেলা ভোট নেই মিলেগা !

অদ্বত । কি ব্যাপার কি—শুনিনা ছাই !

নন্দ । গুণোকে ফ্যাসাদে ফেলছি ! একদম—

অদ্বত । তোমার মামাতো ভাই গুণধরকে । তাকে ফ্যাসাদে ফেলে  
আমার vote যোগাড়ের কি সুবিধে হবে ?

নন্দ । আরে—ঐ stupid cadaverous গুণ্ডাটা কানায়ের সঙ্গে খুব  
ভিড়েছে ! কানাই তাকে দিয়েইতো আমার হয়ে vote canvass  
করাচ্ছে ।

অদ্বত । বল কি হে ? তা হলে তো একটা ভোটও পাওয়া যাবেনা !  
ও বেটা ভীষণ বগা-গুণ্ডা,—গা শুদ্ধ সবাই,—ছেলেবুড়ো সকলেই  
ওকে যমের মত ভয় করে শুনছি—

নন্দ । Just wait and see my Lord ! আপ্ থোড়া বৈটকে  
বৈটকে দেখিয়ে—ওকে আজই গা থেকে কি করে তাড়াই !

অদ্বত । ওর বাড়ীটা attach করা হয়েছে ?

নন্দ । Oh yes ! এই আমি তালা চাবি অঁটিতে যাচ্ছি ! আপনার  
একজন ষণ্ডা দেখে দরওয়ান তার বাড়ীর দরজার সামনে বসিয়ে  
রেখে আস্তে হবে ।

অদ্বত । তা হলে আর কি এমন বিশেষ সুবিধে হবে ? ও পৈচুক

বাড়ী care টেয়ার করে না ! এ বাড়ী যদি যায়—গা শুদ্ধ লোককে বশ করে রেখেছে—যার হোক বাড়ীতে গিয়ে থাকবে ! বেটার আছে কে ? মাগু না ছেলে—টেকি না কুলো ! নিদেন ঐ কানাই বেটা নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাবে ।

নন্দ । No—no—my Lord—কুছ পেরোয়া নেই হয় আপুকে ।

আমি ওকে শুণ্ডা বলে ধরিয়ে দেবার যোগাড় কচ্ছি !

অদ্ভুত । তাই করনা—দে পরামর্শ তো অনেকদিন থেকে তোমাকে দিচ্ছি ! নারপিট শুণ্ডামির জন্ত তো ও গায়ে বিখ্যাত । দেদিন পরেশ ঠাকুরকে ঠ্যাঙ্গালে শুধু শুধু—

নন্দ । শুধু পরেশকে ঠ্যাঙ্গালে ? আরে জনাব ! উহুতো ভারি শুণ্ডা বদমাস হয় ! ও ঠ্যাঙ্গায় না কাকে ? এতদিন লোকে patiently সয়ে এসেছে ! এইবার আপনার টাকা খেয়ে সবাই বিগুড়েছে ! সবাই একেবারে brilliant fire হয়ে আছে !

অদ্ভুত । পরেশ বে Diary করিয়ে এলো—

নন্দ । দারোগা বাবু তো আজই ওকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবেন বলে-ছেন । You come—come my lord ! আবু খোড়া তু' দশ মিনিটকো বাস্তে থানামে চলিয়ে । আর কিছু আপনাকে কভে হবে না । আইয়ে হজুর খোদাবন্দ—come—come—

অদ্ভুত । চাকর বেটারা সব গেল কোথায় ? ছাতা-টাটা মাথায় ধভে হবেনা ? নইলে,—আমি তো রোদে মারা পোড়বো ।

নন্দ । I do—I do—most honourable sir—আপু আইয়ে—আপু চলিয়ে—আপ মোটর গাড়ীপর্ উঠিয়ে—হাম আপুকে ছাতা-বরদার হোয়েঙ্গা ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।





বিতার অন্ধ—বিতার দৃষ্টি

বাল-বিশ্বা "সুশীতি"—। শ্রীমতা চ'ক্‌শনা ।

"—প্রাণের ভেতর কেউ নহা অশান্তির চিহ্নি ক'রছে ।"

[ ৬৫ পৃষ্ঠা ]

५३

## দ্বিতীয় দৃশ্য

গুণধরের বাটার প্রাঙ্গণ ।

( সুনীতি একধারে বসিয়া চরকা কাটিতেছে )

সুনীতি । মনের আনন্দে সবাই কেমন কাজকর্ম কচ্ছে,—কেমন হেসে খেলে বেড়াচ্ছে । কিন্তু আমি এত চেষ্টা করেও মন থেকে দুঃখ জালা মুছে ফেলতে পাচ্ছি না । কেমন যেন ভয়—কেমন যেন একটা সঙ্কোচ—কেমন যেন লজ্জা—সদাই প্রাণের ভেতোর একটা মহা অশান্তির সৃষ্টি কচ্ছে !

( গুণধরের প্রবেশ )

গুণ । এই যে সুনী ! এখনও চরকা কাটিছিস্ ? বাড়ী যাঁরিনি ? খাওয়া দাওয়া কর্কিনি ?

সুনীতি । আজ আমার একাদশী—আজ তো ও পাট নেই !

গুণ । হ্যাঁ—হ্যাঁ—ভুলে গিছলুম ।

সুনীতি । এতো নতুন নয় । আমি যে বামুনের ঘরের বিধবা । ছ সাত বছর থেকে একাদশী কর্ছি ।

গুণ । উঃ—আমার এমনি রাগ হচ্ছে—

সুনীতি । আমার ওপোর ?

গুণ । না—এই তোর—তোর মামার ওপোর—তোর দিদিমার ওপোর ! কেন—কেন তারা তোকে একটা ঘাটের মড়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল ? উঃ, ভারী রাগ হচ্ছে ! কিন্তু মিছে রাগ,—কোন উপায় নেই ত !

সুনীতি । এখন হয়তে উপায় নেই । কিন্তু উপায় যখন ছিল—তখন তো তোমরা কিছু করনি !

কর্ক কি ? তোর মামারা যে সমস্ত কুলীন—তোদের পাল্টি ঘর মেলা যে বড্ড হুস্কর ।

সুনীতি । সেই জন্তে ৬৭ বছরের মেয়েকে ধরে একটা থুথুড়ে বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলে ? বাঃ—চমৎকার দেশ তো ! সুন্দর সমাজ তো ?

গুণ । তা যাক—সে যা হবার হয়ে গেছে । সে ভাবলে তো আর এখন উপায় হবেনা । মনে করনা—তোর বিয়েই হয়নি । তুই আমার মত আইবুড়ো ! তা' হলে আর ছঃখটুখ কিছু থাকবে না ।

সুনীতি । বিয়ের কথা মনেই পড়েনা আমার ! বরকে কখনো জ্ঞানে চক্ষেও দেখিনি—তবে ছঃখ হবে কেন গুণ্‌দা ? জ্ঞান হয়ে পর্য্যাপ্ত গুন্‌ছি—আমি বিধবা ! আমার নারীজন্যধারণ একটা বিড়ম্বনা !

গুণ । না না না—তুই ভাবিস্‌ নি—তোর ছঃখকষ্ট কিছু থাকবে না ! তুই মনে কর, তুই ঠিক আমার মতন পুরুষ মানুষ ।

সুনীতি । তোমার মত পুরুষ মানুষ কি আছে গুণ্‌দা ?

গুণ । আরে—তুই আমার মতই হ না ! এই দেখ্—আমি কেমন আছি ! কাজকর্ম কচ্ছি—লোকজনের সঙ্গে হৈ হৈ করে আমোদ করে বেড়াচ্ছি ! বিয়ে-থা করিনি—কখনো করবনা !

সুনীতি । বিয়ে কর্‌বে না ? কেন ? তোমার কিসের অভাব—কিসের ছঃখ ? এমন সুন্দর চেহারা—এত ঐশ্বর্য্য তোমার,—এমন বাড়ী-ঘর—বাগান-বাগিচা—জমীজমা—এত লোক তোমার আপনার—

গুণ। তা এ সব তোরও—তুই কেন মনে করনা ! তোর বাপ মা ভাই নেই, আমারও বাপ মা ভাই নেই ! আছে ঐ পিসির ছেলে,—তু তুইও মনে করনা—ঐ নন্দদা'ও তোর পিসীর ছেলে ! না—  
ওটা ভারী ছুঁই—ওটা ভারী নজ্জার ! ওকে তোর আপনার বলে মনে করে কাজ নেই !

সুনীতি। যাক্—তোমার দেবী হয়ে গেল—তুমি থাওগে যাও ।

গুণ। নাঃ—আজ আমিও একাদশী কর্ব্ব ।

সুনীতি। তুমি পার্কে আমার মত নিজ্জলা একাদশী কর্তে ?

গুণ। একদিন কি ? আমি বোধ হয় তিন চার দিন না খেয়ে থাকতে পারি। ও সব কথা ছেড়ে দে—ও সব কথা কইলে তোর দেখছি প্রাণে ব্যথা লাগে ।

সুনীতি। আমার প্রাণের ব্যথা তুমি কি বুঝতে পার গুণদা ?

গুণ। পারি না—পারি না ? তোর হুঃখ-ব্যথা আমি যে তোর মুখ দেখলেই বুঝতে পারি রে !

সুনীতি। সব ব্যথা যদি বুঝতে পারতে ?

( অধোমুখে অশ্রুপাত করিতে লাগিল )

গুণ। আর কি ব্যথা আছে তো বল্ ? এই দেখ্—আবার কাঁদতে শুরু কল্লে ! আরে ছাই—বল্ না কি হুঃখ তোর প্রাণে আছে ! আমি নিশ্চয়ই তোর কোন হুঃখ রাখবো না । ওরে—তুই এমন সুন্দর টুক-টুকে মেয়েটী,—তাকে যে ঠিক আমি আমার মায়ের পেটের ছোট বোনটীর মতই দেখি । লক্ষ্মীটি—কাঁদিস্ নি—বল্ তোর কি চাই । এই দেখ্—তোর জ্ঞে আমি নিজের হাতে স্নাতো কেটে তাঁত বুন খদরের কাপড় তৈরী করে দিচ্ছি !

সুনীতি । এই দেখ—আমিও কত সূতো কেটেছি আজ !

[ হাতে-কাটা সূতা গুটানো লাটাইটা সুনীতির হাত হইতে  
সম্বন্ধে লইয়া দেখিয়া আনন্দোজ্জ্বল মুখে ]

গুণ । বাঃ বাঃ ! বেশ কেটেছিস্ তো ! এবারে বেশ মিহি হয়েছে ।  
আচ্ছা—রাখ্ । আবার তোকে আমি ঐ সূতো থেকে তোর খদ্দের  
কাপড় বুনে দোবো !

সুনীতি । আমি একবার কেশব মামার বাড়ী যাব ।

গুণ । আবার সেখানে যাবি কেন ? আবার কি তাদের বাড়ী রাঁধতে  
বাসন মাজতে যাবি নাকি ? তা হবেনা !

সুনীতি । না—না—আর সে কাজ কর্স কেন ? তবে মামীমা কি  
জানি কিসের জন্তে একবার বিশেষ করে ডেকে পাঠিয়েছেন ।  
আবার আসবো—

[ সুনীতি মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ]

গুণ । চন্—তোকে একটু এগিয়ে দিই—

( গুণধরও উঠিল )

সুনীতি । না না—তুমি আমার সঙ্গে এসোনা ।

( গুণধর সুনীতির লজ্জানম্র মুখের পানে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইল )

সুনীতি । তুমি আমাকে দয়া করো,—সাহায্য করো,—দেখানো করো  
বলে কত লোকে কত কথা বলে । তোমায় আমার সঙ্গে যেতে  
দেখলে—

গুণ । কি বলে—কি বলে শুনি—

( সুনীতি প্রথমে এ প্রহর জবাব দিতে পারিল না ;—পরে

জোর করিয়া বলিয়া ফেলিল )

সুনীতি । আমাদের নামে বদনাম দেয় !

গুণ । যা যা—ও সব বাজে কথায় কাণ দিসনে । বদনাম কিসের আবার ? তুই আমার ছোট বোনের মত,—তোকে দেখবো গুনবো না ? এর আবার বদনাম—ভাল নাম কি ? আমি ওসব গ্রাহ্য করিনা । তোকে আমি দয়া কর্কনা ? তুই যে অনাথা রে—

সুনীতি । গুণদা !

গুণ । কি বল !

সুনীতি । তুমি—তুমি আমায় শুধু দয়াই করো ? যেমন লোকে দয়া করে ভিখারীকে ভিক্ষা দেয়—আর মনে মনে ভাবে আমি খুব দাতা—খুব দান কর্ত্ত্ব ? তুমি আমায় সেই রকম দয়া করো ?

গুণ । তোর ও হেঁয়ালির কথা বুঝতে পার্লুম না । \*তোকে আমি দয়া কর্ক না—আদর কর্ক না ? কেন ? তাতে দোষ কি ? তুই দয়া কর্কার মত—আদর কর্কার মত—ভঃখী ছোট বোনটা আমার !

সুনী । চাই না—চাই না আমি তোমার সে দয়া—সে আদর !

[ প্রস্থান ।

গুণ । ( কিছুক্ষণ তন্ত্ভিত হইয়া রহিল, পরে হাসিয়া )—পাগলী ! মনে করেছে,—আমি ওকে ভিখারীর মত হেলায় হেনস্তায় দয়া করি ! ও সুনী—ও সুনী—শোন্—তোকে আমি দয়া করিনা রে ! তোকে আমি বোনের মতই ভালবাসি ! ঐ দেখ্ আবার চল ওরে শোন্—শোন্—শোন্ !

[ প্রস্থান ।

## তৃতীয় দৃশ্য

গ্রাম্যপথ ।

গুণধরের সহচরগণ ও কানাইলাল ।

কানাই । বল কিহে তোমরা ? ভেতোরে ভেতোরে এত কাণ্ড হচ্ছে ?  
আমিতো তার কিছুই জানিনা ।

১ম সহ । কোথা থেকে তুমি জানবে বল—কানাইদা ? আমরাই কি  
ছাই এতদিন জানতুম ?

কানাই । সুনীতি মেয়েটাকে তো খুব ভাল বলেই জানতুম ! নটবর কাকা  
—আমাদের খুব আপনার লোক ছিলেন,—আত্মীয়ের সামিল । তাঁর  
ভাগ্নী ! তাকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি—কত আদর যত্ন করি !  
আহা—কুলীনের ঘরের মেয়ে,—ছ’বছর বয়সে বিধবা হয়েছে—  
এই জন্ম পায়ের সকলেই তার দুঃখে দুঃখিত । সেই সুনী,—তার  
এমন চরিত্র ?

২য় সহ । চরিত্রের কথা আর বল কেন দাদা ? তা মরুকগে বাক্য,—সে  
যেমন চরিত্রের হয়—হোক ! কিন্তু আমাদের যে সর্বনাশ করবার  
যোগাড় হচ্ছে—তার কি ক’ছ ? কোথাও কিছু নেই—ও এসে  
আমাদের সঙ্গে পল্লীসংস্কারের কাজে লাগতে গেল কেন ?

কানাই । আচ্ছা—কি মনে হয়,—গুণদাও কি তার সঙ্গে সত্যিই  
উচ্ছন্ন গেছে ?

১ম সহ । গেছে কি না গেছে—জগদীশ্বরই জানেন । কিন্তু ও যে রকম  
গুণদার পেছু পেছু ছায়ায় মত ফেরে—তাতে কি মনে হয় বল ?

কানাই । কিসে বুঝছো তোমরা ? অহুমান ক’ছ বইতো নয় ?



২য় স। আরে—একি মিথ্যে অনুমান হতে পারে ? দেখছনা, আজকাল  
গুণদার যেন কেমন অগ্নমনস্ক ভাব ? সুনী যতক্ষণ নিজের বাড়ীতে  
থাকে, আমাদের গুণদা সুবিধে পেলেই—ফু'রসৎ পেলেই এ  
ওর বাড়ীর দিকে ঘুরে আসে।

কানাই। একা ?

১ম স। না না কানাইদা—তাকে একা যেতে বড় দেখিনা !

২য় স। একা যায় কিনা—তাই বা আমরা কি করে জানবো ? আমরা  
তো ২৪ ঘণ্টা ওকে আগলে থাকিনা।

কানাই। তা'হলে এখন উপায় ?

১ম স। উপায় ? উপায় সুনীতিকে ওর কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে  
পাঠিয়ে দেওয়া। ও যদি এ গ্রামে থাকে—তাহলে গুণদার সর্কনাশ  
না হয়ে যায়না।

কানাই। যা বলেছ। অমন নিরীহ ভালমানুষ, সরল, উদার,—সংসারের  
ঘোরপ্যাচ কখনও কিছু জানেনা—বোঝেনা। ও যদি একবার  
সুন্দরী স্ত্রীলোকের মোহে পড়ে—তাহলে ভীষণ রকমের অধঃপতন  
হবে।

২য় স। শুধু তাই ? গাঁ শুদ্ধ লোক একেতো গুণদার ওপর কেমন  
সম্বন্ধ ! এই সুনীতির ব্যাপার নিয়ে এমন একটা বিতর্কিচ্ছি  
অপবাদ তুলেছে যে আমাদের তো কাণ পাতা যায়না।

কানাই। তোমরা যতই বল—আর গায়ে যতই গুণদার নামে বদনাম  
উঠুক,—আমি কিছু কিছুতেই বিশ্বাস করিনা যে, সে একজন ভদ্র-  
লোকের মেয়ের—একটা বালবিধবার ধর্ম্মনষ্ট কর্ত্তে পারে !

১ম স। আমরাও কি বিশ্বাস করি ? কিছু কথাটা হচ্ছে কি জান

কানাইদা,—“দশমুখে ধর্ম্ম মানি” ! যে রকম চাদিকে কথা শুন্তে পাই, বিশ্বাস না করে অনেক সময় থাকা যায়না যে !

। মজা হয়েছে—মজা হয়েছে,—ঐ হরি দত্তের সঙ্গে স্থনীতি আসছে ! মাকের পাড়ার গোপালের পিসি—আর আর সব কে আসছে ? কি কথাবার্তা হয়—একবার আড়াল থেকে শোনা যাক এসনা !

কানাই । না না,—ও সব কথা শুনে কাজ নেই । আর আড়াল থেকেই বা শোনবার দরকার কি ?

মস । আরে—না না ! তোমার আমার সামনে ওরা হয়তো প্রাণ খুলে সব কথা কইবে না । এসনা—ঐ দিঘীর চাতালে আমরা একটু গা ঢাকা হয়ে বসি ।

[ সকলের অন্তরালে গমন ।

( গোপালের পিসী, হরিদত্ত ও গ্রাম্য স্ত্রীপুরুষগণের সহিত স্থনীতির প্রবেশ )

গা-পি । তোর গলায় দড়ী—গলায় দড়ী রে স্থনী । একরত্তি মেয়ে তুই, তোর এই সব কাণ্ড ? ছিঃ—বামুনের ঘরের কড়ে রাঁড়ি,—মায়ের বুকের ওপর বসে এমন কেলেঙ্কারী কচ্ছিস্ ?


নীতি । কি কেলেঙ্কারী কচ্ছি রাসাদিদি ?

রিদত্ত । কেলেঙ্কারির আর বাকী রেখেছিস্ কি ? গায়ে কি মালুস নেই ঠাউরেছিস্ যে,—তুই যা তা করে পার পেয়ে যাবি ?

নীতি । না—তা ঠাওরাবো কেন ? পার কিছুতেই পাবনা জানি । কিছু না করে তো পাবইনা, বরং কিছু কল্লো বোধ হয় পার পেতে পারি !

গো-পি । ওঃ ! ছুঁড়ীর কথাগুলো কি রকম চ্যাটাং চ্যাটাং দেখেছ ?

কড়ে রাঁড়ি কিনা,—তার আর কত ভাল হবে ?

সুনীতি । আমার অপরাধটা কি ? আমি বালবিধবা আর অসহ্য  এইতো ?

গো-পি । শুধু অসহ্য কি ? তুই একেবারে বেহুদ বেহায়্য । গাঁয়ের ছোড়াগুলোকে কুচরিত্তির করে দিচ্চিস্,—আমাদের বিধবাদের সব মুখ পোড়াচ্চিস্—

হরিদত্ত । পোড়াচ্ছেই তো ! ঐ জেগেই তো পিসী—তোনাদের আর খায়ে কেউ শানতে চাননা,—আমাদের এই বুড়োর দল তো গো-টু-হেল্ !

সুনীতি । আমি ক্ষুদ্র প্রাণী—ছঃখিনী—অনাখিনী,—খায়ের এক পাশে পড়ে থাকি ! আমার জন্তে আপনাদের মুখ পুড়ছে কেন—তাও তো বুঝতে পারি !

গো-পি । তুই বুঝতে পারিস্ কি করে ? যে কুসম্ব করে—সেকি বুঝতে পারে ?

১মা-স্ত্রী । যত ছেলেদের আড্ডা হয়েছে তোর বাড়ী !

হরিদত্ত । ছেলেদের তো মাথা খাচ্ছেই—আবার শুনতে পাচ্ছি,—  
জমিদার বাবুর বাগানে রোজ রাতিরে যাওয়া হয়—

সুনীতি । মুখ সামলে কথা কইবেন হরি ঠাকুন্দা !

হরিদত্ত । যাস্না ? যাস্না ? কেমন গো নিস্তার মেয়ে—বলনা ! চুপ করে রইলে যে ?

২য় স্ত্রী । যায় না আবার ? ঐ বাঁড়ুয়ে বাড়ীর ভাঙে নন্দা রোজ সন্ধ্যার পর হাওয়াগাড়ী কোরে তোকে বাগানে নিয়ে যায়না ?

সুনীতি । তুমি দেখেছ মাসী ?

গো-পি । আরে—সব জিনিষ কি কেউ দেখেই থাকে নাকি ? এই নিয়ে সেদিন তোর বাড়ীতে নন্দাতে আর গুণোতে নড়াই হয়নি ?

দত্ত । হা হা হা—তা হবে বৈকি পিসী ! সে হ'ল গুণ্ডো,—তার বাধা বন্দোবস্তের জিনিষ,—সে জানতে পেরে ছেড়ে দেবে নাকি ?

জীগণ । গলায় দড়ী—গলায় দড়ী !

গো-পি । আমরাও তো কড়ে রাঁড়ী হয়েছি বাপু ! বলুক দিকি কই—কেউ কোথায় আছে ;—বল্না রে হরে ! কখনো গাঁয়ের লোকের সঙ্গে—কোনও ছোঁড়া ছুটকোর সঙ্গে কেউ কোনো অপবাদ দিয়েছে ? হরি দত্ত । আরে বাপু—তোমরা হলে সেকেলে বিধবা ! হ'সিয়ার কত !

(স্বনীতি কাদিতে কাদিতে চলিয়া যাইতেছিল । গোপালের পিসী

অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল)

গো-পি । বলি—ঢং করে চ'খে কাপড় দিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথায় ?

জীগণ । আজ এর একটা হেস্ত-নেস্ত করে দাও পিসি !

হরি দত্ত । বটেই তো—বটেই তো ! একে গাঁ থেকে সরাতেই হবে !

স্বনীতি । কেন তোমরা আমার সঙ্গে এমন কচ্ছ ? আমি তোমাদের কাছে কোনো অপরাধ করিনি তো !

হরি দত্ত । গুণো তোর ঘরে আসেনা ?

( স্বনীতি ভ্রলন্ত দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইল । রাগে তাহার সর্বাঙ্গ

থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল )

স্বনীতি । গুণ্দ্দা আসে—সকলেই তো আসে ! কেন আসবেনা ?

আমি কি এ গাঁয়ের কেউ নই ? আমি অনাধিনী বলে—আমার

মা নেই, বাপ নেই,—মামা বেঁচে নেই,—এক অভিভাবকের মধ্যে ছিল দিদিমা,—তাকেও জন্মের মত হারিয়েছি ! এই অপরাধে আপনারা সকলে মিলে আমার নামে অবস্থা একটা অপবাদ আমাকে গাঁ থেকে বিদায় কর্তে চান ?

হরি দত্ত । হ্যাঁ—চাই । অমন টকটকে যুবতী বিধবা—একা একটা বাড়ীতে থাকতে পাবে না ! গাঁয়ের ছেলেপুলেরা বিগড়ে যাবে !

সুনীতি । কোথায় যাব ? আমার যে তিনকুলে কেউ নেই !

হরি দত্ত । কলকাতায় যা না ছুঁড়ী ! তোরও হিলে হবে, জমিদার মশাইও এমন একটা—

( কানাইলাল ও সহচরগণের সবেগে প্রবেশ )

কানাই । মুখ সামলে কথা কইবেন দত্তমশাই !

হরি দত্ত । কিহে বাপু ? আমার ওপোর হুম্কে এলে কেন ?

কানাই । আপনি ইতর—ছোটলোক—নিশ্চয়—নিষ্ঠুর ! আপনার মুখ-দর্শন কল্লোও পাপ হয় ! লজ্জা করে না ? নাংনীর বয়সী আপনার—আহা—জনমহুঃখিনী—এই অভাগিনী সুনীতি ! এর ওপর এমন অত্যাচার কর্তে লজ্জা করেনা ?

হরি দত্ত । আমি—আমি—আমি তো বাবা কিছুই বলিনি ! হ্যাঁ মা সুনীতি—আমি তোমায় ভাল কথাইতো বলছিলাম ! এই পিসী—পিসীই বরং—কি বল মা—

গো-পী । আমি—আমি—তা—কি এমন অত্যাচার বলেছি ? আর. হরে দত্ত ! তুই ওকে কি না বলি ? এই সব মাগীগুলো—বলনা লো—বলনা—এখন যে ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে রইলি !

স্বনীতি । গা থেকে আমি কোথায় যাব কানাইদাদা ? এঁরা যে আমায়  
সকলে তাড়িয়ে দিচ্ছেন,—আমি কোথায় যাব ? (ক্রন্দন)

। কে গুরা—কি অধিকার গুঁদের আছে যে তোমায় গা থেকে  
তাড়িয়ে দেন ? এত বড় স্পর্ধা ? ও গায়ের মেয়ে,—গায়ের লোক  
হয়ে ওকে তাড়িয়ে দিতে চান্ আপনারা ?

হরি দত্ত । আমি ভাল কথাই বল্ছিলুম বাবা ! গায়ে যখন ওর নামে  
একটা বদনাম উঠেছে—

গো-পি । শুধু ওর নামে ? এই সব ছেলেদেরই নামে—বিশেষ করে—  
ঐ গুণোর নামে । তারপর কুমারের নামে—নন্দার নামে ! ছদিন  
পরে তোমারও নামে—

কানাই । আমার নামে ? বদনাম তুলবে ? কে ? কার ক্ষমতা আমার  
নামে বদনাম রটায় ?

গো-পি । এই আমরই তুলতে পারি ! এই নিস্তারের মা, এই বিন্দি,  
এই জগমণি, খেস্তি—ঐ ন' পাড়ার কালো-বৌ ! এরা পারেনা কি ?  
হরিদত্ত । এই সব কারণেই ওকে যেতে বল্ছি বাবা ! নইলে,—থাকুক  
গে যাক্না ও,—আমাদের কি ব্যেই গেল ? চল গো পিসি—চল্  
নিস্তার ! এস বিন্দু ঠাকরণ—কথা শুন্তে যাবে তো চল ।

[ গোপালের পিনী, হরিদত্ত ও গ্রাম্য স্ত্রীপুরুষগণের প্রস্থান ।

কানাই । স্বনীতি ! এখন কি কঠে চাও ?

স্বনীতি । বলুন কানাই দাদা ! কি কঠে বলেন আপনি ? বলুন, আমি  
তাই কঠে প্রস্তুত আছি । গা ছেড়ে চলে যেতে বলেন ? যাব ।  
ম'ঠে বলেন—আমি ম'ঠেও রাজী আছি ।



কানাই । না—না—মর্ষে কেন ?

সুনীতি । মর্ষ কেন ? না মর্ষই বা কেন কানাই দা' ? বিধাতা আমাকে জ্যাস্তে মরা করে অনেক দিন রেখেছেন । আর আমি থ পাচ্ছি না । এ রকম করে প্রতি পলে পলে হৃদ্যদণ্ডভোগ আর আমি সহ্য কর্তে পার্ছি না ! অনার ম'র্ষেই হবে,—ম'র্ষেই হবে ।

কানাই । কোথাও—কোন্ দূর দেশে—অথ কোন গ্রামে কেউ কি তোমার আপনার লোক নেই—যার অভিভাবকতায় তুমি থাকতে পার ? অবশু—মাসে মাসে আমি তোমার খাওয়াপরা খরচা দোবো ।

সুনীতি । না—না—কেউ নেই ! কেউ নেই কানাই দাদা !

কানাই । আচ্ছা থাক । এ সম্বন্ধে আমি বিবেচনা করে যা হোক তোমাকে জানাবো । আমাদের এখন একটু কাজ আছে,—চলুন । তবে—যতদূর বুঝি—এ গায়ে আর থাকা হবে না তোমার !

[ সকলে চলিয়া গেল । সুনীতি তাহাদের পানে অপলক নৈলে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল । তাহার দুটা চোখ অশ্রুশিখার মত দগ করিয়া অলিয়া উঠিল এবং পরদৃষ্ট তাহা অশ্রুজলে রূপান্তরিত হইয়া গেল ]

সুনীতি । জগদীশ্বর ! এ পৃথিবীতে হুঃখ কি কেবল আমারই এক-চেটে ? শৈশবকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত কেবল হুঃখই তো দিচ্ছ ! দাও—দাও প্রভু ! যত দেবে—তত নোবো ! দেখি,—তোমার হুঃখের ভাঁড়ার আমি শূণ্য কর্তে পারি কি না ! কিহ্ন কোপায় যাব ? না না—আর কারও আশ্রয়ে যাবো না ! পরিচিত বা আত্মীয়—কারও গলগ্রহ হয়ে তাকে আর হুঃখ দোবো না ! ভগবান ! আমি তোমার



কাছে যাবো ! আমার পথ দেখিয়ে দাও । হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় !

তুমি আশ্রয়হীনাকে আশ্রয় দাও !

গান গাহিতে গাহিতে ভিখারী প্রবেশ করিল । সুনীতি অশ্রু মুছিয়া নিজেকে সংযত করিয়া ভিখারীর পানে নীরব বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল । ভিখারী গান গাহিতে লাগিল ]

### ভিখারীর গীত

মা তো তোদের সব দিয়েছে, তবু কেন দুঃখি মাঝে ?

হাবা ছেলে মাঝে ফেলে কেন ঘুরিস্ ফাঁকে ফাঁকে ?

স্বর্ণখালয় মাঝিয়ে ডালি, ধনধান্যপুষ্পফলে,

“আয় বাবা নে কত নিবি”—সাধুতে মা এই কথা বলে !

(তুই) কি মোহে কাকন তাজে,—তুচ্চ কাচে গেলি মাজে ?

(এখন) নিজের দোষে মলি নিজে, দুঃখ-দৈন্যের ঘূর্ণিপাকে ॥

সুনীতি । আহা—কী সুন্দর ! গান শুনে প্রাণ শীতল হল !

ভিখারী । জয় হোক মা ! জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন ।

সুনীতি । ভিখারী তুমি, আমি তোমায় ভিক্ষা দিই নি বাছা,—তবু তুমি আমার আশীর্বাদ ক'চ্ছ কেন ?

ভিখারী । আমি তো ভিখারী । আমি তো ব্যবসাদার নই মা ! আমি তো কেনাবেচা কর্ত্তে আসিনি যে, পরসে বা জিনিষ নিয়ে শুকনো একটা আশীর্বাদ বেচে যাব !

সুনীতি । তোমাকে তো এই ক' দিন এই গ্রামে গ্রামে গেয়ে বেড়াতে দেখছি । তুমি কি এই গ্রামেই থাকো বাছা ?

ভিখারী । না না,—এ গ্রামে থাকি না বটে,—তবে এই বাংলা দেশে থাকি ।

সুনীতি। তা তো বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু তোমার কি থাকবার কোনো স্থান নেই? তুমি কি আমার মত নিরাশ্রয়?

ভিখারী। আমার থাকবার স্থান নেই? আমি নিরাশ্রয়? সে কি।

এমন সুন্দর আশ্রয়স্থল আমার—এই সোনার বাংলা! ঐ মাথার ওপোর কেমন সুন্দর আচ্ছাদন,—ছয় ঋতুর পরিবর্তনে যার নব নব শোভা! এই এত বড় সুন্দর সাজানো বাগান,—এরই ভেতর নদ-নদী, ঝরনা, পুষ্করিণী, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্রসূর্য্যের আলো! এমন আশ্রয় থাকতে আমি নিরাশ্রয়?

সুনীতি। তুমি কি বলছ বাছা? আমার কথা কি বুঝতে পাচ্ছনা?

আমি জিজ্ঞাসা করছি—তোমার নিজের ঘর-বাড়ী নেই কি?

ভিখারী। আছে। চমৎকার ঘর-বাড়ী। সেখানে পায়দার পীড়ন নেই, জমিদারের অত্যাচার নেই, পাড়ার লোকদের সঙ্গে—আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদের জ্বালা নেই, দিব্যি সংসার পেতে মনের আনন্দে বসে আছি।

সুনীতি। তোমার কে আছে?

ভিখারী। নেই কে? আমার সবাই আছে। কিন্তু, তুমি এমন মলিন মুখে রয়েছ কেন মা?

সুনীতি। বাছা! আমার এ সংসারে। কেউ নেই। শুধু তাই নয়, আমি আজ নিরাশ্রয়!

ভিখারী। আশ্রয় আছে। আপনার—থুব আপনার জ্ঞান আছে! খুঁজে পাচ্ছনা। কেমন? এটোটা কথা?

সুনীতি। পেয়েছিলুম—পেয়েছিলুম,—ভিখারী! আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা ভয়ত্রাতা খুঁজে পেয়েছিলুম। আজ ভাগ্যদোষে তাকে হারাতে

বসেছি। ভিখারী ! তুমি আমায় সঙ্গে নেবে ? তোমার আশ্রয়-দাতার কাছে আমায় নিয়ে যাবে ? আমি এ গায়ে থাকবো না, থাকতে পারিনা, থাকবার ইচ্ছেও নেই।

( সুনীতির কণ্ঠে কান্না ভরা গুর অধুরণিত হঠাৎ উঠিল )

ভিখারী। আমার আশ্রয়দাতার আশ্রয় তোমার কি ভাল লাগবে না ? তুমি কি স্নেহে থাকতে চাও না ? তুমি কি পরমানন্দে দিন যাপন কর্তে চাও না ? তুমি কি শাস্তি উপভোগ কর্তে চাও না ? তুমি কি ছেলেখেলা ছেড়ে প্রকৃত ঘর-সংসার কর্তে চাও না ?

সুনীতি। আবার ঘর-সংসার ? বিধবা আমি—জনমছাঃখিনী আমি—আমি কা'কে নিয়ে ঘর-সংসার পাতবো ? আমি তা পারিনা ! পাপ সংসারে নিষ্পন্ন-নিষ্ঠুর আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আর আমি থাকতে পারিনা।

ভিখারী। বাস,—তবে আর তোমার ভাবনা কি না ? এইতো সুখ-শাস্তি-লাভের ব্যবস্থা আপনা হতেই তোমার হয়েছে। এইবার এসো,—মায়েপোয়ে হাস্তে হাস্তে পথ দেখে দেখে চলে যাই।

[ সুনীতি আশাব্যিত হঠাৎ পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইল ]

সুনীতি। কোন্ পথ ?

ভিখারী। পথ ?

( ভিখারীর গীত :—পুরুষোক্ত গীতঃশ্লোক )

এ সংসারে পশিক সবাই, পথের দাবী সবার আছে।

বাধা হলে চল রে চল, দেখা পথে নাথের কাছে ॥

ওরে অন্ধ দিশেহারা !

বহুদিন তুই মাতৃহারা ;

(ঐ) কষ্টা নাতা তুষ্টা হয়ে, ফিরেছে তোর আকুল ডাকে ;—

না তো তোদের সব দিয়েছে, তবু কেন দুঃখি নাকে ?

[ গান গাহিতে গাহিতে ভিখারী চলিতে লাগিল; স্ত্রীশিশু নন্দমুখের মত তাহার পশ্চাতে চলিল ] ।

## চতুর্থ দৃশ্য

গুণধরের বাটীর সম্মুখ :

( গুণধর ও ভণ্ডুলের প্রবেশ )

ভণ্ডুল : ( কাঁদিতে কাঁদিতে ) এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা—

গুণ : আরে—হোলো কি ?

ভণ্ডুল : [ পূর্বের মতই কাঁদিতে লাগিল ]

গুণ : আরে মরণে যা—হ'ল কি বলনা ? খালি এঁ্যা—এঁ্যা—

ভণ্ডুল : তুমি নিবে শ্রাকরাকে মারলে কেন ?

গুণ : মার্ক না ? সে তোকে অকথ্য গাল দিচ্ছিল,—তোকে মারবে বলে ঐ অত বড় পেলায় ঘুসি তুলেছিল ! তারপর তোকে ছেড়ে আমাকে শুদ্ধ মার্কে এল । তাই আমি তাকে মারলাম ।

ভণ্ডুল : ওকে আমি মার্ত্ত্বম যে !

গুণ : আরে—বলিস্ কিরে ছোড়া ? ও নিবে শ্রাকরা,—আমার চেয়েও বড়া, জোয়ান ! তুই একরত্তি ছেলে—তার সঙ্গে পার্কি কেন ?

ভণ্ডুল : না—পার্কো না ! আমি ওর মত কত বড় বড় বগাকে ঘাল করেছি ! ওকে পার্ক না ? এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা—

( গুণধরের সাক্ষরদগণ সংবৎস্রে প্রবেশ করিয়া রোষকটাক্ষে

ভগ্নলের পানে চাহিল )

গুণ : তা পার্শ্বে বই কি ! বুঝ্লে গুণ্দ্দা ? তোমার এ ভগ্নলে  
ছোঁড়া—কোন দিন মার পেয়ে অপঘাতে মর্কে দেখছি !

গুণ : আচ্ছা—না—না—ওকে কিছু বলিস্ নি ! আমার ছোট  
ভাইটা হয় !

১ম সা : তুমি আঙ্কারা দিয়ে ওর দফা রফা করে দিলে ! তোমার  
আদরে ও এমন বিগড়ে গেছে যে সে কথা বলবার নয় ! আমাদের  
তো চুলোয় যাক্—ও দেখ্ছ তো—তোমাকে শুদ্ধ মানেনা !

ভগ্নল : বেশ করি—মানি না—তোমার কি ?

(জ্বিত কাটিয়া ভাঁচাইল)

১ম সা : দেখ্ ভগ্নলে—মার পাণি বল্ছি !

ভগ্নল : কই—মারনা দেখি—

গুণ : না—না—থাক্—থাক্ ! একে তোরা কিছু বলিস্ নি—এ আমার  
আপনার ছোটো ভাইটা !

২য় সা : ও তোমার আপনার ভাই হ'ল কি করে ? তুমি হ'লে বামুন,  
আর ও হ'ল সদগোপের ছেলে !

গুণ : হ'লই বা সদগোপের ছেলে ? আপনার ভাই নয় ?

১ম সা : কিসে ?

গুণ : ও বাঙ্গালী ত ?

১ম সা : ই্যা—

গুণ : বাঙ্গলা দেশে থাকে—বাঙ্গলা কথা কয় ?

১ম সা : ই্যা—

শুণ । আমি ও বাঙ্গালী—বাঙ্গালী দেশে থাকি—বাঙ্গালী কথা কই, তা হ'লেই ও আমার আপনাত ভাই নয় ? হ্যা—হ্যা—ঠিকাতো পারি না ! ঠিকাতো পারি না !

২য়-স্বা । তা হলে—তুমি যা ভাল বুঝবে তাই কল্কে,—কিন্তু ওকে একটু দাবিয়ে রাখাই দরকার ! ভাগ্যে গুণদা আজ গিয়ে পড়েছিল—তাঁই বন্ধে ;—নইলে ও ব্যাটা নিজে এমন বদমায়েস নয়,—ও রাগলে পরে তোকে আছড়ে মেরে ফেলতো !

ভণ্ডুল । আছাড় মারে সব বেটা ! এততো তুমি ও কুস্তি করে এত বড় ফণ্ডা হয়েছ—এসনা—আমায় আছাড় মেরে দেখনা !

[ দ্বিতীয় সাক্ষরদলকে জোরে ধাক্কা দিল ।

২য়-স্বা । তবে রে ছোড়া—বদমায়েস ! মজা দেখবি ?

( নব্বোঘে ভণ্ডুলের হাত বরিণেত হ'ত ভণ্ডুল আলপিন ফুটাইয়া দিল )

২য়-স্বা । ( লাফাইয়া উঠিয়া ) ওঃ—দাপরে !

( পুনরায় আলপিন বিদাইয়া দিল )

ভণ্ডুলে । এসনা—আছাড় মারনা !

২য়-স্বা । উঃ—দেখেছ—দেখেছ গুণদা ?

গুণদা । এই ভণ্ডুলে—কি কচ্ছিস ?

ভণ্ডুলে । কি কচ্ছি—দেখবে ?

( গুণধরকে আলপিন বিদাইয়া দিল )

শুণ । উহ-হহ ! প্যাট করে কি বিধিয়ে দিলে রে ? ছুঁচ নাকি ?

( সাক্ষরদল' হাতের ভণ্ডুলের হাত ধরিল )

সাক্ষরদল । উঃ-ছোড়া কি পাঠী বল দিকি ?

গুণ। ওর হাতে ওটা কি বন্দি কি ?

১ম-সা। একটা মস্ত বড় আল্পিন ! উ-হ-হ-হ—

। ছেড়ে দে বন্দি—এঁয়া-এঁয়া-এঁয়া-আমায় সকলে মিলে মেরে ফেললে—

সা-গণ। দে—আল্পিন ফেলে দে,—দে বন্দি !

গুণ। আহা হা—ছেড়ে দে—ছেড়ে দে ! ছেলেমানুষ—কিছু বলিস্ নি !

১ম-সা। আল্পিনটা না ফেলে দিলে কিছুতেই ছাড়বোনা ! উঃ—  
এমন বিধিয়ে দিয়েছে—

ভণ্ডুল। এঁয়া-এঁয়া-এঁয়া—আমি কক্ষনো আলপিন্ দোবোনা—এঁয়া-  
এঁয়া-এঁয়া—আমাকে সকলে মেরে ফেললে ! ( ক্রন্দন )

গুণ। তোরা তো সব আচ্ছা বদ্ লোক ? কচি ছেলেটাকে কঁদাচ্ছিস ?  
জানিস্—আমি কারুর কান্না সহিতে পারিনা ? বিশেষ ছোট ছেলে-  
মেয়েদের ! দে—ওকে ছেড়ে দে— ( ভণ্ডুলকে মুক্ত করণ )

ভণ্ডুল। এঁয়া-এঁয়া-এঁয়া—আমার হাত মুচড়ে দিয়েছে—ঐ ষণ্ডা  
গুণ্ডা—গোকুলো ব্যাটাছেলে—পাজী—

২য়-সা। ফের গাল দিচ্ছিস্ ?

ভণ্ডুল। বেশ কর্কস—গাল দোবো— ( আলপিন বিদ্ধ করণ )

২য়-সা। উঃ—বাপরে ! দেখছ্ গুণদা—আবার ফুটিয়ে দিলে !

গুণ। আয় ভণ্ডুলে—তুই আমার কাছে আয় ! ওদের সঙ্গে কি ঝগড়া  
ক'র্তে আছে ? চল—বাড়ীর ভেতোর চল—আজ বাড়ীতে ভাল  
ক্ষীরের বরফি করেছি—বাদাম পেস্তা দিয়ে। আয় সবাই খাবি  
আয় ! একি ? দরজায় চাবি দিলে কেরে ? নন্দদা বুঝি ?

সকলে। সেকি ? তোমার বাড়ীতে নন্দদা চাবি দিলে কেন ?

গুণ। কি জানি ? তাইতো আশ্চর্য্য হচ্ছি ! বোধ হয়,—চোর ডাকাতের

ভয়ে চাবি দিয়ে ঘরে শুয়ে আছে ! ও নন্দদা—নন্দদা—

১ম-স্না। আরে কেন মিছে নন্দদা নন্দদা' করে চেঁচাচ্ছ ? সেকি বা

দিকে তালা এঁটে বাড়ীর ভেতোর ঢুকে ঘরে শুয়ে আছে ?

গুণ। তা ঢুকতে পারেনা ? তোরা তো তবে বড্ড জানিস্ ? পারেনা রে  
ভগ্নে ?

ভগ্নে। পারেনা আবার ? এই বাইরে থেকে তালা দিয়ে ট্যাঁকে  
চাবি নিয়ে ঐ পাঁচীল বেয়ে উঠে ভেতর দিকে এক লাফ !

গুণ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—বেড়ে বলেছি—বেড়ে বলেছি— দেখ্ দেখি—  
ভগ্নেলের কত বুদ্ধি ! হা—হা—হা—

২য়-স্না ও রকম করে পাঁচীল টপ্কাতে কি তোমার নন্দদা কোন  
জন্মেও পার্কে না কি ? তোমার যেমন বুদ্ধি ! সে হ'ল সাহেব মানুষ !  
ফড়্ ফড়্ করে খালি ইন-জিরি বলে !

গুণ। হ্যাঁ—তা বটে ! সে সাহেব মানুষ—কেবল ভয়েই মরে ! তাহলে  
আমরা বাড়ীর ভেতর যাই কি করে ?

ভগ্নে। তালা ভেঙ্গে ফেলনা ?

গুণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—বেড়ে বলেছি— তালাটা দরজা শুদ্ধ এক  
লাথিতে ভেঙ্গে ফেলি,—কি বলিস্ ?

১ম-স্না। আরে—না না—আমরা এখনি চারজনে চারিদিকে গিয়ে তাকে  
খুঁজে আনছি। ফস্ করে ঐ ছোঁড়ার কথা শুনে দরজাটা ভেঙ্গে  
ফেলোনা !

ভগ্নে। ফেৰ্ আমায় ছোঁড়া বল্ছ মানিক দা ? দেখবে ?

গুণ। আর দেখে কাজ নেই ! আচ্ছা—দরজা ভাঙ্গবোনা—তোরা



কজনে মিলে তাকে খুঁজে নিয়ে আয় দেখি ! বল্‌বি নন্দদাকে  
“কোথাকার গাধা তুমি ? দিনের বেলায় দরজায় বড় বড় তালা  
লাগিয়ে চলে এসেছ ?”

ম-মা । তোমার বাড়ীতে সে তালা লাগাবার কে ?

গুণ । এয়ে তারও বাড়ী—তা জানিস্‌ নে ? এ আমার বাড়ী—তার  
বাড়ী—ভগ্নলের বাড়ী—তোদেরও বাড়ী ! একি আমার এক্সার  
বাড়ী ? হ্যা—হ্যা—হ্যা—

স-গণ । তোমার সকলি বিচ্ছিরি !

[ সাদা বস্ত্রের গায়ের প্রস্থান ।

ভগ্ন । গুণদা ?

গুণ । কি বল্‌ !

ভগ্ন । গুপে গয়লাকে তুমি পঞ্চাশ টাকা দিয়েছ কেন ?

গুণ । তার ঘর পোড়ে গেছে যে,—দেখিস্‌নি ?

ভগ্ন । আর সে ব্যাটা জমিদারকে ভোঁস্‌ দিয়েছে ?

গুণ । এর মধ্যে ভোঁস্‌ দিয়েছে কি বল্‌ ? সে তো হিলিক্সনের দিনে  
দিতে হবে !

ভগ্ন । আর্মি দেখেছি—সে ভোঁস্‌ টাঁকে করে নিয়ে জমিদারদের  
বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল !

গুণ । তাই নাকি ? সত্যি ? তুই দেখেছিস্‌ ?

ভগ্ন । হ্যা—নিশ্চয় দেখেছি ! ভোঁস্‌ তো সাদা সাদা—নষা নষা ?

গুণ । না না—তুই জানিস্‌ নে ! ভোঁস্‌ সব কাগজে লেখা থাকে !

তুই জানিস্‌ নে !

ভগ্ন । তুমি ওর কাছ থেকে টাকা ফিরিয়ে নিও ।

গুণ। ( জিভ কাটরা ) ইন্ ! তাকি পারি ? সেও যে আমার ভাই  
হয় রে ! ভাইকে টাকা দিয়ে কি ফেরৎ নিতে আছে ?

ভগুল। সেও তোমার ভাই ? সে তো গয়লা ! ছধ দিয়ে বেড়াবে

গুণ। সেদিন তরুণ চৌধুরী মশাই মিটিং—( meeting )এ কি বললে  
গুনিস্ নি ? বাঙ্গালী হলেই আমাদের ভাই হয় ।

ভগুল। গুণ্দ্দা !

গুণ। কি বল্ ।

ভগুল। কানাই দাদা সেদিন যে গানটা শেখালে—সেটা আমি ভাল  
করে আজও শিখতে পারিনি !

গুণ। এঃ—তুই-তো এত ম্যাদামারা ছিলি না ! কবে থেকে এমন ধারা  
হলি বল্ দিকি ? এই তো একটু আগে গুন্ গুন্ করে গানটা  
গাইছিলি !

ভগুল। না-না—মনে পড়েছে—মনে পড়েছে !

গুণ। তা হলে চট্ করে গা—গা—গা ! আমার বড্ড শোন্বার ইচ্ছে  
হ'চ্ছে !

ভগুল।

গীত ।

আমরা তোমার ভাই (ওগো) তোমরা আমার ভাই ।

আমরা তোমরা মিলে এসে একই পথে যাই ॥

ভায়ে ভায়ে কাজ কি স্বন্দ ?

যুঁচাও জাষ্টি মনের সন্দ !

হবে না ভায়ে দেশের সন্দ, ( যদি ) পরস্পরের দুখটা চাই ।

মিলে মিলে করলে কাজ হা'লে ভায়ে কতি নাই ॥

কত শক্তি তুচ্ছ খড়ে ?

( সে ) হাওয়ায় পড়ে শূন্যে ওড়ে,

(কিন্তু) জোড়ে তাড়ে মিলে তারা—হাতি বাধে দেখতে পাঠি ;

ভুলে যাও সে কথার কথা—“ভাই ভাই—ঠাই ঠাই” ॥

( শেষ লাইন গাহিতে গাহিতে গুণধরের গলা জড়াইয়া ধরিল )

( নিরঞ্জনকৃষ্ণের প্রবেশ )

নির। এই যে গুণো—

গুণ। কিহে নিরঞ্জন-দাদা-কেঠো ? কি খবর কি ? তামাক খাবে ?

নির। আরে না না—তামাক তোমার পিত্যহই খাচ্ছি ! আমি সে  
জুতো আসিনি। উদিকে মহাবিপদ।

গুণ। তা হোলে তুমি একটু দাঁড়াও। গোকুলো মান্কে এরা চাবি  
আন্তে গেছে—এখনি এলো বলে !

ভণ্ডুল। তুমি তো আপিং খাও নিরঞ্জন-দাদা-কেঠো ! কেমন চমৎকার  
আজ বরফি তোয়ের হয়েছে—খেয়ে যাও !

নির। আরে বরফি খাব কি—উদিকে সর্বনাশ !

গুণ। ভণ্ডুলে ! আজ নিরঞ্জন-দাদা-কেঠোকে গুপে গয়লার বাড়ী  
থেকে বেশ ভাল করে দেড়সের খাঁটি ছধ সামনে দাঁড়িয়ে থেকে  
হুইয়ে এনে দিবি। আপিং খায়—সেই জুতো ছধ ওর দরকার !

ভণ্ডুল। ওপে গয়লা, সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও এমন কায়দা করে জল  
দেবে,—কার বাপের সাধি ধরে ?

গুণ। আচ্ছা—আচ্ছা—আমি দাঁড়িয়ে থেকে হুইয়ে এনে দেবো। তুমি  
কিছু ভেবোনা—নিরঞ্জন-দাদা-কেঠ ! আমি তোমায় খাঁটি ছধ

থা ওয়াবো ! একেবারে বটের আটার মত খাটি দুধ—আজই এনে  
থা ওয়াবো !

নির। আরে কি আশ্চর্য্য ! আনার কথাটাই শোনোনা !  
তোমার ছুটি হাতে ধছি ভাই—তুমি দিনকতক গাঁ থেকে চলে  
বাও ! এখনি বাও—আর এক মিনিটও দেরী করোনা !

গুণ ও } এ্যা—সেকি ? কেন ?  
ভুল

গুণ। কোন্ ব্যাটা আনার সঙ্গে লড়বে ? আস্থক !

ভুল। এই আলপিনে একেবারে এফোড় ওফোড়—

নির। পুলিশ—একেবারে কলকেতা থেকে পুলিশ আসছে—তোমাকে  
গুণ্ডা বলে ধরে নিয়ে যেতে !

গুণ। পুলিশ ?—কলকেতা থেকে ? কেন ?

নির। নিবে শ্রাকরা তোমার নামে নালিশ করেছে । শুধু নিবে  
বলি কেন,—এর ভেতর একটা মহা ষড়যন্ত্র হয়েছে ! তার পাণ্ডা  
হচ্ছে—তোমার ঐ পিস্তুল তো ভাই নন্দা—

গুণ। নন্দা ?

ভুল। ঐ বেটা নন্দা ? পাড্ডী, নচ্চার, গাধা, উরুক ?

গুণ। গাল্ দিসনে রে ভুলে—আমার ভাই হয় ! নিরঞ্জন-দাদা-  
কেঠো ! নন্দা আমার সঙ্গে চুম্বণি কচ্ছে ? বলতো—বলতো—  
আর কে কে তার দলে আছে—বলতো ?

নির। জনিদার রায় বাহাদুর হ'ল সর্দার ! মঙ্গলচণ্ডীর বাবুন পরেশ  
ঠাকুর, নিবে সাকরা,—এদের দিয়ে তোমার নামে মারপিটের  
নালিশ করিয়েছে ! টাকা ঘুষ দিয়ে অনেক লোককে হাত করেছে !

তার সব সাক্ষি দেবে,—তুমি লোককে মেরে ধরে টাকাকড়ি কেড়ে নাও! একটা গুণ্ডার দল ধরেছ, গারে একটা কুস্তির নাগড়া খুলেছ, সেইটে হল তোমার ডাকাতের আড্ডা! তার ওপর, নটবরের ভাগ্নী,—তাকে নিয়ে তোমার নাম দিয়ে এমন একটা বিশ্রী ব্যাপার দাঁড় করিয়েছে—

গুণ। সুনী! সুনী! এখনও তার কথা লোকে কয়? সে তো আমার বোনের মত,—তাকে নিয়ে আমার জন্ম কি? তার ওপরে,—সে তো গা থেকে চলেই গেছে! আর—আমি মেরে ধরে টাকা কেড়ে নিই? কোন বেকুব গারো এ কথা বলে—আমার সামনে এসে বলুক দিকি।

ভুল। ইতিয়ে তার মাথা গুঁড়ো করে দোবো জানো?

নির। আরে ভাই তা বলে গুন্ডা কে? আদলেতে সাক্ষিই হল আসল জিনিস! মিথ্যা সাক্ষি গোড়াকতক ঘোষাড়া চলেই হয়েকে নয়—নয়কে হয় কত পাল্লা বায় ঐ যে আশেপাশের গায়ে ডাকাতি কটা মাসকতক আগে হয়ে গেছে,—হুনলুম—তোমার আর তোমার কুস্তির আখড়ার জোড়াদের নাম পুলিশে কে দিয়ে এসেছে!

গুণ। আরে দিক্কে যাক—আমি তো সত্যি ডাকাতিও করিনি, গুণ্ডামিও করিনি,—আমার ভয় কি?

নির। দোহাই তোমার গুণো—তুমি দিনকতক গা টাকা হয়ে থাকো। এ সব দলবল আড্ডা ফাড্ডা তুলে দিয়ে দিনকতক গা ছেড়ে পালো!

ভুল। গুণদা—পালাই চল।

গুণ : আমি তো পালাবো—কিন্তু তারা সব কি করে ? মানকে,

গোকুলো, শিবু, ভোলা,— তাদের যদি ধরে ?

নির : তারাও সব আলাদা আলাদা গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়ে

আমি দেখি—ব্যাপারটা কতদূর গড়ালো !

[ নিরঞ্জনর প্রস্থান ।

গুণ : ভুলে ! তোর কি বড় ভয় কচ্ছে নাকি ?

ভুলে : আমি কোনো ব্যাটাকে ভয় করিনা । বর্তমানে তোমার কাছে আছি ! আমায় ধর্তে এলেই প্যাট করে এই আল্পিন্ বিধিয়ে দোবো—হ্যাঁ—হ্যাঁ—বাবা—আমার সঙ্গে চালাকী নয় !

গুণ : পালাতেই হবে যখন—তখন খেয়ে দেয়ে নিই চল ! নন্দা পেল কোথায় ? একবার তাকে পেলে হয় যে ! তালটি খুলি কি করে ?

ভুলে : এক লাগিতে দরজা ভেঙ্গে ফেলনা ?

গুণ : ঠিক বলেছি—( দুই চারি ঘা লাগি মারিয়া দরজা ভাঙিয়া ফেলিল । ভিতরে ঢুকিবার উদ্যোগ করিতেই গোপী গয়লার দ্বি ভাঙ লইয়া প্রবেশ )

ভুলে : গুণ্দ্দা—গুণ্দ্দা—এই গুপে গয়লা এসেছে !

গুণ : এই যে গুপে ! ছব এনেছি—আমার ?

গুপী : তোমার ছব আর গুপীনাথ গয়লা দিবেনি । তোমার নামে হলিয়া বেরিয়েছে !

গুণ : কি বেরিয়েছে ?

গুপী : হলিয়া—হলিয়া ! কল্কেতা থেকে নিম্পেভা বাবু এসেছে—

শিবগড়ের ফাঁড়ির দারোগা এস্‌তিছে—সিপাইরা, পাকেরা থানা থেকে নাঠি তেরোনাল বন্দুক ফিস্তেল নিয়ে এস্‌তিছে,—তোমাতে নোটকে চালান দিবেক !

গুণ। তা জানিরে ব্যাটা জানি ! তুই দুধ আন্‌লিনি—আমি কি খেয়ে পালাব রে ব্যাটা পাজী ?

গুণী। আরে—জমিদার বাবু—লন্দোবাবু—আমাকে মানা করে দিয়েছে—তোমাকে দুধ দিতে !

গুণ। কেন রে ব্যাটা গয়লা—কবাই হারামজাদা ! তোকে, কি আমি দাম দিইনা ? আগাম টাকা নিয়ে যাস্—মনে নেই ?

ভগ্নল। এই সেদিন ঘর তোলবার জন্তে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে গেলি—

গুণী। তাতো নিয়ে গেছি ! সে কথা অমাগ্নি করে কোন্‌ শালা ? তুমি টাকা দিয়েছ,—আর জমিদার বাবু টাকা দেয়নি ? সে টাকা পেয়েই তো তোমার নামে নাহক্ মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে এইছি দারোগার কাছে ।

গুণ। বলিস্‌ কিরে ব্যাটা ? আমার নামে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়েছিস্ ?

গুণী। তা ছুবোনি ? তিনি হল জমিদার—গায়ের মা বাপ ! তিনি যা হকুম কর্‌কে—গোপী গয়লা তাই কর্‌কেন ! আর মিথ্যেই বা কেনে ? তুমি সেই সেদিন সকালবেলা যখন বেলতলার হাটে আমি দুধ নিয়ে বেচ'তে যাচ্ছিলাম—আমাকে কি রকম অদা, চড়, চাপড়, কিল সেঁটে দিলে মনে নেই ? আমার দুধগুলো সব আন্তায় টেনে ফেলে দিলে ? এ সব কথা দারোগাকে বলবোনি ?

ভগ্নল। তোর দুধ ফেলে দিয়ে তোকে পঁচিশ টাকা তখুনি নগদ দিলে না গুণদা ?

গুপী। আরে কিসের পচিশ টাকা ? সে ছদ্ম আমি একশো টাকায়  
বেচতুম তা জানো ? যেতক্ষণ গায়ে নালা ডোবা আছে—তেতক্ষণ  
গুপী গয়লার ছদ্ম কি ফুকবেন ?

গুণ। মার্কানা তোকে—ব্যাটা অধর্ম্যে পাপিষ্ঠি গয়লা ? যত রাজোর  
পচা নালা ডোবা পানা পুকুরের জল ছধে মিশিয়ে লোককে  
ধাওয়াবি,—খেয়ে লোকের ওলাউঠো অর বিকার হচ্ছে ! ব্যাটা !  
তোর একটু ধর্ম্মজ্ঞান নেই ?

গুপী। পরসা ওজগার কর্ক—তা আবার ধর্ম্মজ্ঞান অজ্ঞান কি ? ধর্ম্ম  
করলে টাকা ওজগার হয় ? কোন্ শালা ধর্ম্ম করে পিরথিমিতে  
টাকা ওজগার করে বড়নোক হয়েছে দেখাও দিকি ?

গুণ। দেখ্ ব্যাটা গুপে—মার খাবি বলছি ! বা শিগ্গীর ছদ্ম নিয়ে  
আয় ! আর—হাঁরে শোন্—তুই নাকি জমিদারকে ভোঁস্ দিবি  
বলিছিন্ ? তরুণ চৌধুরীকে দিবি না ?

গুপী। আরে কে তোমার নরন্ চৌবুড়ী ? তাকে ভোঁস্ দেব  
কিসের লেগে ? গায়ের জমিদার—আজ্ঞা মহারাজা আয় বাহাডর  
থাকতে ভোঁস্ তো তুচ্ছ কথা,—একটা মরা গাইবাছুর পর্যন্ত কোন্  
শালা পাবেনি ।

গুণ। তবে রে ব্যাটা গয়লা—কিছু বলিনি বলে—বড় লম্বা লম্বা কথা  
কইছ ! দে বলছি তোর ভাঁড়ে কি আছে ! আর সব কেড়ে  
নেবো ! দে—

গুপী। এ জমিদার বাবুর আবু'ড়ি মালাই দই—এ নিওনি ।

গুণ। নোবোনা বইকি ? (দাক হইতে ভাঁড় লইয়া) তগুলো—চন্ ! এক  
এক করে এ গুলো বাড়ীর ভেতোর নিয়ে চন্ !



শুপী । মেরে ফেল্লে—মেরে ফেল্লে—গুণ্ডাবাবু সব কেড়ে নিলে—লুটে  
নিলে ! ও লন্দ বাবু—ও দারোগা মশাই—ও নেস্পেস্তা বাবু—

( বিকট চীৎকার )

ভণ্ডুল । বেটা যেন বাঁড় চেঁচাচ্ছে—গুণ্‌দা ! ধরনা বেটার গলাটা  
টিপে ! গোহত্যা হয়ে যাক ! ( শুপীর পূর্ববৎ চীৎকার )

শুণ । ( প্রহার করিতে করিতে ) ভাগো বেটা গয়লা,—যা তোর কোন  
বাবা আছে, ডেকে নিয়ে আয় ! ( শুপীর পূর্ববৎ চীৎকার )

ভণ্ডুল । বেটা এখান থেকে সহজে যাবেনা ! রোস্ তো ( আলপিন্  
বিধাইয়া দিল )

শুপী । ( লাকাইয়া উঠিয়া ) ওরে বাবারে—একটা কি কুঁড়ে দিগেছে  
রে ! ওরে মরে গেছিরে বাবা—( বেগে পলায়ন )

ভণ্ডুল । কি রকম হেতিয়ার রেখেছি বল গুণ্‌দা !

শুণ । তাইতো রে ভণ্ডুলে ! বেশ মজার হেতিয়ার তো ! থাক্ থাক্—  
ওটা হারাস্‌নি ! চল—এগুলো এইবার বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে  
কিছু খেয়ে দেয়ে কাপড় চোপড় নিয়ে শিগ্গীর বেরিয়ে পড়ি ।

ভণ্ডুল । কোথায় যাবে বল দিকি গুণ্‌দা ?

শুণ । কল্‌কেতায় যাবি ?

ভণ্ডুল । হ্যাঁ হ্যাঁ—তাই চল—তাই চল ( উভয়ে বাটীর ভেতর ঢুকিয়া  
যাইতেছিল—এমন সময়ে দরওয়ান ও নন্দকিশোর প্রবেশ করিল )

নন্দ ! তোম্‌কো হান কব্‌স বন্‌তা,—জলদী যাকে দেউড়ীমে খাড়া  
হও—Oh my God ! একি ? দরজা ভাঙ্গ্‌লে কে ?

শুণ । দরজা ভাঙ্গবো না তো কি ? তুমি চাৰি দিয়ে দরজা বন্ধ করে  
কোন্‌ চুলোয় ছিলে ?

নন্দ : I say দরোয়ান—দেখো—এহি গুণ্ডা ! জমিদার বাবুকা দেউড়ী  
তোড় ডালা !

ভূটাসিং : হাঁ—সেতো দেপ্তা হায় ! আরে তুম্ কোন্ হায় !—

গুণ : খবরদার—বাটা নট পট পাড়িছা ! কাছমে মৎ আও—

ভূ-সিং : কাছমে নেহি বাগা তো তোমকো পাকড়ায়গা কিম্-  
তেরে ?

নন্দ : গুণো ! তোমায় পুলিশে যেতে হবে . তুমি বাড়ীর দরজা  
ভাঙ্গলে কেন ? You know—you are not the owner of  
this home now ! এ এখন জমিদার রায় অদ্বত কুমার রায়  
বাহাদুরের বাড়ী !

গুণ : তার বাবার বাড়ী ! কেন্ যদি এ রকম কথা বলবে—এক চড়ে  
তোমার মুখ বেকিয়ে দোবো !

নন্দ : তুমি তো এ বাড়ী তাকে বেচেছ ! একরাশ টাকা ধার করেছ !  
স্বদে আসিলে বাড়ীর যা দাম—তার ডবল ট্রেব্—four times  
হয়ে গেছে—তা জান ?

গুণ : এ সব আমি জানিনা ! এ বাড়ী আমার,—আমার বাবার,—  
তার বাবার—তারও বাবার বাবার—চৌদ্দ পুরুষের—

তপুল : আর আমার ?

ভূ-সিং : আরে—চুপ রও শালা লেউণ্ডা !

গুণ : এই বেটা নচ্চার মেডুয়াবাদি,—তোম্ হামার ভাইকে শালা  
বলা কাহ রে ?

ভূ-সিং : আরে যাও যাও শালা ! তুম শালা—তুমারা ভাইভি শালা !  
ভাগো শালা সাম্মান্দে—

গুণ। তোম্ শালা আগে তো ভাগো—( দরওয়ানকে সজোরে এক চপেটাম্বাত )

সং। কেয়া শালা—হামকো এক থাপ্পড় ? দেখে শালা—থাপ্পড়-  
মারনেওয়ালা—

নন্দ। লাগাও ভুটাসিং—Go on ! no দয়ামায়া ! আমি order দেতা  
হায়,—গুণাকো সিধা কর্ দেও !

[ ভুটাসিং লাঠি উঠাইয়া গুণধরের দিকে অগ্রসর হইল । ক্ষিপ্ত হস্তে তাহার হাত  
হইতে লাঠি লইয়া গুণধর তৎসাহায্যে তাহাকে ধরাশায়ী করিল ]

নন্দ। Constable—পাহারোলা—জমাদার—দারোগাবাবু—Ins-  
pector সাহেব—পুলিশ—পুলিশ—

ভণ্ডুল। একেও এক ঘা লাগাও না গুণ্দা !

গুণ। আরে—ও যে আমার পিসিমার ছেলে ! ( নন্দ পূর্ববৎ চীৎকার  
করিতে লাগিল )

ভণ্ডুল। আরে রেখে দাও তোমার পিসিমার ছেলে ! পিসিমার ছেলে  
ঐ রকম হেলে সাপের মত হয় ? দেখনা—আমি একবার হেতিয়ার  
চালাই—( আল্পিন বিধাইয়া দিল )

নন্দ। ওরে বাবারে—আমায় গুলি কল্লে রে ! fire—fire—pistol—  
pistol—shot dead ! পুলিশ—পুলিশ—খুন—খুন—murder  
murder—

গুণ। ভণ্ডুলে ! ঐ বুঝি পুলিশ আসছেরে ! নন্দদা ! ভাল চাওতো  
আমার সঙ্গে লেগোনা—টেঁচিও না চুপ্ কর । তবু চোঁচাচ্ছে ! এক  
লাঠি ঝাঁক্বো নাকি ?

ভগ্নল। তাহিতো অনেকক্ষণ থেকে বলছি ! দে ব্যাটার মাথায় দৈ  
ঢেলে—

( দধিভাও হইতে দধি লইয়া নন্দকিশোরের সমস্ত মুখে মাখাইয়া দিল )

গুণ। হা হা হা—বেড়ে হয়েছে—

নন্দ। পু—পু—পু—লিস্ ! পু—পু—পু—লিস্—

ভগ্নল। ঐ তোর পুলিশ বাবারা আসছে—

গুণ। ভগ্নলে ! পালাই আয় (ভিতরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিবার চেষ্টা)।

ওরে ভগ্নলে ! দরজার কজাগুলো সব ভেসে গেছে রে !

ভগ্নল। অমনি ঠেকিয়ে রেখে চলে এসনা !

[ দরজা বন্ধ করিয়া উভয়ের ভিতরে প্রস্থান।

নন্দ। মুখময় ছোঁড়া কি দিলে রে বাবা ? রাম—রাম—রাম ! বিল্লী  
টোকা গন্ধ ! ( জিভ দিয়া চাটিয়া ) নাঃ—এ যে চিনিপাতা দৈ !  
মন্দ নয় তো !

( অঙ্গুলীর সাহায্যে নুখ হইতে দধি লইয়া ভক্ষণ )

Oh my God ! এমন পাট্টা দরওয়ান—কুছ্ কামকা নেহি হায় ?

ভুট্টা সিং—এ পাঁড়েজি !

ভু-সিং। এ বাবু—হাম্ মর্ গিয়া—একদম্ মর্ গিয়া ! শালা ডাকু আছি  
লড়্‌নেওয়ালা হায় !

নন্দ। ও লড়্‌নেওয়ালা হায়—আর তোম কি খালি ডালকুটি-ওড়ানে-  
ওয়ালা হায় ? দেখো—জলদী একদফে থানায় যাকে দারোগা  
—ইন্সপেক্টর বাবুলোককো বোলানে সেকেরা ?

ভূ-সিং । হামরা পাওমে বহুং দরদ ছয়া,—হাম্ বিল্কুল চল্‌নে নেই সেকেগা !

৭ । তোম্ লাঠি চালানে নেই সেকেগা—দেউড়ীমে চৌকি দেনে নেই সেকেগা—পুলিশ্‌মে বানে নেই সেকেগা,—তব্‌ তোম্ কেয়া কর্‌নে সেকেগা ? খালি গোঁপদাডী চোমরায়কে তুলসীদাস পড়নে সেকেগা—খাটিয়াপর্‌ বৈঠ্‌কে ?

(পোটলা কোমরে বাঁধিয়া হাতে লাঠি লইয়া গুণধর ও তৎসহ  
ভট্টালের দরজা গুলিয়া বাহিরে আগমন)

নন্দ । ওরে—বাবারে—গুণ্ডা লাঠি বের করেছে রে—

[ প্রস্থান ।

ভূ-সিং । এ সীতারাম—এ সীতারাম ! ( গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান )

( হাঁকাইতে হাঁকাইতে সাকরেরদগণ প্রবেশ করিল )

১ম-সা । গুণদা—গুণদা—

গুণ । কি—খবর কি ?

১ম-সা । শীগ্‌গির পালাও ! গায়ে হলুদুল লেগে গেছে—তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে !

গুণ । এ্যা—বলিস্‌ কিরে ছোঁড়ারা ? তোরা শুদ্ধু ভয় পেয়ে গেলি ?

১ম-সা । তুমি সব দিকে মাটি করে ফেলেছ—সব দিকেই গাঙগোল করেছে,—কাজেই আমাদের ভয়ও ক'র্তে হবে,—হয়তো নী থেকে জন্মের মত পালাতেও হবে ! কি বলিস্‌ রে তোরা ?

সকলে । তার আর কথা আছে ?

( সাকরেদগণ চলিয়া যাইতেছিল— )

গুণ। শোন্ শোন্ মান্কে ! আমার একটা কথা শোন্ ! পালান্  
নিতান্তই যদি পালান্—আমার একটা কথার জবাব দিয়ে যা !

১ম-দা। কি বল ?

গুণ। তোদের যে এতদিন বরে কুণ্ঠি করা, লাঠিখেলা শেখানুম,—  
বাদাম, পেস্তা, বেদানা, মিছরি, খাঁটি ছব খাওয়ানুম,—হ্যারে,—  
তার ফল কি এই হ'ল ?

২য়-দা। কি হ'ল ?

গুণ। হ'ল না ? তোরা মিছে একটা ভয় করে আজ কুকুরের মত  
আমাকে ছেড়ে সব পালান্ছিস্ ? দুর্ দুর্—তোরা বাঙ্গালীর  
ছেলের নাম ডোবালি !

১ম-স। গুণদা ! তবে সত্যি কথা বোলবো ?

গুণ। বাপের বেটা তোরা,—মিথ্যে কথা ব'লতে তোদের লজ্জা করেনা ?

২য়-স। তা হ'লে ব'লতেই হোলো। গুণদা ! পুলিশের ভয়ে আমরা  
তোমাকে ছেড়ে পালান্ছি না,—পুলিশের ভয় দেখিয়ে আমরা  
তোমাকে দেশ ছেড়ে পালাতে ব'লছি না—

• গুণ। তবে কেন এতক্ষণ ব'ল্ছিলি—পালাও—পালাও ?

১ম-স। তুমি না পালাও—না পালাবে। কিন্তু তোমার সাকরেদী  
ক'ছি বলে এতটা বদনাম আমরা মাথায় নিয়ে তোমার সঙ্গে আর  
মিশতে পারিনা।

গুণ। তোরা ও ব'লছিস্ বদনাম ?

২য়-স। হ্যা—ব'লছি। কে না ব'লছে ? আর—কেনই বা না ব'লবে ?

কি কাণ্ডটা ক'লে বল দিকি—একটা সুন্দরী যুবতী বিধবাকে নিয়ে ?  
ছিঃ—

গুণ। কিন্তু অপরে যা বলে বলুক,—তোরা—তোরা—তোরাও কি  
আমায় মন্দ ভাবিস্ ? তোরাও কি আমায় অবিশ্বাস করিস্ ?

১ম স। হ্যাঁ—করি। কেন ক'রুনা ? সুনীতিকে নিয়ে তুমি আমাদের  
চোখের সামনে কি আধিথ্যেতাই না ক'লে ? তাকে নিজের বাড়ীতে  
এনে পু'লে,—তাকে আমাদের দলে মিশিয়ে দিলে,—তাকে—  
তাকে—

গুণ। আমি যে তাকে বোনের মত দেখি রে ! তোরাও যে, ভুলেও  
যে,—সেও তো আমার কাছে সেই রকমই ছিল !

১ম স। সে কথা ব'লে বিশ্বাস ক'চ্ছে কে ?

গুণ। আচ্ছা—যাক্ ! কিন্তু কানাইলাল—আমাদের কানাই ম্যাষ্টার,—  
সে তো তা বলেনা ! সে তো আমাকে বিশ্বাস করে—সে তো  
আমাকে ভাল ব'লে জানে ?

২য় স। আরে—কানাইদাই তো সব চেয়ে বেশী তোমার ওপোর  
চটেছে ! তোমার সুনীতিকে নিয়ে এই সব কীর্ত্তি দেখে, তোমার  
ওপোর সে যে রকম রেগেছে—

গুণ। বলিস্ কি ? কানাই ম্যাষ্টার পর্য্যন্ত—

১ম স। হ্যাঁ—সেইতো তোমার ওপোর রেগে সুনীতিকে গা-ছাড়া  
করেছে ! সুনীও গা-ছাড়া হয়েছে,—এইবার—কানাইদা বলে,—  
তুমি গাছাড়া হ'লেই নারায়ণপুর গায়ের মঙ্গল—সব দিকেই মঙ্গল  
হবে !

[ কোন রকমে অশ্রুস্রোত কহিয়া সবেগে দাক্ষিণ্যগণ চলিয়া গেল ]







দ্বিতীয় অঙ্ক—চতুর্থ দৃশ্য

“গুণধর” ( শ্রী অহীন্দ্র চৌধুরী )

“—তাহ’লে সবাই আমাকে ছাড়লে ?”

[ সাক্ষরদগণের গমনপথের পানে তাকাইয়া গুণধর স্থাপুর মত কিছুক্ষণ নিশ্চল হইয়া রহিল। তাহার দুটা চোখ অকস্মাৎ ছলছল করিয়া উঠিল ; ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল ]

গুণ। তাহ'লে—তাহ'লে সবাই আমাকে ছাড়লে ? শেষে কানাই—  
কানাই ম্যাঠার,—সেও আমার পর হোলো ? সেও আমার বদনাম  
ক'রলে ? আমি তাহলে একা ? একা ?

[ অসহায়ের মত মাটিতে বসিয়া পড়িল ]

[ ভণ্ডুল ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া গুণধরের একখানি শিথিল হাত ধরিল ]

ভণ্ডুল। কেন একা ? এই যে আমি আছি দাদা !

গুণ। ভণ্ডুল ! তুই আছিস্ ? তুই সুনীতির কথা নিয়ে আমাকে গালা-  
গাল দিয়ে,—মিছিমিছি আমার বদনাম কোরে তুই কবে চলে যাবিরে  
ভণ্ডুল ? তুই আর আছিস কেন ? যা—যা—ভণ্ডুল ! তুইও চলে  
যা,—সবাই চলে যা। আমিও চলে যাই !

[ অভিমানে ব্যথায় অসহায় গুণধরের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল ]

[ ভণ্ডুল হাত ছাড়িয়া গুণধরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল ]

ভণ্ডুল। তোমাকে ছেড়ে আমি যাবো ? কেন ? আমি যে তোমার  
ভাই—তুমি যে আমার দাদা ! আমি কি তোমাকে ছেড়ে যেতে  
পারি ? আমি কি তোমাকে চিনি না ? আমি কি ঐ ওদের মত  
নেমোথারাম ছোটলোক যে, তোমার আর সুনীদির নামে বদনাম  
দিয়ে তোমাকে ছেড়ে চলে যাবো ? আমি যে তোমার ভাই ! আমি  
কি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি ?

গুণ। পারিস্ না? তাহলে—তুই আমাকে ছেড়ে যাবিনা? তুই  
আমায় বিশ্বাস করিস্,—আমাকে ভাল বলিস্ ভগ্নে?

ভগ্ন। শুধু ভাল বলি? এতো ভালো তুমি যে, মা ছুঁগী, মা কালী,  
মা তারা, বাবা তারকেশ্বর এতো ভালো নয়! তোমাকে ভাল ব'ল্বো  
না দাদা?

[ গুণধর সম্মুখে ভগ্নকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়। ]

গুণ। তবে আয়—আয়—আমার কোলে আয়—আমার বুকে আয়  
ভগ্নে—ছোট ভাইটী আমার! আজ তোকে বুকে নিয়ে আমি এ  
গ্রাম ছেড়ে চলে যাই!

[ গুণধর ভগ্নকে কোলে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—হুইজনেরই সমস্ত অঙ্গ  
কিনের আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল; অকস্মাৎ হুইজনে ডুকরিয়া কাদিয়া  
উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল ]

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা—রাজপথ ।

( রঙ্গিনীগণের গীত )

দহরে ) গুণ্ডার ভয় বেড়েছে বেজায় ।

পাড়ায় পাড়ায় পাটকাটা চোর ;—

হ'চ্ছে ) ডাকাতিও কল্‌কেতায় ;—(দিনে) ডাকাতিও কল্‌কেতায় ॥

গুণ্ডার ভয় বেড়েছে বেজায় ॥

চ'ল বাবু হাওয়া খেতে কলকৌচাটি হাতে,

হন্দ-দুন্দো পাঁচটী নিকে রেস্তো নিয়ে সাথে ;—

( অমনি ) চক্‌চকে ছোরাটী ধরে ( বাবুর ) হৃদয়ে হাত পাতে ;—

( বলে ) “ল্যাও রুপেরা—সোণার বোতাম,” আট্টী চন্দা বান কি যায় ?

গুণ্ডার ভয় বেড়েছে বেজায় ॥

হিসেব-নিকেশ ক'চ্ছে বসে, নিয়ে টাকার খলি,

( যেন ) “বন্ থেকে বেরলো টিয়ে,”—(এসে) ছাড়লে ছ'চার গুলি ;—

( সট্‌ সট্‌ সট্‌ ) ছাড়লে ছ'চার গুলি ;—

খেয়ে ধন্দ মালিক অন্ধ, (তার) বন্ধ দুপের দুলি ।

( তারা ) ঘাল করে মাল নিয়ে সরে,

( তখন ) কে বা তাদের রূপে যায় ?

গুণ্ডার ভয় বেড়েছে বেজায় ॥

## দ্বিতীয় দৃশ্য

ইটলী,—লছমী বাঈয়ের বাসাবাটীর কক্ষ

( লীলা টেবিলে বসিয়া পত্র লিখিতেছিল এবং লছমী প্রফ-শিট্ করেক্ট করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে লীলার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল )

লীলা । ( পত্র লেখা সমাপ্ত করিয়া থামে চিঠি পুরিতে পুরিতে ) আমার পাল্লার পড়ে তুমি আচ্ছা জন্ম হয়েছ দিদি !

লছমী । জন্ম কি রকম ?

লীলা । নয়ই বা কি রকম ? সকাল থেকে বেলা বারোটা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে তামান্ কলকেতা সহরটা পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ালে । তারপর খাওয়া দাওয়া করে একটু বিশ্রাম করা চুলোয় যাক,—আমি চিঠি ক'খানা লিখে শেষ ক'লে পর আমার সঙ্গে বিশ্রাম করবার আশায়, ঠায় চুপ করে বসে রয়েছ !

লছমী । চুপ করে বসে থাকবো কেন ? এই তো এতক্ষণ ধরে নারী-শিল্পসজ্জের হিসেবপত্র দেখলুম,—নতুন Prospectus ( প্রস্পেক্টাসের ) খান-কুড়ী-পচিশ প্রফ-শিট্ করেক্ট করে ফেল্লুম ! তুমিও কাজ ক'চ্ছ—আমিও কাজ ক'চ্ছি । তবে,—বিশ্রামের দরকার বটে তোমার !

লীলা । আর তোমার নয় ?

লছমী । যাক—ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও । কত কাল পরে কলকেতায় এসেছ,—কেমন লাগছে ?

লীলা। দেখ দিদি,—ভাল কি মন্দ লাগছে, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না !  
 বুঝতে পাচ্ছি না,—এ কোথায় এসেছি ! কলকতা, বোম্বাই না  
 লাহোর ?

লছমী। সে আবার কি ?

লীলা। এই যে আজ সকাল বেলা বাংলা দেশের প্রধান সহর কলকতাটা  
 ঘুরে বেড়িয়ে এলুম, কিন্তু এখনও ঠিক বুঝতে পারি না দিদি—  
 এটা বাঙ্গালীর দেশ কিনা ! ব্যবসানার, দোকানী,—পসারী, মুটে,  
 মজুর, গাড়োয়ান,—এদের ভেতর বাঙ্গালী তো দেখতেই  
 পেলুম না !

লছমী। তাহলে তুমি কি বলতে চাও—কলকতায় বাঙ্গালী নেই ?

লীলা। থাকবে না কেন ? বাঙ্গালী দেখবো না কেন ? বেলা দশটার  
 সময় কর্ণওয়ালিস-চিংপুর ট্রামে আর Busএ হুদো হুদো কেরানীরূপী  
 গৌণেশ্বর বাঙ্গালী বাবুরা যাচ্ছেন । অধিকাংশের দেহ অনাহারে বা  
 অন্ধাঙ্গারে জীর্ণ শীর্ণ, মুখের বর্ণ ফ্যাকাসে, একটা না একটা উৎকট  
 Chronic ব্যাধি দেহের মধ্যে আছেই । শরীরের গঠনে কোনও  
 বাহার নেই,—বাহার হ'চ্ছে কেবল মাথার চুলে ।

লছমী। কি বলবো বোন—বাঙ্গালী জাতির অদৃষ্ট ! নইলে, এমন একটা  
 উঁচুদরের—intelligent জাতির এমন হীন অবস্থা ? আমাদের এই  
 নারীশিল্পসম্মত যদিও অল্পদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত, তবু সেই সম্পর্কে যত  
 গুলি বাঙ্গালীসংসার আমার দেখবার সুযোগ হয়েছে,—তাতে বাঙ্গালী  
 সম্বন্ধে মোটামুটি আমার নিজের এই ধারণা জন্মেছে যে, বাঙ্গালীদের  
 জাতীয় শিক্ষা মোটেই নেই । সেইজন্মে এত intelligent এত  
 শিক্ষিত হয়েও বাঙ্গালী এত অধঃপতিত !

লীলা । আমি নানি বটে—বাস্তালীর অশেষ গুণ, কিন্তু দোষের ভাগ তার চেয়েও বেশী ! সব চেয়ে বেশী দোষ,—বাস্তালীর একতা নাই ।

লক্ষ্মী । হুঃখ করে আর কি হবে বহিন্ ? এত লেখাপড়া শিখেছ, এত দেশ বিদেশ ঘুরে এসেছ, এত জ্ঞানলাভ করেছ,—নিজের দেশকে—নিজের জাতভাইকে যদি এতই ভালবাস,—তাহ'লে চেষ্টা কর, কিসে বাস্তালীর এ সমস্ত মারাত্মক দোষগুলো কেটে যায় !

লীলা । বেছে বেছে লোক ঠাউরেছ ভাল ! একে বাস্তালী—তায় স্ত্রীলোক,—আমার শক্তি কতটুকু দিদি ?

লক্ষ্মী । কার দ্বারা কতটুকু কাজ হয়—কে জানে বোন ? এমন শস্ত্র-গ্রামলা ভারতভূমি আমাদের,—এখানে যদি মানুষ অল্প চেষ্টা করে নিজের হুঃখদারিদ্র্য দূর করবার জগে,—তাহলে কি না কমলার কুপা-কটাক লাভে তার বিলম্ব হয় ? তোমার সে গানটা গাও না ভাই—

লীলা । আমার কি গান তেমন আসে ? তুমি হ'লে সাফাং বীণাপাণি—সঙ্গীতের রাণী,—তুমি বরং সেই হিন্দি গানটা গাও, আমি প্রাণভরে শুনি !

লক্ষ্মী ! আচ্ছা—

গীত

এ ত্রি ! কাম করো এ্যায়সা !

কোই না বিস্মে করে তামাসা ॥

আপ্না পহিরণ দেশ্কা পহিনো,

( কেও ) আনসে লে কর—বান্দর্ বনো ?

দানাপানি দুস্রে বে কর—

( কেও ) করো গুলামী ঘায়না তায়সা ॥



ତୃତୀୟ ଛନ୍ଦ—ଦ୍ଵିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ  
 ଦୀଲୀପିନୀ—( ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶ୍ଵିନୀବତୀ )



লীলা । আমি নানি বটে—বাঙ্গালীর অশেষ গুণ, কিন্তু দোষের ভাগ তার চেয়েও বেশী ! সব চেয়ে বেশী দোষ,—বাঙ্গালীর একতা নাই ।

লক্ষ্মী । হুঃখ করে আর কি হবে বহিন্ ? এত লেখাপড়া শিখেছ, এত দেশ বিদেশ ঘুরে এসেছ, এত জ্ঞানলাভ করেছ,—নিজের দেশকে—নিজের জাতভাইকে যদি এতই ভালবাস,—তাহ'লে চেষ্টা কর, কিসে বাঙ্গালীর এ সমস্ত মারাত্মক দোষগুলো কেটে যায় !

লীলা । বেছে বেছে লোক ঠাউরেছ ভাল ! একে বাঙ্গালী—তায় স্ত্রীলোক,—আমার শক্তি কতটুকু দিদি ?

লক্ষ্মী । কার দ্বারা কতটুকু কাজ হয়—কে জানে বোন ? এমন শস্ত্র-শ্রামলা ভারতভূমি আমাদের,—এখানে যদি মানুষ অল্প চেষ্টা করে নিজের হুঃখদারিদ্র্য দূর করবার জন্তে,—তাহলে কি মা কমলার কৃপা-কটাক্ষ লাভে তার বিলম্ব হয় ? তোমার সে গানটী গাও না ভাই—

লীলা । আমার কি গান তেমন আসে ? তুমি হ'লে সাফাং বীণাপাণি—সঙ্গীতের রাণী,—তুমি বরং সেই হিন্দি গানটী গাও, আমি প্রাণভরে শুনি !

লক্ষ্মী । আচ্ছা—

গীত

এ জি ! কাম করো এয়ায়সা !

কোই না বিস্মে করে তামাসা ॥

আপ্না পহিরণ দেশ্কা পহিনো,

( কেও ) আনসে লে কর্—বান্দর্ বনো ?

দানাপানি দ্রুস্রে দে কর্—

( কেও ) করো গুলামী য্যায়সা ত্যায়সা ॥



তৃতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য  
 লীলাময়ী—( শ্রীমতী আশ্‌মানতারা )  
 “—আমার শক্তি কতটুকু দিদি ?—”





তৃতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য

নারীশিক্ষকজনের প্রতিষ্ঠান “লডমী বাস্ট”—( শ্রীমতী আব্দুরবানী )

“—তাহ'লে চেষ্টা কর—কিসে বাঙ্গালীর এ সমস্ত নারায়ক

দোষগুলো কেটে যায় !”

[ ১০৬ পৃষ্ঠা ]



ভাই ভাইসে শ্রীত রাখো,—

দেশকা ডাক্‌মে দেশকো দেখো,—

না বনাও দাসী আপনা মাকো,—

লুটা দে কর দেশকা পয়সা ॥

লীলা। মরি মরি—কী সুন্দর—কী মধুর ! দিদি ! সত্যি ব'লছি,—শুধু

সুন্দর মধুর ব'লে—তোমার গানের যোগ্য প্রশংসা করা হয়না !

লছমী। তার চেয়ে যাচ্ছে তাই বল। নাও—ওঠো ! দেখতে

দেখতে বেলা তিনটে বেজে গেল ! চল, কাপড় চোপড় বদলে কিছু

জলযোগী করে আবার ছই বোনে টুইল দিতে যাই !

লীলা। টুইল দিতে যাই বা কোথায় ? দেখা হবার তো কোনো আশাও

দেখছি না—উপায়ও দেখছি না !

লছমী। এ রকম করে রাত্তায় রাত্তায় ঘুরে বেড়ালে—বিশেষতঃ এই

কলকতার সহরে,—কানাইবাবুকে কি দেখতে পাবে ?

লীলা। আর দেখতে পেলেই বা কি হবে ? তিনি আমি ভিন্ন অগ্ন

কাউকেও বিবাহ কর্‌কেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন সত্য,—

কিন্তু সেজ্ঞা কি এখনও আমার আশাপথ চেয়ে তিনি বসে আছেন ?

কি জানি,—মনে ত হয়না।

লছমী। তাই যদি তোমার বিশ্বাস,—তাহ'লে তা'কে এত খোজাখুঁজিই

বা ক'চ্ছ কেন, আর তার আশায় কুমারীত্রতধারিণী হয়ে থাকবেই

বা কেন ?

লীলা। কারণ, আমরা হিন্দুঘরের ক্রীলোক,—আমাদের সতীর গর্ভে

জন্ম ! আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, ক্রীলোক কখনো দুজনকে

ভালবাসতে পারেনা ! আমি ভালবাসবো একজনকে, বিবাহ

ক'রু অপরকে,—সে মহাপাতকটা না হয় নাই ক'লুম দিদি ! শঙ্কর-দাসজির সঙ্গে তো তোমার বিবাহ হয়নি,—ভালবাসা হয়েছিল ! তিনি মারা গেলেন, কিন্তু তোমার ভালবাসা কুরলোনা কেন ? তুমি চিরকুমারী রয়ে গেলে কেন ?

লছমী । তিনি অত্নের কাছে মৃত, কিন্তু আমার কাছে জীবিত । আর তাঁর মৃত্যুর পর—বাবা তো নিজের হাতে আমার বিবাহ দিয়েছেন !  
লীলা । সে কি ?

লছমী । ব'ল্লেন,—“আয় মা—আজ থেকে জন্মভূমির সঙ্গে তোর স্বামীসম্বন্ধ স্থাপন করে দিই । স্বামীকে যে ভাবে স্ত্রীলোকে ভালবাসে—যত্ন করে—সেবা করে,—আজ থেকে সেই ভাবে তোর জন্মভূমিকে ভালবাস—যত্ন কর—সেবা কর ! শঙ্করজির আত্মার সদাতি হবে ।”

[ লছমী বাঈএর সদস্ত মুখখানি অগায় পবিত্রতায় ভরিয়া উঠিল ]

( নেপথ্যে ভিখারীর গীত )

( ওগো ) আবার যদি আনো হেথায়, রেখোনা মা এমন করে ।

সমুদানে চরণে ঠেলে মা তুমি ধেকোনা স'রে ॥

লীলা । কে গায় দিদি ?

লছমী । সেই—সেদিন যার কথা তোমায় বলছিলাম ! সেই ভিখারী—

লীলা । হ্যাঁ—হ্যাঁ—তার সঙ্গে আমার একদিনও দেখা হয়নি ! এখানে আসবে না সে ?

লছমী । কি জানি—কিছু বুঝতে পাচ্ছি না ! হঠাৎ গাইতে গাইতে যেমে গেল কেন ? চলে গেল নাকি ? বেহারা—

( বেহারার প্রবেশ )

লছমী : উহ্ আন্দী চলা গিয়া ?

বেহারী : ও গানওয়ালা ?

লীলা : হাঁ ।

বেহারী : নেহি গিয়া হায় । আপ্‌কো বিনা তুমসে হাম ক্যায়সে  
ঘরকা ভিতর আনে দেগা মায়ী ?

লছমী : যাও—উনকো ভেজ দেও ।

বেহারী : বলং আচ্ছা । উকো সাথমে আজ একঠো মাজি ভি হায় ?

লছমী : মাজি ? যাও—জলদি বোলায় লে আও !

[ বেহারার প্রস্থান ।

লীলা : মাজি কে আবার ? ঠুর কি স্ত্রী আছেন ?

লছমী : ঠুর সম্বন্ধে কিছুই জানিনি বোন । বলে,—“মা ! ভিখারী আমি,  
আমার তা ছাড়া অত্‌ পরিচয় কি আছে ?”

( গাহিতে গাহিতে ভিখারীর প্রবেশ )

(ওগো) আবার যদি আনো হেথায়, রেখোনা না এমন করে ।

সম্বানে চরণে ঠেলে—না তুমি থেকোনা সরে ॥

( এমন ) পরবাসী নিজবাসে,—পদে পদে কেবল বাধা,—

দুখের কথার নেই অধিকার,—হাত পায় শিকল বাধা ;—

ধস্ত হবো না এর চেয়ে,—

হীন পশুজনন পেয়ে,

( এমন ) নাকুলে অনাকুল হ'য়ে—থাকতে চার কে জায়ে মরে ?



হুম্মী । অনেক দিন তোমায় দেখিনি বাছা ! কোথায় গিয়েছিলে ?  
 খারী । ভিখারীর সর্বত্র অব্যাহত দ্বার !  
 লা । তোমার সঙ্গে একটা স্ত্রীলোক ছিলেন না ?  
 খারী । ছিলেন কি ? আছেন । আমার ভিক্ষা-করা ধন, তোমাদের  
 কাছে গচ্ছিত রাখতে এসেছি মা !  
 হুম্মী । কই তিনি ?  
 খারী ঘরের বাহিরে গিয়া বলিল,—“আয় মা স্মৃতি ! ঘরের ভেতর  
 তোর দিদিদের কাছে আয় !”

( ভিখারীর সহিত স্মৃতির প্রবেশ )

খারী । ঔর পরিচয় অনেকটা না দেবার মত । তবে যখন উনি  
 আমার ভিক্ষার ধন,—আর ঔকে যখন আমি তোমাদের জন্তে ভিক্ষা  
 করে এনেছি,—তখন আমিই পরিচয় দিচ্ছি ! উনি ব্রাহ্মণকন্যা, সাত  
 বছর বয়সে বিধবা হয়েছেন ।

হুম্মী ও }  
 লা । } সাত বছর বয়সে ?

স্মৃতি । হ্যাঁ দিদি, আমি মস্ত বড় কুলীনের মেয়ে । আমার মত অল্প  
 বয়সে পিতৃমাতৃকুলের কুল বজায় রাখতে যাদের বিবাহ হয়, স্বামীসঙ্গ-  
 লাভ বড় একটা তাদের অদৃষ্টে ঘটে ওঠবার সুযোগ হয়না !

লা । যাক্ সে কথা । তা ভাই—তোমার বাড়ী কি এই কলকেতায় ?  
 নী । না,—কলকেতায় জীবনে এই আমি প্রথম এলাম !

হুম্মী । তোমার খণ্ডরবাড়ী ?

সুনী। শ্বশুরবাড়ী কোথায় জানি না। শুনেছি—পূর্ববঙ্গে।

লীলা। কোথায় থাকতে? আর এঁর সঙ্গেই বা এলে কোথা থেকে?

ভিখারী। নারায়ণপুর গ্রামের পথ থেকে—এই রত্নটী কুড়িয়ে এনেছি মা!

লীলা। নারায়ণপুর?

লছমী। নারায়ণপুর? তাহ'লে—লীলা—

লীলা। যাক সে কথা। দিদি—তুমি চুপ করো। তা—তা—হ্যাঁ ভাই!

নারায়ণপুরের কা'র মেয়ে তুমি?

সুনী। আমার বাবাও ছিলেন মহাকুলীন। কচিং কখনো তাঁর সঙ্গে ছেলেবেলায় আমার দেখাসাক্ষাৎ হ'ত। আমার মামার নাম নটবর মুখুয্যে।

লীলা। নটবর মুখুয্যে? নটবর মুখুয্যে? তা—তা—তা—

সুনী। আপনি কি নারায়ণপুরের কা'কেও চেনেন? সেখানে কি কখনো গিয়েছিলেন?

লীলা। না—না—হ্যাঁ—থুব ছেলেবেলায় ছ'একবার গেছি,—না—না—সে না-ষাওয়ারই সামিল।

লছমী। তোমার কে আছে?

সুনী। কেউ নেই। আমি দূরসম্পর্কে আমার এক মামার বাড়ীতে থাকতুম।

ভিখারী। সেখানে ভাত রাঁধতেন—বাসন মাজতেন—জল তুলতেন—আর একবেলা একমুঠো আলো চাল আর কাঁচকলা সিদ্ধ করে থেতে পেতেন!

সুনী। তা,—গোরোস্তো সংসারে—আপনার লোকের বাড়ী থাকতে হ'লেই কাজকর্ম ক'র্ত্তে হয় বৈকি দিদি!

লীলা । তোমার এই মামাটির নাম ?

লক্ষ্মী । কেশব চাটুয্যে মশাই !

লক্ষ্মী । চেনো নাকি লীলা ?

লীলা । আমি—আমি চিন্বে কেমন করে দিদি ? আমি—আমি  
কা'কেও চিনি না ।

লক্ষ্মী । তা—হ্যাঁগা ছেলে ! ইনি কি এখানে থাকবেন ?

ভিখারী । হ্যাঁ মা ! নইলে, সঙ্গে করে আনলুম কার ভরসায় ? তোমাদের  
এখানে থাকবেন—কাজকর্ম্ম শিখবেন—পড়াশুনো ক'র্ষেন ! তোমরা  
যেমনটা চাও,—এই মাটা আমার ঠিক সেই রকমটা !

লীলা । বুঝতে পেরেছি,—তুমি বালবিধবা—অনাথিনী—তার ওপোর  
সুন্দরী ! পল্লীগ্রামে নিরাশ্রয় অবস্থায় থাকা, তোমার মত স্ত্রীলোকের  
পক্ষে সহজ নয় । থাকো দিদি,—নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে এইখানে  
আমাদের একজন হয়ে থাক । তোমার কোনও চিন্তা নেই ।

লক্ষ্মী । বেহারা !

( বেহারার প্রবেশ )

বেহারা । মা জি !

লক্ষ্মী । ইনকো তিনতলামে হামারা কামরা দেখাও দেও । বাও  
বোন—ওপোরের ঘরে ততক্ষণ বিশ্রাম করগে । আমরা যাচ্ছি  
একটু পরে । তোমার সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি এখনি !

[ হনীতি ও বেহারার প্রস্থান ।

লক্ষ্মী । এইবার তোমার ব্যাপারটা কি বল দিকি বাছা ? তুমি তো  
ভিখারী নও !

ভিখারী। তোমাদের ছেলে যখন আমি,—তখন তো আমি রাজপুত্রুর।

লীলা। তোমার বাড়ীও কি নারায়ণপুরে? তোমারও কি তিনকুড়ে কেউ নেই?

ভিখারী। ছিল সব। এখন কেউ নেই।

লছমী। সব মারা গেছে?

ভিখারী। মেরে ফেলে আর মারা যাবেনা?

লীলা। সে কি? সবাইকে মেরে ফেলেছে?

ভিখারী। আমার স্ত্রী,—আমার দুটি বিধবা মেয়ে—এই এরই মত স্ত্রীরী মেয়ে—ঠিক এরই মত স্ত্রীরী তারা,—আর তিনটি উপযুক্ত ছেলে,—তাদের সবাইকে ডাকাতে সাবাড় করে চলে গেছে!

লছমী। সেকি? ডাকাতে বাড়ীশুদ্ধ লোককে হত্যা করে গেল? তুমি বাড়ীতে ছিলে না?

ভিখারী! আমি ভিন্ন গ্রামে বিশেষ কাজে এক রাত্রির জন্ত গিয়েছিলুম। তার মধ্যেই এই কাণ্ড!

লছমী। ডাকাতে কোনও সন্ধান হ'ল না?

ভিখারী। হ্যাঁ—হয়েছিল। আর আমি জানতুম—এ ডাকাতি একদিন হবেই।

লীলা। জেনেও কোন উপায় করনি কেন?

ভিখারী। জমিদারের সঙ্গে আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি পেরে উঠবো কেন? আমার দুটি বিধবা মেয়েকে চুরি ক'র্তে তিনি নিজের একদিন রাতে লোকজন সঙ্গে করে এসেছিলেন। আমরা বাপবেটাতে মিলে তার লোকজনদের খুব গ্রহণ দিয়ে বিদায় করেছিলুম,—এই আমার

অপরাধ। আর মহা অপরাধ এই যে,—আমি জমিদার মশায়ের কাণ  
মলে ছেড়ে দিইছিলুম।

গণ্ডুছমী। পুলিশে থবর দিলেনা কেন ?

ভিখারী। আর মা—সে কথা থাক্। তদন্তের সময় আমি জমিদারের  
নাম করেছিলুম বলে, জমিদার মশাই আমার নামে মানহানির নালিশ  
করে আমাকে ছনাস জেল খাটিয়ে ছেড়েছেন। জেল থেকে ফিরে  
এসে ভিখারী সেজে দেশবিদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি !

লীলা। এতে তোমার সর্বনাশের প্রতিশোধ কি হ'চ্ছে বাচ্চা ?

ভিখারী। কিছুনা। ও আমার একটা খেয়াল। ঘুরতে ঘুরতে  
তোমাদের এখানে এসে পড়ে দেখি, তোমরা একটা বড় কাজ নিয়ে  
উঠে পড়ে লেগেছ। আমার কাজকর্মতো কিছু নেই। কি করি,  
তোমাদেরই একটু কাজ করি। মা ! ভদ্রলোকের মেয়েদের আর কিছু  
ক'র্তে পার আর না পার,—অন্ততঃ এই শিফাটুকু তাদের দাও মা,—  
তারা যেন দেশের এই অবস্থায় নিজেরা আত্মরক্ষা ক'র্তে পারে।  
নারীনির্যাতন হ'তে নারীকে রক্ষা করবার শক্তি পুরুষের সব সময়  
হয়তো থাকেনা,—এবার আর পুরুষের মুখের দিকে না চেয়ে নারীরা  
নিজের রক্ষার ভার যেন নিজেরাই নেয়।

( শেষের দিকে ভিখারীর স্বর দৃপ্ত হইয়া আসিল )

ভিখারী।

গীত

কালে আমার সব গেছেছে

স্তম্ভ আমার গেছে কলে।

মায়ায় আলো যা জ্বালা ছিল—

একটা ফুঁয়ে নিভিয়ে দিলে ॥

ঘোর আঁধারে কেঁদে ফিরি—

শুশ্রূষা হেরি ত্রিসংসার,

( কই ) আমার ছেলে—আমার মেয়ে,—

( ওগো ) কেউ কোথাও যে নেই আমার !

( তখন ) কে এসে কয় কারণ কাণে,—

“কে বা নেই তোর বল এখানে ?

“ঐ—চেয়ে দেখুও দেশের পানে,—

দেশের সব তোর মেয়েছেলে ॥”

[ প্রস্থান ।

লছমী । শুনলে লীলা ?

লীলা । আমি অনেকদিন শুনিছি—কাগজেও প্রতাহ পড়ছি । তুমি শোনো,—তুমি নারীনির্যাতনের সংবাদটা মন দিয়ে এবার থেকে পোড়ো ; নারীশিল্পসম্মেলনের আর একটা ডিপার্টমেন্ট খোলবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবে !

( ভূতা আসিয়া কয়েকপানি চিঠি টেবিলের উপর রাখিয়া গেল )

লছমী । এই আবার এক তাড়া চিঠি এলো ! নাও—পড়ো,—এর জবাব

। আজ লিখতে বোসোনা—দোহাই ! তাহ'লে বেড়ানো হবেনা !

লীলা । নাঃ—শুধু চোখ বুলিয়ে নোবো । ( পত্র পড়িয়া ) এঁ্যা—

সেকি ? সেকি ? দিদি— ( দোফায় বসিয়া পড়িল )

লছমী । কি—কি—কি খবর লীলা ?

( তাড়াহাড়াই কাছে গিয়া চিঠি দেখিতে লাগিল )

লীলা । এই পড়ো । কানাই বাবুকে পুত্ৰিসে ধরে নিয়ে গেছে ।

লছমী। কে নিখেছে? “অমিয়বালা”! কে ইনি লীলা?

লীলা। আমার বাল্যসখী! কানাইবাবুর জ্ঞাতিভগ্নী! হুগলীতে শ্বশুর-  
বাড়ী।

লছমী। “কানাইদাদা গ্রামের জমিদারের চক্রান্তে গুণ্ডাদের আশ্রয়-  
দাতা বলিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছেন। শুনিলাম, তাঁহাকে হাজতে রাখা  
হইয়াছে।” কি—ব্যাপার কি?

লীলা। সমস্তই লেখা আছে,—পড়না দিদি! আচ্ছা—আমাকে দাও!

লছমী। না—না—আমি পড়ছি—তুমি বড্ড nervous হয়ে পড়েছ!

লীলা। Nervous আমি হইনি,—আমি পড়ছি—দাও (পত্র লইয়া পাঠ)।

“তোমার কাকা মহাশয় এবারও electionএ দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁর  
বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার জন্ত গুণধর বাঁড়ুয্যে—যাকে আমরা “গুণদা”  
বলিতাম, সেই গুণদার এবং অত্যাচার গ্রামবাসীদের সাহায্য লইয়া  
কানাইদাদা Vote Canvass করিতেছিলেন। নন্দকিশোর, গুণদার  
পিস্তুলতো ভাই,—তোমার কাকামশাইয়ের মোসাহেব,—ভীষণ ষড়যন্ত্র  
করিয়া গুণদাকে গুণ্ডা বলিয়া গ্রামছাড়া করিয়াছে এবং কানাইদাকে  
তাহাদের দলের পাণ্ডা বলিয়া গ্রেপ্তার করাইয়া দিয়াছে। বিচারে  
কানাইদাদার কি হইবে—তাহা ঈশ্বরই জানেন।”

লছমী। রোসো—এক কাজ করা যাক! আমার ভাই গঙ্গাজীকে  
দোকানে একবার টেলিফোন করি। সে এই সব নতুন নতুন গ্রেপ্তারের  
খবর খুব রাখে। তার ওপোর,—একটা ছোকরা, তরুণবাবুর দেশের  
লোক,—ওর দোকানে কাজ করে,—সে নিশ্চয়ই এ খবর জানে।

লীলা। তাই নাকি? তা এ কথাতো আমায় বলনি—

লছমী। এ কথাটা আমার মনে পড়েনি লীলা,—এখন মনে পড়ল!

দাঁড়াও । [ তাড়াতাড়ি টেলিফোন লইয়া ] Hallo—Burra-bazar ‡ ‡ ‡ ! কে ? গঙ্গাজি ? হ্যাঁ ! আমি.....তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি !.....তোমার দোকানে সেই যে তরুণ চৌধুরী মশাইয়ের দেশের লোক কাজ করে.....হ্যাঁ—হ্যাঁ..... যুগলবাবু.....হ্যাঁ—হ্যাঁ—কানাইবাবুর কথা.....গ্রেপ্তার হয়েছেন ? .....আমরা শুন্‌লুম.....তোমার লীলাদিদির এক বন্ধু চিঠি লিখেছে.....হ্যাঁ.....লীলাদিদি শুনেছে বই কি ?.....কানাইবাবু হাজতে আছেন ?.....পোরণ্ড বিচারের দিন ?.....ও...আচ্ছা ! .....আমরা এখনি বেড়াতে বেরুব । .....হ্যাঁ.....তোমার দোকানের দিকে যাব .....আচ্ছা !—

লীলা । চল দিদি—আর মাজমজা করে কাজ নেই !

লছমী । অত তাড়া করে লাভ কি ? অন্ততঃ একটু কিছু মুখে দিয়ে—

লীলা । চল—

[ উভয়ের প্রস্থান ।

## তৃতীয় দৃশ্য

হারিসন্‌ রোড্‌ ।

( মহিলাগণের প্রবেশ ও গীত )

(ওগো) ভারতমাতার ছেলে,—তারা এই দেশেরি ছেলে !

এমন তো আর নেইকো কোথাও যেমন হেথায় মেলে ॥

গুরুভক্তি শক্তি যাদের ধর্মময় প্রাণ,

মুখের অন্ন অকাতরে পরকে করে দান ;



সত্য পরমার্থ যাদের শৈশবেতে শিক্ষা,

ভাণ্ডার ঐশ্বর্যে ভরা তবু যাচে ভিক্ষা।

মাকে যারা চেনেনাকো গুয়ে মায়ের কোলে,

ভারতমাতার ছেলে,—তারা এই দেশেরি ছেলে ॥

বিদ্যাবুদ্ধি মেধায় যারা সকল জাতির শ্রেষ্ঠ,

মনে কিন্তু দুর্বলতা—হোক্ দেহ বলিষ্ঠ ;

সকল কাজেই শক্তি ধরে—চায়না কিছু ক'র্তে,

নীরব নিথর হোয়ে পারে \* \* \* ;

\* \* \* সময়গো অবহেলে,

ভারতমাতার ছেলে, তারা এই দেশেরি ছেলে ॥

একটী কথায় ত্যাগ কোরে যায় ঐশ্বর্য বিলাস;

সাধ কোরে যে বরণ করে দুঃখ বারোমাস ;

\* \* \* মুখে মলিন হাসি,

\* \* \* বলে—‘দেশকে ভালবাসি’ !

\* \* \* যার, আর কোথাও না মেলে,—

ভারতমাতার ছেলে, তারা এই দেশেরি ছেলে।

[ প্রস্থান। ]

( ভণ্ডুলের হাত ধরিয়া গুণধরের প্রবেশ )

গুণ্। উঃ—ক'লকেতার সহরে এত লোকের ভীড় ? এখানে কি রোজই

হাট বসে নাকি ভণ্ডুলে ?

ভণ্ডুলে। শনিবার—শনিবার হাট বসে ! রোজ বসবে কেন ?

গুণ্। তা আজ তো সোমবার রে !

ভণ্ডুল। ক'লকেতায় রোজই শনিবার—তা জান গুণদা ?

গুণ্। হ্যাঁ দেখ্ ভণ্ডুলে—আমরা কিন্তু গাঁ থেকে খুব চলে এইছি !



তৃতীয় অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য  
 “জগদর” (শ্রী মহীন্দ্র চৌধুরী)

ও

“ভগ্নল” (শ্রীমতী বেণুবালা “সুখ”)

“—যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে—তাতে আর গাঁয়ে বান করা চলে না—”

[ ১১৯ পৃষ্ঠা ]



কি বলিস্? আর যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে,—তাতে আর গায়ে বাস করা চলে না!

ভগ্নল। তাতে চলেই না! আমি তোমাকে তো কতদিন বলেছি,—

গোকুলো—শিবু—বিশু—সব বেটাছেলেরাই বদমায়েস্—

গুণ। না—না—ভগ্নলে—তাদের গাল দিস্নি! হাজার হোক, তারা আমার ভাই হয়। তারা যত বদমায়েস্ হোক,—যত বেইমান হোক,—যত আমার কুছোই করুক, তবু তাদের ছেড়ে চলে এসেছি,—আমার প্রাণটার ভেতোর কি যে হ'চ্ছে—তুই বুঝতে পাচ্ছিস্?

ভগ্নল। পাচ্ছি না? নিশ্চয়ই পাচ্ছি।

গুণ। পাচ্ছিস্—পাচ্ছিস্? কি করে পাচ্ছিস্ ভগ্নলে? তুই যে বড্ড ছেলেমানুষ রে! আমার বুকের ভেতর কি রকম ক'চ্ছে—তুই কেমন করে বুঝবি?

ভগ্নল। তোমার বুকের ভেতরটা গুন্ গুন্ ক'চ্ছে—ধড় ধড় ক'চ্ছে—ফড় ফড় ক'চ্ছে! কেমন—ক'চ্ছে না?

গুণ। তা ক'চ্ছে—তা ক'চ্ছে! কিন্তু তুই জানলি কি ক'রে?

ভগ্নল। আরে—তুমি তো সমস্ত পথটা আমার বুকে করে নিয়ে এসেছ! আমি তোমার কাঁধে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে এসেছি,—কাজেই তোমার প্রাণে যা হয়েছে—কাণ দিয়ে সব শুনতে পেয়েছি। ওঃ—তুনি তো খুব কাঁদতে পারো গুণদা!

গুণ। সে কিরে? আমার কখন কাঁদতে দেখলি?

ভগ্নল। নারায়ণপুর গাঁ থেকে বেরিয়ে সেই যে ফৌন্স্ ফৌন্স্ করে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে আর চোখ মুছতে মুছতে এয়েছ,—সে তো

কারার চোদ্দপুরুষ ! হ্যাঁ—ভাল কথা। গুণ্‌দা ! সুনী দিদি যদি ক'ল্‌কেতায় এসে থাকে,—একবার খুঁজে দেখি চলনা !

গুণ । না না—তার আর খোঁজ করে কাজ নেই ! সে যেখানে গেছে, সেইখানেই ভাল থাকুক ! আবার দেখাশুনো হ'লে, ক'ল্‌কেতার লোকে যদি বদনাম করে ?

ভগ্ন । ক'ল্‌কেতার লোকেরাও পাড়াগাঁয়ের মত বদমায়েস নাকি ?

গুণ । ও বদমায়েস্‌ যে হবে—সে পাড়াগাঁয়ে থাকলেও হবে—ক'ল্‌কেতায় থাকলেও হবে। যাক্ ওসব কথা ! এখানে পুলিশের কোন ভয় নেই,—কি বলিস্ ? এখানে আমাদের কেউ চিন্তে পার্কেনা ! কি বলিস্ ভগ্নে ?

ভগ্ন । রাম বল ! এ ক'ল্‌কেতার সহরে কি পুলিশ দারোগা থাকে ? আর এই এত ভীড়ের জ্যাগায় বাপ ছেলেকে চেনে না, ছেলেও বাপকে চেনে না ! আর চিনলেও কেউ কারোর সঙ্গে কথাটা কইবে না ।

গুণ । ভগ্নে ! ওখানে সব গাদাগাদি করে কতকগুলো লোক কি দেখছে বল্ দিকি ?

ভগ্ন । চলনা—এগিয়ে দেখিগে—কি হ'চ্ছে—

গুণ । বড্ড ভীড় যে রে উদিকে !

ভগ্ন । বেশী ভীড় যেখানে হবে—সেখানে এই হেতিয়ার ফুটিয়ে পথ করে নোবো ! তুনি ভাব্‌ছ কেন ?

[ উভয়ের প্রস্থান ।

( লীলা ও লছমীর প্রবেশ )

লীলা । এরই মধ্যে ইংরিজি বাংলা সমস্ত কাগজে বেরিয়ে গেছে !

লছমী। তাইতো দেখছি ! কতকগুলো কাগজ কিন্লে কেন মিছি-  
মিছি ?

লীলা। দেখছিলুম—কোন কাগজে বেশী লিখেছে। আরও বেশী খবরটা  
শোনবার জন্ত যে ব্যাকুল হয়েছি দিদি !

লছমী। সেই জন্তেইতো বলছিলুম,—মান অভিমান ত্যাগ করে  
গঙ্গাজীকে নিয়ে ছইবোনে নারায়ণপুরে গেলেই হোতো !

লীলা। গঙ্গাজী খুব চালাক চতুর,—ও সঠিক খবর চালাকি করে নিয়ে  
আসবে এখন। আমরা গেলে গ্রামে আবার একটা নতুন রকমের  
হৈ চৈ বেঁধে যাবে দিদি ! এ সময় সেটা বড় সুবিধেজনক নয়।  
কাগজে লিখে—পরশুদিন তাঁর বিচার হবে। দেখা যাক,—  
তেমন সুবিধে বুঝি—সেই দিন না হয় সকাল বেলা যাওয়া যাবে।

লছমী। আমার মতে বিচারের দিন তোমার না যাওয়াই ভাল।

লীলা। কেন ? যদি জেল হয়—তা দেখতে আমার কষ্ট হবে  
মনে ক'চ্ছ ? ভুলেও তা ভেবোনা দিদি—ভুলেও তা মনে কোরোনা।

লছমী। সে কি বোন্ ? কানাইলালের যদি জেল হয় তুমি তা গ্রাণ ধরে  
দেখতে পার্কে ?

লীলা। নিশ্চয়ই পার্কে। পার্ভুম না,—যদি কানাইলাল চুরিজুচুরী  
ক'রে—কি কা'কেও খুনজখম'করে—কি কোনও একটা পাপ কাজ  
ক'রে শাস্তি ভোগ ক'র্ভ !

লছমী। যাই হোক—আমার ইচ্ছে,—শুধু ইচ্ছে নয়—আমার অনুরোধ,  
তরুণ বাবুর সঙ্গে একবার তুমি দেখা কর। তোমার যদি কোন  
বাধা থাকে,—তাহ'লে আমাকে হুকুম দাও,—আমি একবার গিয়ে

তাঁকে জিজ্ঞাসা করি,—তাঁর মতন অমন একজন অভিভাবক থাকতে কানাইলাল অকারণ জেলে যাবে ?

শীলা । এ যুক্তিটা মন্দ নয় । চলো—বাড়ী গিয়ে এ সম্বন্ধে একটা পরামর্শ করি । তরুণ বাবুর বাড়ীর ঠিকানাটা জানতো দিদি ?

লহমী । ওহো—বড্ড ভুল হয়েছে । গঙ্গাজী দোকান বন্ধ করে নারায়ণপুর চলে গেল,—তার কর্মচারী সেই যুগল বাবু,—তিনি নিশ্চয় তরুণ বাবুর ঠিকানা জানেন ;—তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'লেই জানতে পারা যাবে ।

শীলা । যুগল বাবুর বাসা জানো ?

লহমী । পাথুরেঘাটা,—কত নম্বর জানিনা,—বাড়ীটা চিনি ।

শীলা । চলনা,—বেড়াতে বেড়াতে একবার যুগল বাবুর বাসার দিকে যাই ।

লহমী । হতভাগা গঙ্গারামের জ্ঞাত অকষ্টবন্ধে পড়িছি বোন !

শীলা । সে আস্তে আস্তে কোথায় গেল বল দিকি দিদি ?

লহমী । এই সামনের দোকানে তার বড় ভাই কাজ করে,—তার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে গেছে । আমায় বল্লে,—“একটু এগিয়ে দাঁড়ান আপনারা—আমি এখুনি যাচ্ছি ।”

শীলা । ঐ দোকানটা একবার হয়েই যাই—যদি সেখানে থাকে !

লহমী । তাই চল ।

[ শীলা ও লহমীর প্রস্থান ।

( একটু দূরে রহমান ও নন্দকিশোরের প্রবেশ )

রহমান । দশ হাজার টাকা হামি লেবে,—তার কমে এ কাজে হামি হাত দেবেনা ।

নন্দ । বড্ড বেশী—Too much ! Ten thousand Rupees—বহৎ  
বহৎ যান্তি হোতা হয় !

রহ । নেহি বাবু—হাম্‌সে নেহি হোগা । এ বড়া খুঁকির কাম আছে ।  
পুলিশে জানতে পারলে—সব পুলিশপোলাও ঠেলবে ।

নন্দ । আচ্ছা,—জমিয়ার বাবুকে ব'লে ক'য়ে—দশ হাজার টাকাই  
দেবো । All right ! কিন্তু my commission ? ইস্‌মে হামার  
দস্তরী কেয়া মিলেগা ভাই ?

রহ । পাঁচশো রুপেয়া !

নন্দ । Oh my God ! only 5 p. c. ? খালি শতকরা পাঁচ  
রুপেয়া ? Ten per centও নয় ? শতকরা দশ রুপেয়া  
দেও ভাই !

রহ । হাজার টাকা তোমাকে দিলে হামার কি করে চ'লবে নন্দবাবু ?  
কো'কনের কাজে হামার কত টাকা খরচা কর্তে হয় তা জান ? আজ  
কাল রাতায় তো সাকরেদুর্গা কিছুই রোজগার কর্তে পারেনা !

নন্দ । Very well ! তোমারা যো খুঁসী হোগা—ওহি হাম্‌কো দেও ।  
তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ আন্‌মায় করাতে হবে ।

রহ । আমি আগাম পাঁচ হাজার টাকা লেবো । কাজ ফিনিশ্‌ হোলে  
সেই রাতে বাকী পাঁচ হাজার লেবো !

নন্দ । জরুর—certainly !

রহ । ও আওরাং কি কলকতায় এসেছে ?

নন্দ । এসেছে—আলবৎ এসেছে—আমি একটু একটু তার সন্ধান পায়  
হায় । আমি কালকের মধ্যেই তার বাসার সন্ধান করে দিচ্ছি !  
Rest assured—



রহ। আমাকে কি করতে হবে বলে দিও। আমি ঠিক সে কাজ হাসিল  
কোরে দেবো !

নন্দ। শোনো বলি—

( এক পাশে দাঁড়াইয়া হাত মুখ নাড়িয়া রহমানের সহিত কথা কহিতে লাগিল )

( লহমী ও লীলার পুনঃ প্রবেশ )

লছমী। দোকানে ত হতভাগা নেই ! এখানে আস্তে বলেছিলুম,—

এখানেও নেই ! কোথায় গেল গঙ্গারাম ?

লীলা। ( জনান্তিকে ) দিদি—দিদি ! এই সাহেবী পোষাক পরা  
লোকটীকে বোধ হয় আমি চিন্তে পেরেছি—

লছমী। ওকি Eurasian ? কিরিদ্দি নাকি ?

লীলা। না—না—নারায়ণপুরের বাঁড়ুয়াদের বাড়ীর ভাগে ! ওর নাম  
নন্দকিশোর বাবু ! আমরা নন্দা বলে ডাকতুম ! ওরই বড়বন্ধে  
কানাইলাল গ্রেপ্তার হয়েছেন !

লছমী। তাই নাকি ? তবেত বেশ সুবিধেই হয়েছে ! ওর দ্বারা ঢের  
কাজ হবে ! ঠিক চেনো তো ?

লীলা। হ্যাঁ—চিনি বই কি ? আমাদের বাড়ীতে কাকামশায়ের কাছে  
দিনরাত পড়ে থাকতো ! ( একটু অগ্রসর হইয়া ) নন্দকিশোর  
বাবু !

নন্দ। ( লীলাময়ীর দিকে চাহিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ) By Jove !  
একেবারেই শিকার সামনে ! ( রহমানকে জনান্তিকে তাড়াতাড়ি )  
রহমান ! শীগ্গির হিঁয়াসে ভাগো ! ঐ চৌমাথায় গিয়ে দাঁড়াও—  
( রহমানের প্রস্থান ) । এখন ছুঁড়ীকে চেনা দেওয়া হবেনা !

লীলা। আপনি কি নন্দকিশোর চাটুয্যে মশাই? নারায়ণপুরের—

নন্দ। (হঠাৎ বিকৃত মুখে দন্ত বাহির করিয়া খোঁড়ার মত চলিতে

চলিতে) আপন হামাকে কেয়া বলতেছেন? সেলাম—Good evening—Memsahib!

লীলা। এঁয়া—কি রকম হ'ল দিদি?

লছমী। দূর থেকে দেখলুম, বেশ দাড়িয়ে কথা কইছিল তো?

নন্দ। (পূর্ববৎ) হান্‌কো কুছ বল্নেকো আছে মেম সাব?

লছমী। আপনার নাম জানতে পারি?

নন্দ। Oh—my name? হামারা নাম? অঃ—হামারা নাম গোমেস্ ফজল্ করিম্ সাহেব! Number 47B টিরেটা বাজার! স্ট্রটকী মছলির দোকান আছে হামারা! আব্‌লোক চলিয়ে memsaheb—খুব cheapএ—সত্‌তামে দেবে।

লছমী। দুর্গা—দুর্গা! চল লীলা—যাই! আর যাকে তাকে রাত্তায় চেনা লোক বলে কথা কইতে যেওনা!

নন্দ। Oh my good luck! রায় বাহাদুর—হেঁ হেঁ বাবা,—এইবার cash দশ হাজার nonKaiserকে দিতে হবে বাবা!

[ প্রস্থান।

লীলা। তাই তো—কি রকম হ'ল? এমন ভুল করে ফেল্লুম?

লছমী। ঐ যে গঙ্গারাম হতভাগা আসছে!

(গঙ্গারামের প্রবেশ)

লছমী। কিরে গঙ্গারাম? এত দেরী ক'লি কেন?

গঙ্গা। ইয়া—মোটরগাড়ী চাপা—

লীলা । মোটর চাপা পড়িছিলি নাকি ?

গঙ্গা । এঁ্যা—

লছমী । সে কি ? মোটর চাপা পড়েছিলি কি বল ?

গঙ্গা । চাপা পড়িনি ! মোটর-গাড়ী-চাপা বাবুদের দেখছিলাম !

লীলা । সর্ব্বরক্ষে !

লছমী । দেখ—এই নে—একশো টাকা ! সেই দোকান থেকে—যেখানে  
আমরা খদ্দেরের কাপড়চোপড় কিনে রেখেছি—

গঙ্গা । এঁ্যা—

লছমী । হাঁ করে চেয়ে রইলি যে ? মনে নেই,—আমাদের সঙ্গে সেই যে  
দোকানে কাপড় কিন্তে গেছলি ?

গঙ্গা । সে তো পৌটলা বেঁধে রেখেছে ! নিয়ে আসি—

লীলা । এই একশো টাকা তাকে দিয়ে কাপড়চোপড় গুলো নিয়ে একখানা  
রিক্শা চেপে বাড়ী চলে যা । আমরা একটু বেড়িয়ে যাব ।

গঙ্গা । এঁ্যা—

লীলা । না দিদি—চল, আমরা টাকা দিয়ে কাপড়গুলো নিয়ে বাড়ী  
যাই । ও পার্কে না !

গঙ্গা । আরে—যাওনা কেন—তোমরা কোন দিকে যাবে ! আমি তেলক-  
রামের দোকানে টাকা দিয়ে কাপড় নিয়ে বাড়ী চলে যাচ্ছি !

লছমী । দেখলে বোন্—ও ত্রাকা সেজে থাকে,—আসলে কিন্তু ত্রাকা  
হাবা নয় । কাজে কন্ঠে—যাকে বলে—“ঘুগ” ! এই নে,—দশ  
টাকার দশখানা নোট ! গুণে নে—

গঙ্গা । হ্যা—নিই !

লীলা । হাঁ করে উদিকে দেখছিষ্ কি ? গোণ !

গঙ্গা। হ্যা—একটু বাদে শুণ্ছি—

লহমী। গঙ্গারাম ! আমরা তাহ'লে চলুম !

[ লহমী ও লীলার প্রস্থান ]

গঙ্গা। হু—শালা কাক—মাথায় কি নোংরা ফেন্সে !

( পখিকগণের প্রবেশ )

১ম-প। ( গঙ্গারামকে লক্ষ্য করিয়া ) লোকটা আকাশের দিকে কি দেখ্ছে বল দিকি ?

২য়-প। বোধ হয় এরোপ্লেন যাচ্ছে !

৩য়-প। না-না—ঐ একটা সাদাপানা কি উঠেছে !

৪র্থ-প। কই বল দিকি ?

৫ম-প। আরে ঐ যে—খুব মিটমিট কচ্ছে !

৬ষ্ঠ-প। ওটা বোধ হয় শিকরী বাজ।

( অপর একদল পখিকের প্রবেশ )

২য়-দল। কি মশাই আকাশে ?

১ম দল। কি জানি মশাই—কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি না !

২য়-দল। জানেন না—অথচ হাঁ করে দেখছেন ?

১ম-দল। আপনারাও দেখছেন—আমরাও দেখ্ছি ! কি জিনিস তা জানবার দরকার কি ?

( ক্রমে খুব ভীড় জমিয়া গেল, সকলেই আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল )

( ভণ্ডুল ও গুণধরের প্রবেশ )

গুণ। ভণ্ডুলে—এ দিকেও বেজায় ভীড় ! কি ব্যাপার বল দিকি ?

ভগ্নল। চলনা—মজাটা দেখা যাক !

[এমন সময়ে একজন গাটকাটা গঙ্গারামের হাত হইতে টাকা ছিনাইয়া  
লইল। গুণধর তাহা দেখিয়া ক্ষিপ্ৰহস্তে সেই গাটকাটার  
হাত হইতে টাকা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে এক  
চপেটাঘাত]

গুণ। শালা চোর—

সকলে। চোর চোর—গুণ্ডা গুণ্ডা—পুলিস—খুন ক'লে—গুণ্ডা গুণ্ডা—

গুণ। ওরে বাবা পুলিস আসে যে ভগ্নলে—

( গুণধর পলায়ন করিল ও তৎপশ্চাৎ সকলে “চোর চোর” “গুণ্ডা গুণ্ডা”  
বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল )

( পাহারাওয়ালার প্রবেশ )

পাহা। এই—তোম্ কোন্ হায় ?

ভগ্নল। ( কান্নার সুরে ) হাম্ ভগ্নলে হায় !

পাহা। হিঁয়া পিকাটা করতা ?

ভগ্নল। পিকাটা করতা নেই,—ছেল্‌কপাটা খেলা দেখ্‌তা ! আমার  
গুণদাকে খুঁজতা !

পাহা। গুণ্ডা গুণ্ডা ? কাঁহা গুণ্ডা—বোলো ?

( দুইজন পথিকের প্রবেশ )

১ম প। আর কাঁহা গুণ্ডা ? ও সবাইকে ধাক্কা অক্কা দেকে ছটো চারটে  
রদা ঘুঁসো ঝাড়্‌কে এতক্ষণ লম্বা দিয়া হ্যায় ! তোম্ এতক্ষণ কাঁহা  
ছিলে হ্যায় ?

পাহা। হাম্ খাঁহা রহে—তোমারা বাবাকো কেয়া রে শালা ? এ  
জুড়িদার হো—এ জুড়িদার ? জলদি আও—হিঁয়া বহৎ জোর  
পিকাটী হোতা হায়—

[ পাহারাওয়ালার প্রস্থান।

২য় প। আজকালের দিনে এই কলকেতায়—কেন পাহারাওয়ার সঙ্গে  
চালাকী ক'র্ত্তে গেলি ? মোলায়েম গাল দিয়ে চলে গেল তো !

১ম প। ওরে,—বেবুগের গালাগাল আর পাহারাওয়ার গালাগাল খেলে  
প্রমাই বাড়ে,—তা জানিস ? তুই চলে আয়।

২য় প। মিছিমিছি ঐ শালা পাগ্লার জন্তে এখানে দাঁড়ানো গেল !

১ম প। সহরের লোক গুলোকে বলিহারী ! একটা কিছু ছুঁগ পেলেই  
হয়।

[ পথিকবর্গের প্রস্থান।

ভণ্ডুল। তোমার টাকা কেড়ে নিয়েছে ?

গঙ্গা। টাকা ? এঁয়া—এঁয়া—

ভণ্ডুল। অমন কোরে এক রাশ্ টাকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলে  
কেন ?

গঙ্গা। দাঁড়িয়েছিলুম—এঁয়া—

ভণ্ডুল। তোমার টাকা পাবে ! চোর বাটা যেই কেড়ে নিয়েছে—আর  
গুণ্দ্দা অম্নি তার হাত থেকে এক চড় মেরে টাকাগুলো সব  
কেড়ে নিয়েছে ! এস,—গুণ্দ্দাকে খুঁজে তোমার টাকা দিই !

আ মন্, দাঁত বার করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? সং নাকি ?

গঙ্গা। এঁয়া—

তৃতীয় অঙ্ক ]

দেশের ডাক

[ দ্বিতীয় দৃশ্য

ভগ্নল। তোমার টাকা নেবে চল ! টাকা—টাকা—টাকা—

গঙ্গা। হ্যাঁ—টাকা ! নিয়ে গেছে—

ভগ্নল। কে নিয়েছে জান ?

গঙ্গা। চোরে !

ভগ্নল। চোরে নিতে পারেনি ! আমার গুণ্দের কাছে আছে !

গঙ্গা। গুণ্দের ? এঁরা—

( ভীত হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল )

ভগ্নল। চালা—টাকা দিচ্ছি ! একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি,—গুণ্দের  
কোথায় গেল !

গঙ্গা। না।

ভগ্নল। না কি ?

গঙ্গা। গুণ্দের !

ভগ্নল। আ মন্‌ ন্যাকা—তোমার টাকা তুই নিবি নে। তো কি আমরা  
তোমার বাড়ীতে পৌঁছে দিতে যাব ?

গঙ্গা। মারবে।

ভগ্নল। তোমার পিণ্ডি চটকাবে ! সহজে না যাও—ওষুধ দিতে দিতে  
নিয়ে যাই চল—

[ গঙ্গারামকে আলপিন ফুটাইতে ফুটাইতে টানিয়া লইয়া ভগ্নলের প্রস্থান ]

## তৃতীয় দৃশ্য

খলিকার আড্ডাবাড়ী ।

( খলিকা ও গুণধরের প্রবেশ )

খলিকা । আপনার কিছু ভাবনা নেই । এ আমার সত্যপীরের দরগা !  
এখানে পুলিশ উলিশ কেউ আসবেনা,—আপনি স্বচ্ছন্দে এখানে দিন  
গুজরান্ করুন ।

গুণ । তুমি বড় ভাল লোক, তোমার জন্তে আজ ভারী বেঁচে গেছি !  
নইলে, নিশ্চয়ই পুলিশের হাতে প'ড়তুম ! সে চোর ছটো কোথায়  
গেল ?

খলিকা । আরে—না—না—না ! তা'রা চোর নয়—চোর নয়, তুমি ভুল  
ব'লছ,—তা'রা সত্যপীরের চ্যালা !

গুণ । আরে—কি ব'লহ বাবা তুমি ? সেই ভীড়ের ভিতর—যে  
লোকটা একজনের হাত থেকে এই নোটের তাড়া ছিনিয়ে নিয়েছিল,  
সেই তো চোর । আমি দেখতে পেয়ে চোরের হাত থেকে ঐ টাকা  
কেড়ে নিতেই তো এই ফ্যাসাদ !

খলিকা । আরে না—না—না—তা'রা তো ছিনিয়ে লেয়নি ! ঐ টাকা  
হল ঠাকুর সত্যপীরের পূজোর টাকা । একটা চোর এখান থেকে  
লিয়ে পালিয়েছিল,—অনেক সন্ধান করে করে আজ সেই চোরকে  
দেখতে পেয়ে—তার কাছে থেকে ঐ টাকা লিয়ে আসছিল ! তুমি  
ঝুট্ট মুট্ট সাধুলোকদের চোর মনে করে দাঙ্গা করলে,—আর যে  
আসল ছবমন, তাকে ছেড়ে দিলে !



গুণ। বটে ? তাই নাকি ? যারা টাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল—তারা চোর নয় ? বাবা সত্যনারাণের চ্যালা ?

খলিফা। তবে কি ?

গুণ। যে ব্যাটা টাকা হাতে করে হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল, সে ব্যাটাই তাহ'লে আসল চোর ?

খলিফা। তবে কি ?

গুণ। এ টাকা বাবা সত্যনারাণের ?

খলিফা। তবে কি ?

গুণ। সত্যনারাণের চ্যালাদের গায়ে তো খুব জোর ? আমার সঙ্গে অতক্ষণ কোতাকুন্তি ক'ল্লে ? তুমি না এলে—আমাকে তো হারিয়ে দিয়েছিল !  
খলিফা। তা'রা হ'ল আসল সত্যপীরের চ্যালা—তাদের জোর কেতো ?  
লেকিন্ তুমি ভি খুব লড়নেওয়াল। তোমাকে আমি ঐ রকম সত্য-পীরের চ্যালা বানিয়ে দেবো।

গুণ। তাই দাও বাবা—তাই দাও। কিন্তু এখানে পুলিশ আসবে না তো বাবা ?

খলিফা। না—না—এখানে সত্যপীরের পূজার বাড়ী,—এখানে পুলিশের কি কাম আছে ? তোমার বাড়ী উড়ি কোথা ?

গুণ। আমার বাড়ীও নেই—উড়িও নেই। আমি এখন আকাশের কাটা ঘুড়ীর মতন ভেসে বেড়াচ্ছি ! একটা নেজুড় ছিল, সেটী ফুস করে খ'সে গেছে। সেটীকে এনে দিতে পার বাবা ?

খলিফা। কা'কে এনে দেবো ?

গুণ। আমার সঙ্গে একটী বাচ্ছা ছেলে ছিল,—তার নাম ভণ্ডুলে। সে আবার আমার ছোট ভাই হয় !

খলিফা। তোমার ভাই? কত উমের?

গুণ। উমেশ নয় বাবা,—তার নাম ভণ্ডুল!

খলিফা। কত বয়েস আছে?

গুণ। বয়েস তার একটা আছে। তা—সে দশই হবে—কি আঠারো হবে—কি আমার মতন ছত্রিশ হবে। ঐ রকম যা হোক বয়েস তার একটা আছে।

খলিফা। কি রকম চেহারা ব'লতে পার?

গুণ। চেহারা এই তোমার আমার মত। হাত, পা, মুখ, চোখ, কাণ, যেখানকার যা—বেশ গোছান আছে। হাতে একটা বড় আল্পিন্ আছে,—সেটাকে ছোঁড়া হেতিয়ার বলে। উঃ—বুঝলে বাবা মোম্বা-ঠাকুরজি—এমন হেতিয়ার চালায় যে—একেবারে এফোঁড় ওফোঁড়! কেউ কাড়ে বেসতে পারেনা!

খলিফা। তা হলে নীচু ছেলে নয়—

গুণ। নীচু ছেলে কেন? ভাল সঙ্গোপের ছেলে। ভাবছি, তাকে পুলিশে পুলিশে ধ'লে নাকি?

খলিফা। হ'তে পারে! হেতিয়ার হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরলে পুলিশ ছাড়বে কেন?

গুণ। এঁ্যা—তা—তা—তা—তা হ'লে তা'কে কি করে খালাস কর'বে! এঁ্যা—আমার যে কান্না পাচ্ছে! ওরে—ভণ্ডুলে রে,—ওরে ভাইটী আমার!

খলিফা। আরে চুপ্ চুপ্—এ সত্যপীরের দরগায় কাদলে ঠাকুর ঘোঁসা কর'বে! তুমি ঠাণ্ডা হও! যত টাকা লাগে খরচ করে—আমি তা'কে খালাস করে নিয়ে আসবো।

গুণ। আমি সত্যনারাণের টাকা নেবোনা বাবা। একবার না জেনে অপরাধ করে ফাঁসাদে পড়েছি,—ভণ্ডুকে হারিয়েছি,—আবার সত্য-  
২৮ পীরের টাকা খরচ করাব ?

খলিফা। তা টাকা খরচ না কল্লে—তাকে খালাস করে আনবো কি করে ?

গুণ। আমি টাকা দিছি বাবা ! আমার কাছে কিছু আছে। কত টাকা চাই বল দিকি ?

খলিফা। এই দোশো আড়াইশো রূপেয়া খরচ হবে। বোগাড় কর্তে পাবে ?

গুণ। আছে বাবা—আমার কাছে প্রায় তিনশো টাকা আছে, এই দেখ বাবা। তোমাদের কাছে টাকা রাখো। আর ঐ থেকে খরচ করে ভণ্ডুলকে এনে দাও। ( টাকা প্রদান )

খলিফা। বুচ্ পুরোয়া নেই—বুচ্ পুরোয়া নেই। এইতে তোমার ভাইকে জরুর খালাস করে আনবো। কিন্তু তুমি এ বাড়ী থেকে একদন্ বেরিওনা। আমরা যখন বোদবো তখন ফাঁকে যাবে। আর তোমাকে সব কাজ শিখতে হবে।

গুণ। যা বলবে তাই ক'র বাবা। সত্যনারাণ ঠাকুরের কাজ,—আমি কি না বসতে পারি ?

খলিফা। বহৎ আছা। তুমি কেরামতের কাছে আপনার ঘর দেখে লাও।

গুণ। ভণ্ডুলকে এনে দাও বাবা মোল্লাঠাকুর। হায়—হায়—হৌড় হায়ত কা'কেও হেতিয়ার ফুটিয়ে পুলিশে ধরা পড়েছে !

[ গুণধরের প্রস্থান।

( কেরামতের প্রবেশ )

খলিফা । কেরামত একঠো বাঙ্গালী পালোরান আয়া দেখা ?

কেরামত । হাঁ দেখা ।

খলিফা । উস্কো সাথ দোস্তি করো । বড়ং আচ্ছা লড়নেওনা হয় ।

দেখো—নাহি ভাগে ।

কেরামত । ভাগে না কাঁহা ?

[ উভয়ের প্রস্থান ।

( রহমান ও নন্দলালের প্রবেশ )

নন্দ । I say রহমান ! আবি তুম্ বাও—খলিফাকো হিঁয়া ভেত দেও ।

[ রহমানের প্রস্থান ।

নন্দ । এঁয়া—সতিই নেয়েটা বেঁচে আছে ? Oh my God ! আরে বাপ্পে বাপ্প—এত ভাগে কষ্টে—ভক্তলোকের নেয়েছেলে বাঁচে কি করে ? বেঁটার কি কইনাছের প্রাণ ? উহ্ জরুর মরেগো । আলবৎ মরেগো ।

( খলিফার প্রবেশ ও সেলান )

নন্দ । এই যে খলিফা—তোন্ আয়া হান ? তোনকো সাথ্ most important বাং হায় । গোড়া নিরিবিবিনে চলো—

খলিফা । আইয়ে বাবু সাব্—আইয়ে ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

( দ্রুত দিক দিয়া গুণধরের প্রবেশ )

গুণ । এ কোথায় এসে পড়লুম রে বাবা ? এরা সব বদনামেসে গুণ্ডা বাঁলে মনে হ'চ্ছে । এরা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসেনা ! একবার

ঘরে—একবার উঠানে—একবার ছাদে—খালি দৌড়োদৌড়ি ক'রে বেড়াচ্ছে। এখান থেকে তো পালাতে হবে! তা বাইরে যদি পুলিশের হাতে পড়ি—সেও ভাল! এর চেয়ে—ডাকাতের আড্ডায় থাকার চাইতে জেল খাটা ভাল। এ ঘরে কা'রা ফিস্ ফিস্ করে কথা ক'ইছে না? ( শুনিয়া ) নন্দদার মত গলা না? হ্যাঁ—সেইতো! কি বলে? ( শুনিতে লাগিল ) এঁ্যা—বান্ধালী হিন্দুর মেয়েকে চুরি—

( দরজা খোলার শব্দ পাইয়া গুণধর লুকাইল )

[ নন্দকিশোর ও খলিফার পুনঃ প্রবেশ ]

নন্দ। তা হলে ঐ বাত্ রইল খলিফা সাহেব?

খলিফা। হাঁ বাবু সাব্! আব্ মং ঘাব্ড়াইয়ে, সেলাম।

নন্দ। সেলাম—

[ উভয়ের প্রস্থান। ]

( গুণধর বাহিরে আসিল )

গুণ্দ্দা। এ নিশ্চয়ই কোনো ভদ্রঘরের মেয়েকে চুরি ক'র্কে, তারই মতলব ক'চ্ছে। হঁ—দাঁড়াও—আচ্ছা—দেখচি!

( কেরামত, রহমান ও খলিফার পুনঃ প্রবেশ )

খলিফা। ঠাকুরজি। আজ হামার বড় আমোদ আছে! তুমি আমোদ ক'চ্ছে। না কেন? হিঁয়া কুছ্ ডর নেহি। হরদম্ ফুর্তি করো ভাই—হরদম্ সরাপ পিয়ো—আওরাং লোক মজা করো। হামলোককা সাথ্ দোস্তি করো। তোমারা এইসা মরদকা মাফিক চেহারা,—তোম আচ্ছা লড়নেওয়ানা ভী হ্যায়,—দশ রোজ বাদে তুমি হেথা সর্দার বন্ যানে সেক্তা!

কেরা। হামাদের সাথে থেকে হামাদের কাম শিখো। কাঁচি হাতে করে  
পকেট কাটো—ছোরা দেখিয়ে চসমা ঘড়ি মনিব্যাগ কাড়িয়ে লেও।

গুণ। ও সব ছোট কাজ আমি ক'র্তে পারবনা সর্দার! বড় বড় কাজ

দাও,—কারুর বাড়ী ডাকাতী ক'র্তে বল, কিষা কোন—ভদ্রলোকের  
বাড়ী থেকে কারও—মেয়ে বৌ লুটে নিয়ে আসতে বল,—এখুনি রাজী!

খলিফা। এসব কাম পারবে?

গুণ। আলবৎ। দিয়ে দেখনা!

কেরামৎ। আওরাৎ—মেয়েমানুষ লুটে আনতে পারবে?

গুণ। এখুনি—একা—কু'লের মত উড়িয়ে নিয়ে আসব। কোথায়—চল  
না!

কেরামৎ। পারবে?

গুণ। কাজ দিয়ে দেখনা! মুখে ফাঁকা বাৎ বোল্কে কি হবে?

খলিফা। সবুর! একটো ওহি কাজ হামার হাতে আছে। যদি  
সেকোণে তুম্ ঠাকুরজি, আমি তোম্‌কো হাজার টাকা গণে দিবে!

গুণ। আর যদি না পারি—তাহলে নিজের হাতে আমার গলা কেটে  
ফেল্‌ব! কবে—বলনা—আজই?

খলিফা। না—কাল রাতমে।

•গুণ। আজকে আমাকে বাড়ীটা দেখিয়ে দাওনা!

কেরামৎ। নেহি। কাল রাতমে হামাদের সাথে তোমাকে নিয়ে যাবো।

বড়া ঝুঁকিকা কাম আছে। ঠিক বোলো—সেকোণে?

গুণ। বারবার বোল্তে হাম নেহি পারতা হ্যায়! না পারি আমি  
জ্বলে যাব—ফাঁসী যাব—আমি গলায় দড়ী দিয়ে ম'র্ক!

খলিফা। ব্যস্—ব্যস্—ঠিক হ্যায়—হাতমে হাত দেও (করমর্দন)।

তৃতীয় অঙ্ক ]

দেশের ডাক

[ চতুর্থ দৃশ্য

কেরানং । আজ কুচ খানা উনা সরাপ উরাপ—

গুণ । নাঃ ।

খলিফা । ঠাকুরজিকা যো হিচ্ছা—

[ খলিফা রহমান ও কেরানতের প্রবেশ ।

গুণ । মেরেনাভুষকে লুটবে ? ভদ্রবরের নেয়েছেলে ? দূর তোরা  
পুলিশের ভয়ের নিকুচি করেছে ! ভদ্রলোকের নেয়ের সর্বনাশ  
হবে,—আর গুণধর ! তুমি চোখে দেখে—কানে শুনে ভয়ে জুজুবুড়ীর  
মত লুকিয়ে ঘরের ভেতর বসে থাকবে ? বাঙ্গালীর মেয়ে—হিন্দুর  
মেয়ে—তাকে বে বাচাতেই হবে ! তা যদি তুমি না পার ! তা'হলে  
গুণধর ! তোনার জন্মের ঠিক নেই । তুমি তা'হলে হিন্দু নও—  
বাঙ্গালী নও !

[ প্রস্থান ।

### চতুর্থ দৃশ্য

নারায়ণপুর । জমিদার বাবুর দ্বিতলের বৈঠকখানা ।

( অমৃতচন্দ্র, পরেশচন্দ্র ও কল্লোলিনী )

কল্লো ! কাজটা কি ভাল হল ? দেশের লোক হয়ে,—জমিদার হয়ে,—  
তুচ্ছ কারণে একটা ভদ্রলোকের ছেলের কি সর্বনাশ ক'লে বল  
দিকি ?

অমৃত । তুমি স্ত্রীলোক—স্ত্রীলোকের মত থাকবে ! তুমি এমন ধারা  
মেয়ে-মন্দানী হয়ে আমার সকল কাজে সরফরাজী কর্তে আস কেন  
বল দিকি ?

পরেণ। তা ছাড়া—একটু ভুল ক'ছেন গিল্লীনা! রায়বাহাদুর আনাদের কোনও অজ্ঞার কাজ করেন নি!

কল্লো। তোমাদের মতন ক'জন কোড়ে জুটেইতো এই সব কুপারামর্শ দিয়ে ঠর সফলশ ক'চ্ছ! তুমি সক্ষমঙ্গলার সেবায়েৎ ব্রাহ্মণ সজ্জন মানুষ,—তোমার এরকম রীতচরিত্তির কেন?

অদ্বুত। ওর আবার রীতচরিত্তি কি? আমার ডোড়ে ওকে তেড়ে ধল্লো কেন? যাও—তুমি বাড়ীর ভেতর যাও! যাও বদ্বি! এটা পুরবনানুয়ের বৈঠকখানা,—এখানে স্বীলোকের প্রবেশ নিষেধ—তাজান?

কল্লো। শুদ্ধ ভাষায় বল—এখানে ভদ্রলোকের মেয়ের প্রবেশ নিষেধ! চাড়ালপাড়ার ডুন্নিদের এখানে অব্যাহিত দ্বার! কল্কেতার বাইজিদের এখানে সদ্যব্রত!

অদ্বুত। বলি—তুমি নাকপান থেকে হঠাৎ এতটা খাপ্পা হয়ে উঠলে কেন, আমার বোকাও দিকি! আমি কৌনসুলে ঢুকতে পাচ্ছি না, দেশের লোক সব জোট বেঁধে আমার সঙ্গে শত্রুতা ক'চ্ছে!—ঐ বেটা কানাই—আগাগোড়া আমার সঙ্গে বদনায়েরনী ক'রে আসছে,—কোথায় তাদের ওপর তুমি রাগ ক'রো—কাল কাড়বে,—তা চুলোয় গেল! কি না—কানাইকে ধরে নিয়ে গেছে বলে আমার ওপর যত চোট?

কল্লো। কানাইকে ধরিয়ে দেবার মূল কে? তুমি আর তোমার এইসব অনানুখো নাছোপান্দোরা না?

অদ্বুত। কে বলে? কোন্ চণ্ডাল একথা বলে? আমি কানাইকে ধরিয়ে দিয়েছি?



পরেশ। ছি ছি—অমন কথা বলবেন না—গিন্নিঠাক্করণ! রায়বাহাদুর  
আমাদের একেবারে যাকে বলে “নাটীর মানুষ!”

কল্লো। তা দেখতে পাচ্ছি বইকি! নিছক নাটীর তৈরী! ওপোরে  
চাকোন্ চোকোন্—ভেতরে খাড়! ছি ছি—কানাইলালের যদি  
জেল হয়,—তা হলে লোকের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে?

পরেশ। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে—তা বেশ জানবেন গিন্নিঠাক্করণ!  
কানাইবাবু কি ভয়ঙ্কর ছেলে,—আপনি সরল প্রাণ হীলোক,—বুঝতে  
পাচ্ছেন্ না! ও গ্রেপ্তার হয়েছে,—ভালই হয়েছে!

কল্লো। অপরাধটা কি তার শুনি? Election এ তার নামাকে দাঁড়  
করিয়েছে? তোমার দলে হয়নি—তোমার মোসায়েরী করেনি,—  
এই তো?

অদ্বুত! আরে—কে তার মতন মোসায়ের চায়? ও সব লোকে কাছে  
মেঁতে দিতে আছে? ও আমার বাড়ী দিনকতক আনাগোনা  
ক'লেই আমার শুদ্ধ হাতে হাতকড়ি পোড়তো—তা জান? বাপ্! কি  
ভীষণ ছোকরা! গায়ের ছেলেদের ধরে ধরে ডাকাতি করা শেখাচ্ছিল!  
মারামারি থুনোথুনি কঠে দিনরাত পরামর্শ দিচ্ছিল! ঐ বাঁড়ুঘোদের  
গুণধরটাকে ঐতো দস্তর মত গুণ্ডা করে তুলেছিল!

কল্লো। শুন্ছি নাকি আজ তার বিচার হবে?

পরেশ। হবে কি? এতক্ষণ বোধ হয় পায়ে হাতে শেকল পরিয়ে জেলে  
পুরেছে!

কল্লো। সেই জন্তে বুঝি সাত তাড়াতাড়ি কলকেতা ছেড়ে এখানে এসে  
টুকেছ?

পরেশ। রায়বাহাদুর! আমি তাহলে এখন একটু গাঢ়াকা হই!

গিনিষ্ঠাকরণ আহাৰাদি সেৱে নিদ্রামগ্ন হ'লে—আমি এসে কথাবাত্তা  
কইব !

অদ্ভুত । তুমি বোসো পৰেশঠাকুৰ ! বগি কলাবো—  
কল্লো । কি ?

অদ্ভুত । এ বাড়ীৰ কৰ্ত্তা কে ? তুমি না আমি ?  
কল্লো । আমি এ বাড়ীৰ কৰ্ত্তা হ'লে এতিদিনে তোমাৰ পুৰিষে যেতে  
হ'ত !

অদ্ভুত । নিকালো বাড়ীৰ ভেতৰ—আভি নিকালো ! নহিলে আমি  
আমাৰ নেপালী দৰোৱান ডাকবো—নিকালো—  
কল্লো । মৰণ আৰ কি—

[ কলোনিবীৰ অস্থান ।

অদ্ভুত । আদালতৰ ব্যাপাৰটা কি ৰকম বুঝ্লে বল দিকি পৰেশঠাকুৰ !  
পৰেশ । ব্যাপাৰ আৰ কি ? আমি তো সব নিছৰ চক্ষে দাঁড়িয়ে  
দেখে এসেছি,—ন্যাজিষ্ট্ৰেট হুকুম দিলেন—

অদ্ভুত । হুকুম দিয়েছেন ?  
পৰেশ । না না না—এখনও দেননি—এই দোবো দোবো ক'চ্ছেন—  
অদ্ভুত । ও ব্যাটা তৰুণ চৌধুৰী যত পয়দাই ছাড়ুক—যত ব্যাৰিষ্ঠাৰই  
লাগাক,—কানাইলালৰ জেল আৰ কেউ ঘোচায়না !

পৰেশ । আজে না ! আৰ কি ৰকম সৰ্কমজলাৰ পায়ে ৰাস্তা জবা  
চড়াচ্ছি ! ৰায় বাহাজুৰ ! পাঁচজোড়া পাঁটা মায়েৰ কাছে মানৎ  
কৰেছি,—কল্কেতা যাবাৰ আগে দিয়ে বেতে হবে,—ইয়া !

অদ্ভুত । এই কানাইয়েৰ জেলের জন্তে মায়েৰ পায়ে জবা চড়াতে কাল

একশো টাকা দিয়েছি—আজ আবার পঞ্চাশ নিলে ! এবার যদি কাজ না হয়,—তাহলে তোমায় বুকে নেব—তুমি কত বড় জোঁচোর বামুন !

পরেশ । এবার যদি পূজো বিফলে যায়,—রায়বাহাদুর—তা হলে আমি পৈতে ছিঁড়ে পচা পানাপুকুরে ফেলে দোবো ।

( নন্দকিশোরের প্রবেশ )

নন্দ । Come Come— রায়বাহাদুর— আসুন— আসুন— জলদি রুপেরা লে আইয়ে !

অদ্ভুত । কি হে নন্দকিশোর ? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

পরেশ । আশ্চর্য্য নেই—আশ্চর্য্য নেই,—বোশেখমানের রোদদুর, সাংঘাতিক ! একটু মাথায় জল দোবো নাকি ?

নন্দ । Shut up you dammed পুরুৎ ! মাথায় জলটল দিওনা ! টুপি খারাপ হয়ে যাবে । চুপ্ চাপ্ বৈঠ্ রও !

( পরেশকে ধাক্কা দিল )

অদ্ভুত । কি—খবর কি ? কাল থেকে তো ডুব মেরেছো !

নন্দ । মাং—মাং—বাজিমাং—কিতিমাং all মাং ! Grand sensational tremendous success ! চল আসুন, চল আসুন— রায় বাহাদুর !

অদ্ভুত । সকাল বেলা কোথায় মদ মেরে এলে ?

পরেশ । বসুন—বসুন—নন্দবাবু ! একটু পায়ে মাথায় মুখে হাতে জল দিই ! বসুন,—না হয়, এইখানে শুয়ে পড়ুন ! বিশ্রাম করুন । ওরে বেন্দা—ওরে মেধো—এক বাল্‌তি জল নিয়ে আয়তো ! আহা—

ভদ্রসন্তান একটু বেগভার হয়ে পড়েছে ! সব দিন কি মাত্রা  
ঠিক থাকে ? বহুন্ বহুন্—

নন্দ । Defend thy body—you পরেশঠাকুর ! খুন করেঙ্গা—গুলি  
করেঙ্গা—

পরেশ । ( অদৃতকৃণাবের পশ্চাতে গিয়া ) রক্ষা করুন রাজাবাবু, নন্দবাবু  
আজ বেয়াড়া মাতাল হয়েছে ! রক্ষে করুন ! গুলি ছুঁড়লে আর  
আমি বাঁচবোনা ।

অদৃত । আরে—আমার পেছনে এসে ধাক্কা মারছ কেন ? এতো ভারি  
জ্বালাতনে পড়লুম ! বলি—ব্যাপার কি নন্দকিশোর ? তুমি কি  
সকল কাজ আমার পণ্ড কর্ত্তে চাও ? কাউন্সিলের ইলেক্সমেনে দশ  
বারো হাজার টাকা খরচ করিয়ে ৫.টা ভোট পাইয়ে দিলে ! এবার  
বিষয়ের ব্যাপারে কি প্রাণে নার্কের নাকি ?

নন্দ । ঐ পরেশঠাকুরকে এখানে থেকে সরান্ দিকি ! তা নইলে I  
sha'll shoot him—হাম উস্কো কানডায় দেগা—হাঁ—আ  
( মুখব্যানান করিয়া পরেশঠাকুরের প্রতি দাবমান )

পরেশ । গেল—গেল—গেল রাজাবাবু ! নন্দকিশোর ভয়ে হয়েছে !  
পালিয়ে আসুন্—পালিয়ে আসুন্—আমি গিল্লীমাকে খবর দিই—

[ পরেশঠাকুরের বেগে পলায়ন ।

নন্দ । তাড়িয়ে দিইছি,—নইলে কি ব্যাটা সহজে যেতো ?

অদৃত । ওকেও তাড়ালে,—এইবার আমিও বিতাড়িত হচ্ছি,—তুমি  
একা মাতলামি কর !

নন্দ । রাগ কচ্ছেন কেন ? I have got a golden news ! জবর

খবর লে আয়া—মিষ্টার রায়বাহাদুর ! সেই জন্তেতো ওকে তাড়ানুম,  
Privately আপনাকে বলবার জন্তে ।

অদ্ভুত । অত নেশা সকালবেলা করে এলে কেন ?

নন্দ । সকালে করিনি ! Yesternight চালিয়েছিলুম বটে ! এখন  
একদম্ নেশা ছুট্ গিয়া ! খবর শুনুন । কাল বৈকালে শ্রীমতী লীলা-  
ময়ীর সঙ্গে একেবারে সশরীরে সাক্ষাৎ !

অদ্ভুত । কার সঙ্গে ?

নন্দ । আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী লীলা—লীলা—মিস্ লীলা রায় !

অদ্ভুত । সেকি ? কোথায় ? কখন দেখলে ? সে বেঁচে আছে ?  
সে ফিরে এসেছে ? বল কি ? সত্যি না মিথ্যে ?

নন্দ । Yes—Yes—Reuters telegram ! Pucca message !  
হঁ—হঁ—পাক্ষা খবর না নিয়ে কি এসেছি ? শুধু খবর নয় ? নিজের  
চক্ষে কাল বড়বাজারে তাকে দেখেছি, তার সঙ্গে কথা কইছি,—  
তাকে follow করে বাড়ী দেখে এসেছি ।

অদ্ভুত । সত্যি ? বল—বল—ঠিক কথা বল । ঠাণ্ডা হয়ে বল । মাথা  
ঠিক করে বল ভাই !

নন্দ । মাথা ঠিক আপনি করুন । তারপর দশহাজার টাকা আমার সঙ্গে  
নিয়ে আসুন । At once—at once—money—money  
sweeter than honey—লে আও—

অদ্ভুত । টাকা ? টাকা কি হবে ? দশহাজার টাকা ? কি সর্বনাশ !

নন্দ । নইলে লক্ষ লক্ষ টাকার বিষয় যে হাতছাড়া হয়ে যাবে my  
Lord । মেয়েটাকে লোপাট কর্তে হবে,—সে সমস্ত যোগাড় করে  
এসেছি ।

অদ্ভুত। আরে—ঠাণ্ডা হয়ে কথাটাই বল। আগে শুনি—বুঝি—তারপর

টাকার কথা কইব। তুমি ঠিক বুঝতে পারলে যে সে আমার ভাইঝি লিলি?

নন্দ। বিশ্বাস না হয়—এখুনি আমার সঙ্গে চলুন। Come along

—at once! আপনি চলুন, গিন্নী ঠাকুরণ চলুন—ইচ্ছা হয় ওই

পরেণ ঠাকুরকে সঙ্গে নিন। বিস্কো খুসী উস্কো লেও। তারপর

যদি সেই আপনার ভাইঝি প্রমাণ হয়,—তা হ'লে তখুনি—তখুনি—

টাকা payment ক'র্ডে হবে। তা নইলে everything murder!

সব বরবাদ হো যাগা। বিষয় অবিকার কর্কার Last day পোরন্ড—

19th. April.

অদ্ভুত। তাই নাকি? লিলি এ উইলেন কথা এখনও খবর পায়নি তো?

নন্দ। বিলকুল্ কুছ্ নেহি।

অদ্ভুত। কিছু ভাবনা নেই নন্দকিশোর—কিছু ভাবনা নেই! ছুঁড়ীটাকে

উধাও কর! যত টাকা লাগে—একেবারে গুন্। তুমি বা বলেছ,

কলকেতায় গিয়ে তাই কর! যাক—বাঁচা গেল—লীলীর সন্ধান পাওয়া

গেল। এই মহাকণ্টকটাকে যদি সরাতে পারি—তাহলে—দোহাই না

সর্বমঙ্গলা—তোমার মন্দিরের সোণার চুড়ো করে দোবো।

( পরেণ ঠাকুরর পুনঃ প্রবেশ )

পরেণ। রায়বাহাদুর—রায়বাহাদুর—

অদ্ভুত। কি—খবর কি হে?

পরেণ। এইমাত্র মায়ে মন্দিরে গিয়েছিলুম! মায়ে প্রসাদী ফুল নিয়ে

আমছি—মাথায় ঠেকান—মাথায় ঠেকান—

অদ্ভুত। কি—কি—আদালতের খবর কিছু শুনে নাকি?

পরেণ। বিস্তর মাগীন্দ পূজো দিতে এসেছে! সবাই আনন্দ ক'চ্ছে—

গাঁয়ের লোকেরা মায়ে মন্দিরে নৃত্য ক'চ্ছে!

অদ্ভুত। কানাইয়ের জেল হ'ল নাকি ?

পরেশ। নিশ্চয় ! গুণো দেশছাড়া,—কানাইটাকে সবাই ভয় করে,—  
দেশের শত্রু বলে জানে, তার জেল হয়েছে। গাঁয়ের লোকের আনন্দ  
হবেনা ? সবাই একেবারে আল্লাদে আটখানা !

অদ্ভুত। কা'কেও কিছু জিজ্ঞাসা করে জানলে নাকি ?

পরেশ। আরে মশাই—জিজ্ঞাসা ক'র্তে হবে কেন ? শুভ সমাচার বুকে  
নিয়েই মায়ে'র চরণের আশীর্বাদী ফুল নিয়ে ছুটে এখানে আপনার  
কল্যাণ ক'র্তে এসেছি।

নন্দ। এঁা—কানাইয়ের জেল ? hip—hip—hurrah ! ta—ra—  
la—la—[ নৃত্য ]

অদ্ভুত। ( প্রসাদী ফুল মাথায় ঠেকাইয়া ) মা—মা সর্বমঙ্গলা ! বড়  
বাথা পেয়েছি মা—ঐ ব্যাটা কানাইয়ের জেতে। মাগো ! বাথা যেন  
আর না লাগে—আর যেন কানাইলাল—

( তরুণ চৌধুরী, কানাইলাল ও গ্রাম্যযুবকগণের প্রবেশ )

কানাই। অকারণ শত্রুর ছলে নির্যাতন ভোগ না করে !

অদ্ভুত। একি ? এঁা—কানাইলাল খালাস ?

তরুণ। হ্যা—রায় বাহাদুর ! কানাই আমার খালাস ! খালাস  
পেয়েই আগে আপনাকে প্রণাম ক'র্তে এসেছে। কানাই ! তোর  
পিতৃতুল্য রায়বাহাদুরকে প্রণাম কর বাবা।

অদ্ভুত। বড় বাথা পেয়েছিলুম ! তোমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে,  
হাজতে রেখেছে শুনে বড় বাথা পেয়েছিলুম—

তরুণ। ব্যাথার ওপোর বাথা পেলেন রায় বাহাদুর—আজ কানাইলাল  
ধর্মের বলে মুক্ত হয়ে এসে আপনারই চরণে প্রণাম করতে এসেছে !

# চতুর্থ অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

[ লছমী বাঈয়ের দ্বিতীয় কক্ষ ]

[ টেবিলের উপর কয়েকখানি বই রহিয়াছে । টেবিলের পার্শ্বে ইজি—

চেয়ারের উপর অঙ্কশায়িতভাবে লছমী বাঈ । উদ্ভুক্ত

- বাতায়ন দিয়া যৌত্র ঘরখানির ভিতর আসিয়া  
পড়িয়াছে । লছমী বাঈ গাহিতেছিল । ]

গীত ।

এ কি নবীন আলোক দেশনয় !

এ কি হৃন্ময় মনোহর ভাতি, বিদূরিত দীনতারাতি,—

এ কি শ্রীতি-পূরিত প্রাণ, মঙ্গল জয়গান

অবিরত ধ্বনিত হয় !

এ কি অতৃপ্ত প্রেমপিয়াদা, চিরবাহিত নবস্থ-আশা,

এ কি নিখিল জ্যোৎস্নাপুলকেনগন

গগনতল সদা রয় !

এ মোহস্থগুণ জাগিল চাহি, জননীবন্দনা উঠিল গাহি,

নূতন প্রাণে, নূতন নয়নে, হেরিল নাহি দরশনয় ॥

( ভণ্ডার প্রবেশ )

লছমী । কি ভণ্ডার ? তোর গুণদাকে খুঁজে পেলিনা ?

ভণ্ডার । খুঁজতে হবে না ! গুণদা আমার তেমন লোক নয়—তা জান ?

সে তোমাদের একশো টাকা নিয়ে লুকিয়ে থাকবে ? সে'কত লোককে



একশো, দুশো,— তিরিশ, পঞ্চাশ,—নাতসিকে পর্য্যন্ত দিয়েছে,— আমি স্বচক্ষে দেখেছি ! তুমি বরং সুনীদিকে জিজ্ঞাসা করো,—তাকে আমি ডেকে আনছি—

লছমী । তাকে আর ডাকতে হবেনা ! সে যুগ্মছে !

ভগ্নল । দিনের বেলায় পড়ে পড়ে যুগ্মছে কেন ? গুণনা ব'লতো—  
দিনের বেলায় কুকুরবেরালরা পড়ে পড়ে ঘুমোয় ! আর মানুষ  
যারা,—তারা কাজকর্ম করে

লছমী । তার যে জর হয়েছে ভগ্নলে ! সে এখানে এসে পর্য্যন্ত কি রকম  
অস্থখে ভুগছে—তা দেখছিন্ তো ?

ভগ্নল । ও ম্যালেরিয়া জর ! ওতে তো কোনো ক্ষতি নেই । জর বধন  
হয়,—কমল চাপা দিয়ে পড়ে কোঁ কোঁ করে,—আবার একটু ঘাস  
দিয়ে গা ঠাণ্ডা হ'লেই, সপাসপ্ পাস্তা ভাত, কড়ায়ের ডাল, আর  
কাঁচা তেঁতুলের অমল ! ম্যালেরিয়া ছ'দিনে বাপ্ বাপ্ ব'লে গা  
ছেড়ে পালায় !

লছমী । তোদের দেশে ম্যালেরিয়ার বৃষ্টি এই চিকিৎসা ?

ভগ্নল । কেন ? এটা কি খারাপ চিকিচ্ছে ? আর—তোমরা মিছিমিছি  
ওকে অত ডাক্তার দেখাচ্ছ,—ওর রোগ তো সারবে না !

লছমী । কেন বল্ দিকি ?

ভগ্নল । ও কি ওষুধ খায় নাকি ?

লছমী । খায়না ? সে কি কথা ?

ভগ্নল । ওষুও খায়না,—অত বেদানা আঙ্গুর—পান্ফল নাস্পাতি—  
কিছুই নিজে খায়না ! আমাকে—মনসাকে—আর তোমার ঐ  
ইস্কুলের ছোট ছোট মেয়েরা এলে ডেকে খাওয়ায়,—তা জানো ?

লছনী। না—তাতো জানিনা! কই—তুইও তো একথা বলিস্নি!

ভগ্নল। বোলবো কেন! সুনীদি যে বারণ করে দিয়েছে—তোমাদের ব'লতে?

লছনী। এই তো ব'ল্লি!

ভগ্নল। জিজ্ঞেস ক'লে তাই বল্লম! নইলে, আমি সেধে ব'লতে গেছি নাকি? হ্যাঁ—আমি তেমন ছেলে নই!

লছনী। আচ্ছা ভগ্নলে? তোর কানাই দাদা কলকেতায় কোথায় এসে থাকেন জানিস?

ভগ্নল। কানাই দাদা তো কলকেতায় এসে থাকেনা,—মাঝে মাঝে তার মামাবাবুর আফিসে আসে। সেইখানে তার বিয়ের সম্বন্ধ হ'চ্ছে!

লছনী। আফিসে বিয়ের সম্বন্ধ হ'চ্ছে কি রে পাগলা?

ভগ্নল। হ'চ্ছে—নিশ্চয়ই হ'চ্ছে! ঐ তার মামার আফিসে একটা ভালো কনে তার লুকানো আছে, আমরা শুনিছি!

লছনী। কেন? তার মামার কি ঘটকালীর আফিস নাকি? তা দেখ'না—তোর রাঙাদিদির একটা বর জুটয়ে দিতে পারে কি না তা'রা!

ভগ্নল। এঁরা—রাঙাদিদির কি আজও বিয়ে হয়নি!

লছনী। আমারও তো হয়নি!

ভগ্নল। তোমাদের কি আজও বিয়ে হয়নি নাকি? আরে বাপ'রে—এত বড় খেড়ে মেয়ে! তোমাদের কনে নানায়ে কেন?

লছনী। না মানায় কিম্বা যদি কেউ পছন্দ না করে—তাহলে বিয়ে ক'র'না! কিন্তু তোর কানাইদাদাও তো খেড়ে মিন্সে,—তাকে বর নানায়ে কেন?

ভণ্ডুল। আরে কানাইদা হোলো পুরুষমানুষ, তায় আবার ব্যাটা-ছেলে,—তাকে যখন-তখনই বর মানাবে ! বিয়েতে ব্যাটাছেলের বয়েসের দরকার কি ?

লছমী। হ্যাঁ—তা ঠিক কথা ! আচ্ছা ভণ্ডুলে—তুই এই যে দেশ ছেড়ে এখানে পড়ে আছিস,—তোরা গাঁয়ের জন্তে মন কেমন ক'চ্ছে না ?

ভণ্ডুল। ক'চ্ছে না আবার ? আমারও তো বাড়ীঘরদোর কিছু নেই,—পাকতুম গুণদার বাড়ীতে রাজার ব্যাটা রাজার মতন ! তাড়া খেয়ে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে এসেছি,—কিছু দিনরাত গাঁ-টার জন্তে মনটা খিটমিট ক'চ্ছে ! কানাইদা বলেছে—নিজের মাকে বলে “জননী,” আর নিজের দেশকে বলে “জন্মভূমি” ! এই দুটোর মতন আঁতের ঘরের জিনিষ আর নেই ! কানাইদা একটা গান শিখিয়েছে, শুনবে ?

লছমী। শুনবো—শুনবো—গা না তাই !

ভণ্ডুল !

গীত

( ও আমার ) জন্মভূমি মা জননী ( গো ) !

এত মায়ায় জিনিষ তুমি আগে জানিনি ॥

সহর নগর রাজধানী কি ইলভুবন যাই,—

নিজের দেশের এক কাঠা হুঁই—তুলনা তার নাই !

( ও আমার মা জননী গো ) !

ধাক্তে তোমার কোলে শুয়ে, ( তোমায় ) চিন্তে পারিনি,—

কিন্তু ছাড়তে হ'লেই ডুক'রে কেঁদে ওঠে পরাগী—

( ও আমার মা জননী গো ) !

( স্নানান্তর প্রবেশ )

লছমী । এ কি—স্নানীতি ! উঠে এলে যে ?

স্নানীতি । বেশ গান গাইছিল ভণ্ডুলে ! শুন্তে এলুম—

ভণ্ডুল । আমি এখান থেকে এখন চলে যাই বড়দি—

লছমী । দাঁড়ানা—দরকার আছে—

ভণ্ডুল । নাঃ— ( পলায়ন )

লছমী । ওরে শোন্ শোন্—

ভণ্ডুল । ( 'নেপথ্যে ' ) আমি দেখি—রাঙাদিদি বেড়িয়ে এল কি না ?

স্নানীতি । ছেলেমানুষ !

লছমী । কেমন আছ স্নানীতি ? জরটা কোমলো ? টেম্পারেচারটা  
নিতে হবে যে বোন !

স্নানীতি । এইতো জ্বগটা আগে জ্বর দেখলে দিদি,—আবার কেন ?

এই দেখ—আমি বেশ আছি ! আমার এমন কি হয়েছে যে,—তোমরা  
অত অস্থির হয়ে পড়েছ ?

লছমী । দেখতে দেখতে তিনদিন হয়ে গেল ? ডাক্তার সেন বলেন,—এ  
দুসখুসে জ্বর তোমার অনেকদিন থেকেই হ'চ্ছে ! তাইতো চেহারা  
এমন পাকিয়ে গেছে !

স্নানীতি । এত ক'চ্ছ কেন দিদি—আমার জ্বরে ? আমি একটা তুচ্ছ  
নগণ্য জীব,—আমার জ্বরে তুমি কাজকর্ম কতি করে যে কাণ্ড  
ক'চ্ছ,—আমার মনে হয়—এখানে আমার না থাকাই উচিত !

লছমী । ক'চ্ছি আর কি ? আর না ক'ৰ্খই বা কেন ? পৃথিবীতে এসেছি  
কি শুধু নিজেকে দেখবার জ্বরে ? এই নারীশিল্পসজ্জের কাজই তো

নারীদের দেখা-শোনা—নারীদের বিপদে আপদে সাধ্যমত রক্ষা করা—সাহায্য করা ! থাক্ সে কথা । ইয়া স্ত্রীতি—তুমি বেদানা, আঙ্গুর, বিস্কুট, এলাচদানা,—এসব নাকি নোটাই ছৌওনা ?

স্ত্রীতি । কে ব'লে ? ভণ্ডুলে বুঝি ?

লছমী । দেই বলুক—কথাটা সত্যি কিনা ?

স্ত্রীতি । ওসব আমি খেতে পারিনা ! ওসব আনার নুখে রোচে না যে দিদি !

লছমী । তার মানে ? ওগুলো কি তোমাকে দেখাবার জন্তে আনাই ? কি আশ্চর্য্য ! তাইতে দিন দিন আরও দুর্বল হয়ে পোড়ছে । পাগলী মেয়ে ! এসব কি বিলাসিতার জন্তে তোমাকে খেতে দিচ্ছি ? তোমার ভেতরে ভেতরে যে শক্ত রোগের উপক্রম হ'চ্ছে—তা বুঝতে পাচ্ছনা ?

স্ত্রীতি । ঐ কাশির কথা ব'ল্ছ ? তা—ও আনার অনেকদিন থেকেই আছে । নারায়ণপুরে এক একদিন রাতে এমন হ'ত যে কাশ'তে দম আটকাবার যোগাড় ! এখানে তো একটু কন পড়েছে !

লছমী । ছাই কম পড়েছে । কোথা থেকে পড়বে ? ওষুধ থাকে না,—ডাক্তারে যা ব্যবস্থা করে দেবে—তা মানবে না ! তা হ'লে রোগ সারে কি করে ?

স্ত্রীতি । সারবার দরকার কি বড়দি ? আমার রোগ সারিয়ে পৃথিবীর একটা জঞ্জাল রাখবার দরকার কি—তাও'তো বুঝতে পাচ্ছিনা ।

লছমী । মরতে চাও কেন বোন ?

স্ত্রীতি । বেঁচে কি হবে দিদি ? যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন এই রকম জীবন্ত হয়ে সমাজের শাসনের চাপে পিষে পিষে ম'র্ভে হবে ।

তার চেয়ে একেবারে মলে—আমি মুক্তি পাব। আমি বে সমাজের  
অভিশাপ দিদি,—এ বে শাস্ত্রের উক্তি, ঈশ্বরের আদেশ !

লক্ষ্মী : শাস্ত্রের উক্তিও নয়—ঈশ্বরের আদেশ তো নয়ই ! তবে ক  
বোল্‌ছো,—ওটা সনাতনের সুশাসন নয়—কুশাসন বটে ! সনাতন  
শাসন করেন শুধু নারীকে,—কারণ, সে অবলা ! আর সনাতন ভয়  
করেন পুরুষকে,—পদানত হয়ে থাকেন শক্তিমান পুরুষের,—কারণ,  
সনাতন, শাস্ত্র, বিধি, নিয়ম, যা কিছু,—তার কর্তা পুরুষ,—নারী নয় !  
সেই জুতাই নারী ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে চোখের জল নিয়ে—  
শেব হয়েও বাবে চোখের জল নিয়ে :

লক্ষ্মীর গীত

সুখাবে না সুখাবে না তোর নয়নের অশ্রুধার,—

এ ভারতে নারীর জনম নইতে শুধুই অত্যাচার ॥

থাক্তো যদি নারীর হাতে আজ্জক সনাতনগঠনভার,—

পুরুষে না হয়ে যদি নারী হ'ত শাস্ত্রকার,—

তবে, এমন কঠোর অত্যাচার,—

প্রতিপদে নারীর প্রতি গুলো না কেটে এ ধরার ।

সাজ্জ না বর কুসীনপ্রবর হ'য়ে গঙ্গাবাজী,—

বার গলে হার মালা দিলে ন'বহরের পাড়ী :

তার, নারীজন্মের গুচ্ছো সবই কাট'তে বাসররাজি ;

অম্বি,—শাস্ত্রসনাতনশাসন ভীষণ হ'ল হ'ল বিধবার ॥

## দ্বিতীয় দৃশ্য

রহমানের বাটা

( চিন্তামগ্ন গুণধর )

গুণ। কি করি ? ভেবে তো কিছুই ঠিক ক'ত্তে পাচ্ছি না ! লুট ক'ত্তে হবে ! ডাকাতি ক'ৰ্খ আমি ? ছি ছি ছি ! আমি ডাকাত হব ? গায়ে কুস্তি ক'ৰ্খুম, লাঠি খেলতুম,— বদ্মায়েসদের সায়েস্তা ক'ৰ্খুম, এইজন্তে আমাকে আর আমার সাকরেদদের সবাই গুণ্ডা বোলতো,— ডাকাত বোলতো ! সেই গুণ্ডামি—সেই ডাকাতি আজ সত্যিই ক'ত্তে হবে ? নাঃ—পার্ক না ! আমি পার্ক না ? কার বাড়ীতে ঢুকতে হবে,—কোন পীলোকের গায়ে হাত দিতে হবে,—সে হয়তো আমাকে দেগেই কেন্দে উঠবে ! না—না—পার্ক না ! আমি পালাই ! এদের ই ছাদ ডিঙ্গে পালাই !

( রহমান, খলিফা, কেরামত আলীর প্রবেশ )

খলিফা। এই যে ঠাকুরজী—তোম্ তৈয়ার ?

গুণ। হ্যা—তা—তা—তৈয়ার বৈকি !

খলিফা। এইবার চলো। সাজ হয়েছে। লাঠি ওঠি সব ভেজ দিয়েছি—

কেরামত। তুমি কি ভয় পাচ্ছে ঠাকুরজী ?

গুণ। একটু একটু ভয় পাচ্ছি বই কি মিয়া ! কখনোতো এ কারু করিনি !

খলিফা। আরে—কুছু ডর নেই। এই লেও—ছোরা লেও,—আউর একটা ভাল অন্তর দেবে ! এই দেখো— ( পিস্তল প্রদান )

[ গুণধর শিহরিয়া উঠিল । পরে কল্পিত হস্তে পিস্তলটা লইয়া ]

গুণ। পিস্তল ! ওরে বাপরে—এতে নামুস তখুনি মরে যাবে !—আর এতো আমি কখনো ছুঁড়িনি !

খলিফা। আরে দরকার হবে তো ছুঁড়বে, নেহি তো খালি ভয় দেখাবে যখন, আওরাংকে নিয়ে আসবে,—তখন ছ'একবার মাটির দিকে আওয়াজ কর্কে ! যখন ধরা পড়বার ঠিক সময় বুঝবে,—হু একজনকে বাল করে—পাঁওমে লাগিয়ে পালাবে ।

কেরা। আর আমাদের সাথে টেঞ্জি থাকবে দোখানা ! যে বাড়ী লুটতে যাবো,—ঐ বাড়ীর কাছে গলীতে টেক্‌সি খাড়া থাকবে !

গুণ। কার বাড়ীতে, কা'কে লুটতে যাচ্ছ,—ভাতো এখনও বোলছো না !

খলিফা। সে কি এখন বোলতে পারে ? হামলোক সব দেখে শুনে ঠিক সদান নিয়ে এসেছি। তুমি জানালা দিয়ে উপর বরে পহেলা চলিয়ে যাবে ! সেখা আমাদের একজন আওরাং আছে,—উস্‌ নাম মনসা বিবি ! তুমি বেনন বাবে—আর ঐ মনসা তোমাকে নেয়েমানুস দেখিয়ে দিয়ে, সদর দরজা খুলিয়ে দেবে । তুমি আওরাংকে নিয়ে চলিয়ে আসবে—আর দাঙ্গা উঙ্গা সব হামলোক কর্কে ।

গুণ। যদি ধরা পড়ি ? তা হলে—

কেরা। পিস্তল ছুঁড়লে যম শালা তোমার কাছে আসবে না ! তুমি ডর পাচ্ছ কেন বাবু ?



খলিফা । ছোঃ—তুমি এইসা পালোয়ান, এইসা মরদকা মাকিক তোমার চেহারা ! তুমি এখন আওরাংকা মাকিক ডর পাচ্ছ ? ছোঃ !

কৈয়ামৎ । আচ্ছা—তোম নেহি সেকো তো হামাদের সাথ্‌মে চলো । তুমি দলের সাথে বাহিরে থাকবে—আমি, রহমান উপরে উঠিয়ে যাবে, আওরাংকে লুট করে আনবে ।

তমরা । না না—তোমরা ভদ্রলোকের মেয়ের গায়ে হাত দিওনা । তোমাদের চেহারা দেখলে সে আংকে উঠে তখুনি মরে যাবে । তোমরা—তোমরা—বাহিরে থেকো । আমি—আমি ভেতরে যাবো । আমি দেখবো—কে ভদ্রলোকের মেয়ে— আমি—আমি—আমি তাকে ধরে নিয়ে আসবো,—প্রতিমার মতন মাথায় করে নিয়ে—এমন ছুটবো,—কেউ—কেউ সে মেয়েটাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারেনা,—কেউ পারেনা,—তাকে ছুঁতে পারেনা ! চল—চল সর্দার ! আমি পার্ক—আমি পার্ক—আমি পার্ক !

খলিফা । বহৎ আচ্ছা—লোও পিতল !

[ সকলের প্রস্থান

## তৃতীয় দৃশ্য

লছমীর পূর্বোক্ত কক্ষ

[ পশ্চাৎদিকে জানালা খোলা ]

[ কাল রাত্রি । বাহিরে অন্ধকার ]

[ লছমী-বাট কুড়ি-চয়্যারে বসিয়া বই পড়িতেছিল, মনসা আগিয়া ঢুকিল ]

লছমী । • কি হ'ল মনসা ? লীলা কিরে এসেছেন ?

মনসা । কি জানি না,—সেই যে বিকেল বেলা হাওয়া পেতে বেরায়েন,  
আর তাঁর দেখা নেই । আমি তোনার আসতে দেবী দেখেই তো  
আশে পাশে চাদিকে ঘুরে খুঁজে এলাম ।

( ভণ্ডেলের প্রবেশ )

ভণ্ডল । তুই মাগী বড্ড মিছে কথা কোন্ । জানলি মনসা ?

মনসা । মিছে কথা কি রকম ? আমি ছোট মাকে খুঁজতে যাইনি ?

ভণ্ডল । তোনার ভারী দায় পড়েছে কিনা ! তুমি দিনরাত তো নিজের

• বগা বগা লোক নিয়ে—এই এমন এমন করে মাথা নেড়ে হাত  
ঘুরিয়ে গল্প ক'রেই জান । এতক্ষণ তো তাদের কাছেই ছিলে ।  
তুমি রাঙাদিদিকে খোঁজবার সাবকাশ পাবে কখন ?

মনসা । দেখ দিকি বড়মা, এ ছোঁড়াটার ভারী আঙ্গাঙ্গ বেড়েছে !

আমাকে এখন তখন এই রকম মুখ নাড়া দেয় !

লছমী । ছিঃ ভণ্ডলে ! তোর মার বয়সি ও,—পেটের দায়ে দাসীত্ব

ক'ন্তে এসেছে,—ও রকম করে কি ওর সঙ্গে কথা কইতে হয় ?  
সত্যিই তো,—আহা গরীব অনাথা—

ভগ্নল। ও গরীব ? ও অনাথা ? কক্ষনো নয় । গরীব অনাথা কি আমি  
দেখিনি মনে করেছ ? ও তো তোমার চেয়েও বড়লোক ! কি  
রকম ফরসা এতখানি পাড়ওলা কাপড় পরেছে ! হাতে চুড়ী, কাণে  
একটা কি চক্‌চক্‌ ক'চ্ছে ! কি রকম পান দোস্তা দরজা খায়—

লহমী। দরজা খায় কি রে ?

ভগ্নল। খায়না ? ও মাগী সব খায় : এক কৌটো দরজা ওর হাতে  
দিনরাত আছে—দেখনা—

মনসা। জরদার কথা ব'লছে—বুঝতে পাচ্ছনা মা ? ডে'পো ছেলে !  
কথার এখনো আড় ভাস্কেনি,—এ দিকে সব কথাটা কওয়া আছে  
সকল দিকে নজর আছে !

লহমী। তাইতো—কোথায় গেল লীলা ? তাকে কিছু বলে গেছে রে  
ভগ্নলে ?

ভগ্নল। তুমি সেই স্কুল বাড়ীর মেটেংএ বেরিয়ে গেলে না ? রাঙাদিদি  
অনেকক্ষণ সুনী দিদির কাছে বসে কত গল্প ক'লে ! তারপর—  
তোমার আস্তে দেবী হ'চ্ছে দেখে—আমাকে ব'লে—“ভগ্নলে ! দিদি  
এলে বলিস্ আমি এই ময়দান থেকে এখুনি একটু ঘুর আসছি—”

লহমী। একবার যা তো মা মনসা,—ভগ্নলে, তুইও একটু ওর সঙ্গে  
গিয়ে এদিক ওদিক ঘুর দেখ্‌ দেখি !

[ মনসা ও ভগ্নলের প্রস্থান । ]

লহমী। মায়া ! মায়া এমনি জিনিষ ! এই একটা পরের ছেলে—কোথাকার  
কে—হু দিনের জন্ত এসেছে—হুদিন পরে কোথায় চলে যাবে ! এর

ওপোর এমন মায়া পড়েছে যে, মনে হ'চ্ছে—একে না দেখতে পেলে  
ভারী কষ্ট হবে ! কিঙ্ক—না—না—এদের চেয়েও ঢের—ঢের  
বেশী নায়ার জিনিষ যে আমার আছে ! সে আমার জন্মভূমি ।  
আমার একাধারে পিতা, নাতা, স্বামী, পুত্র, কস্তা,—সব !

( লীলার প্রবেশ )

লছমী । এই যে লীলা ! লীলা ! কোথায় ছিলে এতক্ষণ দিদিটা আমার ?

লীলা । দিদি—দিদি [ ক্রন্দন ]

লছমী । কি, কি হয়েছে লীলা ?

লীলা । দিদি তাঁর দেখা পেয়েছি ।

লছমী । কার—কার ? কানাইবাবুর !

লীলা । হ্যাঁ দিদি ?

লছমী । কোথায় ? কোথায় ? কখন ? কি কথা হল ? কি বল্লো ?

আবার কান্দে ! কোন অশুভ সংবাদ শুনেছিস্ নাকি ?

লীলা । না দিদি—দেখা পেয়েছি—কিন্তু কোন কথা হয়নি ।

লছমী । কি রকম ?

লীলা । হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখি—তিনি Victoria memorialএ কাঠ,  
একেবারে ঠিক আমার সামনে উপস্থিত !

লছমী । তারপর ।

লীলা । তারপর—তিনিও চেয়ে রইলেন, থতমত খেয়ে,—আমিও চেয়ে  
রইলুম অবাক হয়ে ! কথা মুখ দিয়া আমারও বেরলো না,— তিনিও  
কোন কথা কইলেন না ।

লছমী । দুজনেই Nervous হয়ে গিয়েছিলে । পাঁচ-ছ বছর দেখা হয়নি,  
তিনি হয়তো বা তোমায় চিন্তে পারেন নি । তুমি তাকে ঠিক  
চিন্তে পেরেছ তো ?

নীলা । সে মুখ কি ভোলবার দিদি ?

লছমী । তিনি কোথায় গেলেন ?

নীলা । তা জানি না ! রাত্তায় লোকের তো অভাব নেই । তাঁকে  
দেখেই আমি নীরব বিশ্বয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলুম,—বুকের ভিতর  
কি জানি—আনন্দে বা বিষাদে—ভয়ঙ্কর ছর ছর কর্তে শুরু হল,  
—তার পর নুহুর্ভেই পাগ লজ্জা, কোথা থেকে এসে জোড় করে  
আমার চোখ দুটো নীচের দিকে নাগিয়ে দিলে—পরক্ষণেই চোখ  
তুলে দেখি, অন্ধকার ;—তিনি চলে গেছেন—

[ কাদিতে কাদিতে সোফায় বসিয়া পড়িল ।

হাত হইতে একটা প্যাকেট পড়িয়া গেল ]

লছমী । ( নাড়না করিতে করিতে ) তুমি স্ত্রীলোক—তুমি না হয় দেহ-  
মনের দুর্বলতাবশে কথা কইতে পারনি,—কানাইলালও কি কথা  
কইতে সাহস করেন না ? তবে কি তিনি তোমায় চিন্তে  
পারেন্ নি ?

নীলা । ঈশ্বর জানেন—তিনি চিন্তে পেরেছেন কিনা ! বিশ্বাস করো  
দিদি,—তিনি মুখে কথা কন্নি বটে,—কিন্তু তাঁর চোখ কথা ক'য়েছে,  
তাঁর প্রশস্ত লগাট কথা ক'য়েছে,—তাঁর সুন্দর মুখের ভাবে তাঁর  
প্রাণের ব্যাকুলতা—তাঁর হৃদয়ের সমস্ত কথা ব্যক্ত হয়েছে !

লছমী । ( মেজে হইতে প্যাকেট তুলিয়া লইয়া )—এটাতে কি আছে লিলি ?

লীলা । একটা খদ্দেরের জামা—নূতন রকমের Design !

( লছমী প্যাকেটটা টেবিলে রাখিতে গিয়া হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল )

লছমী । ( হঠাৎ উঠিয়া ) লিলি—

লীলা । কি ?

লছমী । দেখ, দেখ,—কিসের বিজ্ঞাপন ? কি কাগজ দেখি ? “দৈনিক বার্তাবহ”—“সোমবার ২৭শে কান্তন সন ১৩৩৬” ( লছমী পড়িতে লাগিল ) “পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ! নারায়ণপুরের সুবিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় ভবশঙ্কর রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় অঞ্চল কুমার রায়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী লীলাময়ী আশ্র প্রায় ছয় বৎসর যাবৎ পিতার সহিত প্রবাসে গমন করিয়াছেন ।—অত্র সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইতেছে”—দেখ-দেখ লিলি—তুমি পড়—

( লীলা মনে মনে পড়িতে লাগিল, পরে বলিল )

লীলা । তুমি পড় দিদি—আমি আর পাচ্ছি না, আমার মাথা ঘুরছে !

লছমী । “উক্ত ১৯শে এপ্রিল রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরমুহূর্ত্তে উইলবর্ণিত লীলাময়ীর প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ স্বর্গীয় ভবশঙ্কর রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রায় শ্রীযুত অমৃত-কুমার রায় বাহাদুরের অধিকারে যাইবে । লীলাময়ীর সঠিক সংবাদ অথবা তাঁহাকে বিনি সঙ্গ করিয়া লইয়া উক্ত এটাণ্ড তরুণ চৌধুরীর অফিসে ১৯শে এপ্রিলের রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে

আসিবেন,—তিনি তৎক্ষণাৎ পাঁচ হাজার টাকা পারিতোষিক লাভ করিবেন !”

লীলা । একি সত্য—না মিথ্যা,—না কারও চাতুরী ?

লছমী । আর ও কথা ভাব্বার কোনো আবশ্যক নেই । আজ ১২শে এপ্রিল ! এখন রাত কটা ? সাড়ে দশটা ! তা’হ’লে তো এখনি যেতে হয়,—এখনি—এখনি—! তুমি কাপড়টা বদলাবে কি ? চটপট উঠে পড়ো ।

লীলা । একখানি ট্যাক্সি আনাতে ভাল হয়না ? আমি, নানারকম Excitementএ ভারী দুর্বল বোধ ক’চ্ছি !

লছমী । আচ্ছা—আমি নিজেই ট্যাক্সি ডেকে আনছি,—তুমি ততক্ষণ কিছু খেয়ে নাও ! সেই সকালে ভাত খেয়েছ,—কিছু খাওগে যাও !

( উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রস্থান )

( মনসার প্রবেশ )

মনসা । বড় কি ছুঁড়ীটা বেরুলো,—ভালই হলো ! এই সময় রহমানের দল আসে তো ভারী সুবিধে ! নইলে—বদি এই ছুটকী ছুঁড়ীও কোথায় বেরিয়ে যায় ? সে ত আরও ভাল,—রাস্তায় তাদের খপ্পরে তাহ’লে তো সহজেই পড়বে !

( নেপথ্যে জানালার পশ্চাৎ দিক হইতে শব্দের শব্দ )

মনসা । এই বে—সব এসেছে ! বেশ হয়েছে ! দেখি,—( জানালার দিকে গিয়া হাত নাড়িয়া ইসারা করিয়া পরে চাপা গলায় ) একটু সবুজ—







চতুর্থ অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

লক্ষ্মী বাঈয়ের বাসাবাটীর দ্বিতলের কক্ষে “গুণধরের” জানালার  
গরাদের ভিতর দিয়া প্রবেশ চেষ্টা ।

“গুণধর”— ( দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া )

চতুর্থ অঙ্ক

( ভণ্ডলের প্রবেশ )

ভণ্ডল। এর মধ্যেই এসেছে ?

মনসা। এঁয়া—এঁয়া—কে ? কে ? না—না—চল্—চল্—ছোটমার  
কাপড় কাচা হ'ল বুঝি ?ভণ্ডল। একটু দেরী আছে। শোননা রে মাগী ! ওখানে জানালায়  
দাঁড়িয়ে অমন হাত পা চালাচ্ছিলি কেন ? তা'রা এল বুঝি ?

মনসা। আ মর্ ছোঁড়া ! কা'রা আবার আসবে ?

ভণ্ডল। শ্বাদের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কথা কোস্ !

মনসা। আ মর্ ছোঁড়া ! কখন আমার কার সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে কথা  
কইতে দেখলি ?ভণ্ডল। মাগীমদদের ফিস্ ফিস্ করে কথা কইবার কি সময় অসময় আছে  
রে ? ওরে মাগী—এই ভণ্ডলের কথা শোন ! ও সব গোলমাল  
ছেড়ে দে,—ছেড়ে দে ! নইলে, নিজে ভারী গওগোলে পড়বি !

মনসা। তুই চল্—চল্—তোকে পাকামি ক'র্তে হবেনা !

[ উভয়ের প্রস্থান ।

( পশ্চাদিকের জানালা দিয়া গুণধর উঠিল ও জানালার গরাদ প্রাণপণ  
শক্তিতে বাঁকাইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল )গুণ। রাত্রির তেমন নিশুতি নয়। সবে সন্ধ্যো ! ওঃ ! বড্ড ভয়—ভয়  
ক'চ্ছে। বদমায়েস বেটারা সব নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাগ্যে  
এদিকটা একটু বনবাদাড়—আঁস্তাকুড়ের মত ! নইলে, বড় রাস্তা হ'লে  
পাঁচীল বেয়ে ওঠ'বার সময় ধরা পড়ে যেতুম ! এখন করা যায় কি ?

আমাকে প্রথম মহড়ায় দেখলেই তো মেয়েছেলেরা আঁৎকে উঠবে !  
তাইতো ! কি করি ? ঐ কে আসছে রে—( ইচ্ছাচারের পার্শ্বে  
আত্মগোপন করিল )

( ভণ্ডলের প্রবেশ )

ভণ্ডল । দেখি—মনসা মাগী জান্‌লা দিয়ে কার সঙ্গে ইসারা—

গুণ । আরে—একি—ভণ্ডলে ?

ভণ্ডল । এ্যা—গুণদা—গুণদা—

গুণ । (সম্মুখে আসিয়া ভণ্ডলকে জড়াইয়া ধরিল) ওরে আমার ভণ্ডলে—  
ওরে আমার ভাইটী,—ওরে আমার মাগিক,—

ভণ্ডল । গুণদা, গুণদা—আমার মা বাপ—আমার সব !

গুণ । আচ্ছা—আচ্ছা,—এর পর খুব আদর ক'রকি, এখন একটা মস্ত  
কাজ আছে—

ভণ্ডল । কি কাজ ? কি কাজ ?

গুণ । এ বাড়ীতে মেয়েছেলে কেউ আছে জানিস্ ?

ভণ্ডল । বড় দিদিমণি—ছোট দিদিমণি—

গুণ । তোর দিদি ?

ভণ্ডল । বড়দিদিমণিরা খোঁটার দেশে থাকে,—আর ছোটদিদিমণি—  
আমাদের গাঁয়ের জমিদার মশায়ের ভাইঝি—লীলা দিদি !

গুণ । কে ? কে ?

ভণ্ডল । আরে—সেই যে,—জমিদার বাবুদের বড় বাবু,—যে খেস্তান হয়ে  
বেলাত গেছলো,—তার মেয়ে লীলা দিদি !

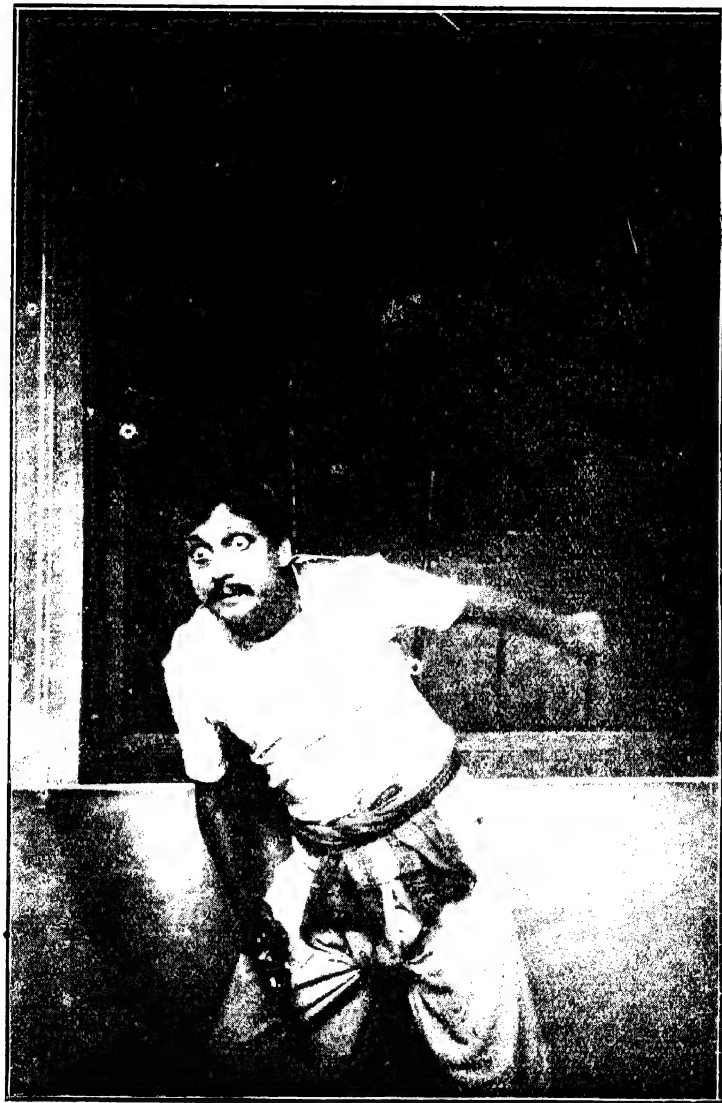
# বঙ্গের সুখাবসান

নাটক।

শ্রীহরলাল রায় প্রণীত।

কলিকাতা।

নং ১১, কলেজ স্কোয়ার, রায় বস্ত্রে  
শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত।  
সন ১২৮১ সাল।



চতুর্থ অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

লছনী বাঈয়ের কক্ষের অভ্যন্তরে “গুণধর”—(শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী)

“—আনাকে প্রথম মহড়ায় দেখলেই তো মেয়েছেলেরা আঁৎকে উঠবে!”

[ ১৬৪ পৃষ্ঠা ]



গুণ। এঁ্যা—লীলা—লীলা ? সত্যি নাকি ? সে বেঁচে আছে ? কোথা—  
—কোথা—? চন্—চন্—

ভণ্ডুল। কি ব্যাপার ?

গুণ। বুঝতে পেরেছি—বুঝতে পেরেছি ! জমিদার বেটা নিজের  
ভাইঝিকে সাবাড় করে, বিষয়টা সব ভোগ ক'র্ত্তে চায় ! ভণ্ডুলে—  
ভণ্ডুলে । আজ ভারী দাস্তা ক'ৰ্ৰ—এই ছোরা দেখছিন্স ? এই পিস্তল  
দেখছিন্স ? আজ ভারী দাস্তা ক'ৰ্ৰ—

ভণ্ডুল। আমারও সেই হেতিয়ার আছে—

গুণ। চন্—চন্—লীলার কাছে চন্—চুপি—চুপি ! ই্যা রে শোন্—  
এই জান্নার ধারে দাড়িয়েছিল এক বেটা,—কি তার নাম—কি তার  
নাম—খুনো—খুনো—

ভণ্ডুল। না—না—মনসা—

গুণ। ই্যা—ই্যা—মনসা—মনসা ! সে বেটা কোথা ? সে বেটা  
কোথা ? বেটাকে আগে পাক্ড়াও করি—চন্—চন্ ! ( অকস্মাৎ  
গুণধরের ত্রস্ত দৃষ্টি অন্তরে পড়িতেই ) ভণ্ডুলে—ভণ্ডুলে—ও কে—  
ও কে রে ? এঁ্যা—

ভণ্ডুল। দূর হোক্গে ছাই—মনে করেছিলুম বোলবোনা ! তা—ও যখন  
নিজেই এসে পড়েছে—

গুণ। এঁ্যা—সে কি ? আমি স্বপ্ন দেখছি নাকি ?

( হীনীতির প্রবেশ )

হীনীতি। আমিও দিনরাত স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বপ্ন যে সত্যিই ফলে  
গেল !

গুণ । কি—ব্যাপার কি ? এমন আশ্চর্য্য তো কখনো দেখিনি ! বাদের  
খুঁজি—বাদের জন্ত দিনরাত্তির প্রাণটা আমার কেঁদে কেঁদে ওঠে,  
আকুলি বিকুলি করে, সেই আমার ভাঙলে—সেই তুই সুনী ! তোরা  
—তোরা দুজনেই এখানে ? জয় ভগবান—জয় ভগবান ! ওঃ ! কি  
আনন্দ—কি আমোদ আজ আমার !

সুনীতি । তুমি—তুমি এখানে—কোথা থেকে ?

ভাঙল । ঐ জান্না টপ্কে !

গুণ । ডাকাতি ক'র্ত্তে এসেছি—লীলাকে লুটতে এসেছি—

সুনীতি । এঁা—সে কি ? ( বসিয়া পড়িল )

গুণ । না-না—লীলাকে বাঁচাতে এসেছি ! সব বোলবো—কোনো ভয়  
নেই । কোথায় লীলা—চন্—চন্ ভাঙলে,—চন্—সুনী ! একি ?  
সুনী—তুই এমন হয়ে গেছিস্ ? ন'ড়তে পাছিস্ না ? তোর কি  
অসুখ করেছে ?

ভাঙল । তোমাকে দেখতে না পেয়ে ও যেমন হেদিয়েছে,—আমিও  
তেমনি হেদোছি ! ও মেয়েমানুষ—পটকা ধাত,—টপ্ করে অসুখে  
পড়ে গেছে ! আর আমি শত বেটাছেলে—ভাবিতো মচ্কাই না !

গুণ । আয়—আয়—সুনী ! আমার হাত ধরে আয়—

সুনীতি । নাঃ—চল আমি যাচ্ছি—

গুণ । ওরে—ওরে—গুণধর যখন ডাকাতি ক'র্ত্তে ভয় পায়না, তখন  
আর সে বদনামেরও ভয় করেনা । চল আস্তে আস্তে—

( হাত ধরিয়া লইয়া গেল )



## চতুর্থ দৃশ্য

পূর্বোক্ত বাতীর পশ্চাদ্ভাগ ।

( খলিফা, রহমান, কেরামত আলী ও ওওয়াল )

খলিফা । ( উপর দিকে চাহিয়া শীঘ্র দিতে লাগিল ; পরে ঈষৎ উচ্চ হইয়া ) কেয়া ভয়া ! কুছতো মান্নন হোতা নেই ! ঠাকুরজি কা কব্তা ?

কেরা । মন্সাকো ভি কুছ পাত্তা নেহি মিল্তা ! রাত—হাম জান্তা কি এগারা বাজ্ গিয়া ! [পুনরায় শীঘ্র দিল]

খলিফা । আচ্ছা মান্নন নেহি হোতা কেরামত ! দেখো—হাম বুঝা কি—শালা বাতন হামলোক্কো সাথ ডব্‌মনি কিয়া ! আপ্না জাত-ভাইকে ওয়াস্তে হামলোক্কো মতলব সব ফীসায় দেনেকো সরা কিয়া !

রহ । হাঁ—হাঁ—সদ্বার ! হামলোক্ ভি ওহি সম্ভালা ছায় ! ও শালা কোই টক্‌টকি হোগা !

• খলিফা । তেরা টক্‌টকিকো বাপ্কো হাম জাহান্নাম্মে ভেঙ্গেগা ! কেরামৎ ! রহমান ! তোম্ দোনো আদমি উপর উঠ্ বাও ! এক আদমি কোই সুরৎসে ফটক্ খোল্ দেও,—আউর ডব্‌রা আদমি সবকো বাধ্‌নে লাগো !

কেরা । বহত আচ্ছা—

[ সকলের প্রস্থান ।

## শপথের দৃশ্য

লক্ষ্মী বাঈয়ের বাসাবাটীর পূর্বোক্ত গৃহ

সুনীতি, লীলাময়ী, গুণধর ও ভণ্ডুল।

( একপার্শ্বে মেজের উপর মনসাকে গুণধর বাঁধিয়া রাখিল )

গুণ। থাক্ বেটী—এইখানে বাধা থাক্। চোঁচাবি যদি—গলা টিপে  
তোকে পুত্ৰ-নো-বধ করে ফেলবো।

মনসা। দোহাই বাবা—আমি কিছু জানিনা বাবা—আমাকে মেরোনা  
বাবা—

লীলা। ওকে মেরোনা গুণ্‌দা ! স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলতে নেই—  
তুমি জানতো ?

সুনী। তুমি তো কখনো স্ত্রীলোককে ধমকে কথা কওনা ! তুমি ওর  
গায়ে হাত তুলবে ? ছিঃ—

গুণ। আরে দূর পাগ্‌লী ! আমি হাত তুললে এতক্ষণ ও বেটীর গঙ্গাজলী  
হয়ে যেতো ! বেটী ! তুমি গুণ্ডোদের চর হয়ে আমার বোনেদের  
সর্বনাশ ক'র্ত্তে এ বাড়ীতে চাকরাণী সেজে আছ ?

ভণ্ডুল। দোবো নাকি গুণ্‌দা—বেটীকে হেতিয়ার চালিয়ে ?

লীলা। থাক্—থাক্—ভণ্ডুলে ! ওর যথেষ্ট হয়েছে ! গুণ্‌দা ! ওর দোষ  
কি ভাই ? ও পরসার লোভে এ কাজ ক'র্ত্তে এসেছে ! বুঝতে  
পেরেছি,—এ সমস্ত আমার কাকামশায়ের ষড়যন্ত্র ! এখন এ যাত্রা  
উপায় কি ? পুলিশে খবর পাঠালে হয়না ?

গুণ। রাস্তায় বেরুবার যে কোন উপায় নেই দিদি ! চাঙ্গিকে গুণ্ডোর

দল বাড়ী ঘেরাও করে দাড়িয়ে আছে। এ বাড়ী থেকে বেরুলেই  
সর্বনাশ!

ভুল। আমি হেতিয়ার নিয়ে ছুটে ফুড়ুং করে বেরিয়ে একেবারে  
কাঁড়িতে যাইনা?

গুণ। তুই পার্কিরে ভুল?

ভুল। হ্যাঁ,—কেন পার্কিনা?

[ ভুলের প্রস্থান।

লীলা। না—না—তুমি ছেলেমানুষ! একি? ও যে সত্যিই চলে গেল,—  
ওকে বদ্মায়েস্‌রা যদি মারে-ধরে? একবার টেলিফোঁ ক'র?

( ইত্যবসরে জানালা ডিফাইয়া পরে পরে কেরামত ও রহমান  
গুণ্ডাঘরের ঘরের ভিতরে প্রবেশ )

কেরা। শালা বেইমান—( গুণধরকে আক্রমণ করিল )

গুণ। লীলি—সুনী—শীগুগির পালা—অন্ত ঘরে যা—

কেরা। পাক্‌ড়াও ঐ বঢ়িহাঁ আওরাংকো—দোনোকো—

( যে গুণ্ডা লীলাকে ধরিতে গেল,—তাহার মাথায় লাঠি মারিয়া গুণধর  
তাহাকে ভুতলশায়ী করিল। গুণধর—কেরামত এবং অন্ত গুণ্ডার  
সহিত লাঠিকীড়া করিতে করিতে বলিতে লাগিল )

গুণ। লীলি—সুনী! তোরা শীগুগির অন্ত ঘরে পালা—

( বিষয়-আতঙ্কে শিহরিয়া লীলি ও সুনী পলাইয়া গেল )

কেরা। শালাকো জান্সে মার্ ডালো—

গুণ। প্রমাই ফুরিয়ে থাকে—নিশ্চয় ম'রক্স,—কিন্তু তোদের শেষ না  
করে ম'রক্সনা!

[ গুণধর মাথায় আহত হইয়া ছিগুণ উৎসাহে কেরামত ও রহমান গুণাকে সেনা ভূতলে মুচ্ছিত করিয়া ফেলিল, অমনি পশ্চাদিক হইতে খলিফা আসিয়া তাহাকে ধূপটাইয়া ধরিল। দুইজনে ধস্তাধস্তি করিতে করিতে গুণধরের কোমর হইতে পিস্তলটা দূরে পড়িয়া গেল। ইতাবসরে খলিফা তাহাকে ভূতলে চিৎ করিয়া ফেলিয়া ছুরি বাহির করিয়া তাহার বুকে বসাইবার উদ্যোগ করিল। গুণধর খলিফার ছোরা-গুচ্ছ হাতখানা ধরিয়া উপর দিকে রাখিল। এমন সময় আব্দুল্লাহ বেশে সুনীতি আসিয়া পরে ঢুকিল। তাহার সমস্ত অঙ্গ অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ভীষণ কাঁপিতেছে। বিস্ফারিত দুই চক্ষু দিয়া অন্তরের ভার-চাপা প্রচ্ছলিত অগ্নি—সেন বাহির হইয়া আসিতেছে। প্রতি পদক্ষেপে পাতন-বেগ হইতে নিজেকে কোন রকমে রক্ষা করিয়া,—সে পিস্তলটার কাছে গেল। পরে পিস্তলটী কুড়াইয়া লইয়া গুণধরের হাতে গুঁজিয়া দিল। গুণধর খলিফার দিকে পিস্তল লক্ষ্য করিতেই—খলিফার হাত হইতে ছোরা খসিয়া পড়িল। সে গুণধরকে আত্মসমর্পণ করিতেই—গুণধর তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া—তাহার বুকের উপর বসিয়া—তাহার ললাটের উপর পিস্তল লক্ষ্য করিয়া রহিল ।]



ବିପ୍ଳବୀ ଅନ୍ଧ-ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମିଳିତ

କାହାଣୀ ବାହାରେ ବାହାରେ ବାହାରେ ବାହାରେ



# পঞ্চম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

তরুণ চৌধুরীর অফিস।

[ হতাশ ও বিষণ্ণভাবে কানাইলাল ধীরে ধীরে পায়েচারী করিতেছে। দেওরার  
পায়ে বড় বড়িটায় সবেমাত্র টং টং করিয়া এগারোটা বাজিল ]

কানাই। আর কি ? আশা ভরসা সব শেষ ! ঐ এগারোটা বাজলো—  
আর ঘণ্টাপানেক পরেই বারোটা—

( নিরঞ্জনকুমার ও নারায়ণপুরজামবাসীগণের প্রবেশ )

কানাই। এই যে—এই যে ! পেলেনা ? কোথাও সন্ধান পেলেনা ?  
নির। তোমার যেমন আজ্ঞাবি সপ্ন ! মিচিমিচি নিজেও হাররাগ হলে,  
আমাদেরও হাররাগ ক'রলো ! কদিন এই কলনে মিলে কলকেভায়  
পড়ে থেকে—যে যার কাজকর্ম কানাই করে—বৌবাজার, ধর্মভাণ্ডার,  
কিরিসিপিড়া, ইংরেজ কোয়ার্টার তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে—

আঃ-গণ ! এদেশে থাকলে নিশ্চয়ই আমরা খুঁজে ব'ার কর্তুম।

নির। তার আশা ছেড়ে নাও ভায়া ! বড়বাবুর সে মেয়ে কি আর  
বেঁচে আছে ? থাকলে—তোমার দেওয়া বিজ্ঞাপন কি একদিনও তার  
চোখে পোড়তো না ?

কানাই। তোমরা আমাকে পাগলই বল, আর বাই বল,—আমি এখনও  
ব'লছি,—সে নিশ্চয়ই বেঁচে আছে এবং এই সহরেই কোথাও

আছে ! বিষয় তার অদৃষ্টে নেই,—তা না থাক,—তবু আমি তাকে  
খুঁজে বা'র ক'রছি !

নির । সে যাহোক পরে কোরো । তোমার মামা, নন্দকিশোর, জমীদার  
মশাই,—এঁরা সব কোথায় ?

কানাই । মামা পাশের ঘরে আছেন,—এঁরা সব এখনও হাজির হননি ।

[ প্রস্থান ।

প্রাণ-গণ । চল নিরঞ্জন দাদা—আমরা যাই !

নির । দাড়ানা—শেষটুকু দেখে যাই ! জলে কি রকম জল বাঁধে  
দেখনা রে ছোড়ারা ! ওই সব আসছে না ?

( তৎকণ চৌপুরী, কানাইলাল, অমৃতকুমার, নন্দকিশোর, পরেশ ঠাকুর ও  
অমৃতকুমারের পরিচয়গণের প্রবেশ )

অমৃত । কটা বাজল ?

তৎকণ । এগারোটা—

অমৃত । আমার ঘড়ীতে তো প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে ! আপনার  
ঘড়ীতে সবে মাত্র এগারোটা,—কি—রকমটা কি ?

তৎকণ । আপনার ঘড়ি অহ্লাদে এখন Race-এর ঘোড়ার মতন  
দৌড়ুচ্ছে,—কি বলেন ? তাই নয় ?

অমৃত । হা হা হা—বেড়ে বলেছেন—বেড়ে বলেছেন ! উকীল মানুষ  
কিনা,—বড় রসিক—বড় রসিক ! কি বল হে নন্দকিশোর ?

হা—হা—হা—

নন্দ । Solicitors are money-eaters—সুতরাং always merry-



chatters—very witters ! ভারি রসিক—হরদম্ দেল্গোস্ !

হা—হা—হা—

অনুত । ( গ্রামবাসীগণের প্রতি ) এই যে—তোমরা সব এসেছ ! বেশ করেছ—বেশ করেছ—ভালই হয়েছে ! শত্রুমিত্র সব রকম লোকই থাকে ভাল ! অত বড় বিষয়টা দেখল হ'চ্ছে,—শেষে কেউ না বলে—ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে ।

নির । আর বল্লেই বা ! আপনার ও চাল তৈরী করবার চানড়ায় তো লাগে বসবে না !

অনুত । তা যাই বল,—আমি কিন্তু তোমাদের জলযোগ না করিয়ে ছাড়বো না । যেও—যেও—সব দলবদ্ধ হয়ে কাল সকালে আমার দজ্জীপাড়ার বাড়ীতে যেও ! সকালে হরিসংকীর্তন হবে—ভুনো ! তটো চারটে হরির লুট খেয়ে এস !

নির । তা খাব বই কি ? আপনি এত বড় বিষয়টা লুট ক'ল্লেন,—আমরা হরির লুট খাবনা ? হরির লুটও খাব—হরিবোলও দোবো !

অনুত । কানাই বাবাজীর কি শরীরটা বড়ই অসুস্থ বোধ হ'চ্ছে ?

তরুণ । রায় বাহাদুর ! আমার মিনতি—ওর সঙ্গে আপনি বাক্যালাপ ক'ল্লেন না ! ছেলেনাচুব—হুংখে শোকে বেচারী নিতান্ত কাতর

• হয়ে রয়েছে । বুঝতে পাচ্ছি—ওর নাননিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ—নন্দ । Why ? what is the reason ? কেন ? কোন্ অজুহাতে ?

বিস্কা ফাটে—উস্কা ফাটে—দোবীকো ক্যা ?

কানাই । খবরদার—মুখ সামলে কথা ক—হারামজাদা—পাজী—  
ওয়ার !

নির । ছিঃ—কানাই ভায়া ! লেখাপড়া শিখে তুমি এত অপর্যায় হ'চ্ছ ?

ছিঃ—ওদের কথায় কান দিয়ে অনর্থক মাথা গরম করে কোন দরকার নেই !

হুঃ—কানাই ! যা বাবা—তুই পাশের ঘরে এঁদের নিয়ে বিশ্রাম কর্গে । রায় বাহাদুর ! আপনি একটু বিশ্রাম কর্গেন আসুন,—এখনও আধ ঘণ্টা দেৱী আছে । ঠিক সময় আপনাকে কাগজপত্র সব বুঝিয়ে দেব ।

[ প্রস্থান ।

নন্দ । রায় বাহাদুর ! Half-an-hour more ! আর আধ ঘণ্টা সময় আছে,—আমার তা হ'লে থাকবার আর দরকার কি ? আমি দেখিগে—বাড়ীতে থেম্‌টাউলীর দল গেল কিনা ! আর যাবার মুখে খবরটা নিয়ে যাব—এখানে কতদূর কি হ'ল ?

অদ্বুত । এঁ্যা—এত রাতে থ্যাম্‌টাউলী আসবে কোথা থেকে ?

নন্দ । What do you say—my Lord—রায় বাহাদুর ? আপনি হবেন আজ রায়বংশের একছত্র সন্ন্যাসী,—Emperor of গঙ্গামণ্ডল-গোছের জমিদারী । আজ আপনার Coronation—অভিষেক হ'চ্ছে । সেইজন্তে উৎসব কর্ত্তে একদল থ্যাম্‌টাউলী আন্‌তে লোক পাঠিয়েছি । আজ আপনার লক্ষ্মীলাভ হবে ! আপনিও মটুকটা মাথায় দিয়ে গদীতে বসবেন,—আর তারাও অম্নি ঘুমুর পায়ে নাচ'তে নাচ'তে বেঝবে,—“রাম রহিম না জুদা করো ভাই,—এত্তা জঞ্জাল !”

অদ্বুত । আরে ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা—ও কাজ কর্ত্তে আছে ? হ্যা—হ্যা—হ্যা—নন্দকিশোরটা আচ্ছা ছেলেনাহুষ ! হ্যা—হ্যা—হ্যা—কি বল হে পরেশ ঠাকুর ?

পরেশ। না—না—বড় সদাশয় লোক উনি,—আপনার পরম হিতৈষী !  
নির। একেবারে বিশ্বমিত্তির ঋষি ! রাজা হরিশ্চন্দ্রকে উয়োর চরিয়ে  
ছাড়বেন ! কাজের হৃদ ক'ল্লে বাবা—কি বল হে ?

( কাগজপত্রাদি লইয়া তরুণ চৌধুরী ও কানাইলালের প্রবেশ )

তরুণ। আসুন রায় বাহাছর—সব বুঝিয়ে দিই ! যা—যা—বাবা  
কানাইলাল ! তুই যা—বারোটা বাজতে দেবী নেই। আমি বিষয়-  
আশয় ঠুঁকে বুঝিয়ে পড়িয়ে দিতে শুরু করি। আসুন রায়বাহাছর—  
অফিসঘরে !

কানাই। হা জগদীশ্বর ! একি তোনার বিচিত্র লীলা ?

(প্রস্থানোত্তত)

( লহমী বাড়ির প্রবেশ )

লহমী। জগদীশ্বরের বিচিত্র লীলা না হ'লে কি লীলা বেঁচে থাকে ?

সকলে। এঁয়া—সে কি ?

কানাই। কে—কে—কে মা তুমি ? কে তুমি দেবী ?

লহমী। ব্যস্ত হবেন না। ব'ল্ছি—কে আমি ! আগে শুনি—

আপনিই কি কানাই বাবু ?

কানাই। হ্যাঁ—মা—হ্যাঁ—আমিই হতভাগ্য কানাইলাল মুখোপাধ্যায় ।

লহমী। আর আপনার মামা—তরুণ চৌধুরী মশাই ?

তরুণ। আমি। আপনি কে ? এত রাত্রে কোথা থেকে আসছেন ?

লহমী। “দৈনিক বার্তাবহে” যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।

কানাই। লীলা—লীলা—লীলার জন্ত উনি অনেকদিন থেকে বিজ্ঞাপন  
দিচ্ছেন। সে লীলা কি বেঁচে আছে মা?

লক্ষ্মী। আছে।

সকলে। আছে?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ—আছে;—আমার বাসাতেই আছে।

অদ্ভুত। মিথ্যা কথা। অসম্ভব!

নন্দ। Get out you begger—ভাগো হিঁয়াসে—

কানাই। চুপ র্যও হারামজাদ—

( ধাক্কা মারিয়া নন্দকিশোরকে ভূতলে ফেলিয়া দিল )

অদ্ভুত। একি—একি—কানাই—

নন্দ। You see—you see—my Lord! এই সাম্নে Highcourt  
of Judicature—কাল হাম নালিশ কর্ দেগা—Attempt to  
murder—Defamation—মানহানির নালিশ! ফের্ জেল দেগা—

লক্ষ্মী। ছিঃ কানাইবাবু! এখন ঝগড়াবিবাদের সময় নয়। আসুন  
আমার সঙ্গে,—লীলাকে নিয়ে আসবেন!

তরুণ। আপনি কি—

লক্ষ্মী। ভিখনজি দামোদরের কথা—নাম লক্ষ্মীবাদ্দি!

কানাই। আপনি? আপনি? নারী শিল্পসজ্জের প্রতিষ্ঠাত্রী—পুণ্যবতী  
লক্ষ্মীবাদ্দি,—আপনিই তিনি? লীলা আপনার আশ্রয়ে?

তরুণ। তা হ'লে তাকে সঙ্গে করেই আনলেন না কেন?

লক্ষ্মী। হুজনে আস্‌বো ভেবেছিলুম। ট্যাক্সি পেতে দেবী হ'ল,—  
এদিকে রাত্রি এগারোটা বাজে দেখে—আমি বিষয়-হস্তান্তর-ব্যাপারটা

রোধ করবার জন্তে তাড়াতাড়ি এসেছি। এইবার চলুন তরুণ বাবু—  
দয়া করে আমার বাসায়!

অদ্ভুত। আর যদি সে লীলা না হয়? যদি জাল লীলা হয়—তাহ'লে—  
লছমী। তা হ'লে যেমন হ'চ্ছিল—সেই রকমই হবে।

তরুণ। লীলা সত্যি কি জাল—চলুন—আপনি স্বচক্ষে দেখবেন চলুন।  
নন্দ। আপ মং ঘাড়াইয়ে জনাব! I can swear,—সেখানে—  
সেখানে কেন? এ ছনিয়ায় লীলা নেই।

লছমী। কানাইবাবু—তরুণবাবু! আর অনর্থক বিলম্ব করে ফল কি?  
ঔঁরা নং যান—আপনি—আপনি Attorney,—আর কানাইবাবু  
আমি সাক্ষ্য—আর আর—

নির ও গ্রাঃগণ। আমরাও সাক্ষ্য—

কানাই। চল—চল মামা—বারোটা বাজে। যার বিষয়—তাকে ডেকে  
এনে—তার হাতে তুমিই তুলে দাও মামা! অনেক সন্ধান করেছে,—  
অনেক উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় ক' বছর যাপন করেছে,—এতদিনে তার  
সুফল হ'ল। জয় জগদীশ্বর! আসুন—

[ লছমী, কানাই, তরুণ, নিরঞ্জন ও গ্রামবাসিগণের প্রস্থান।

অদ্ভুত। এঁরা—কি হ'ল? চাকা ঘুরে গেল নাকি?

নন্দ। Dont' worry! ও লীলা জাল—আমি Prove কর্ দেগা।

পরেশ। আর পুরুভ্ কর্ দেগা! আমি এই তরুণ্ করে সটান নারায়ণ-  
পুর—হাঁটা পথে!

[ প্রস্থান।

( নেপথ্যে মোটরের হর্ণ শব্দ )

তরুণ। ( নেপথ্যে ) রায় বাহাদুর!

অদ্ভুত । হ্যাঁ যাই ! চল দেখি—ব্যাপারটা কি ! আরে ছ্যাঃ নন্দকিশোর !

তুমি একটা বুনো শোর !

নন্দ । ব্যস্—No more ! ঘাবড়াইয়ে মাং জনাব !

[ সকলের প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

লছমীর বাসাবাটীর পূর্বোক্ত কক্ষ

[ হস্তপদ রজ্জুবদ্ধাবস্থায় খলিফা শায়িত । মনসাও সেইভাবে বন্দিনী হইয়া

রহিয়াছে । একপার্শ্বে কেরামৎ ও গুণ্ডাগণ রক্তাক্ত কলেবরে বন্ধনাবস্থায়

মুচ্ছিত । পিস্তুলহস্তে খলিফাকে লক্ষ্য করিয়া গুণধর দণ্ডায়মান ।

অনীতি গুণধরের মাথার ক্ষত ধৌত করিয়া দিতেছে ।

লীলা গুণধরের নিকট দণ্ডায়মান ]

খলিফা । ঠাকুরজি ! মাপ কিজিয়ে । আর এইস' কাম হামি জনমে  
কখনো কর্বনা । হামকো জানমে মং মারো ।

গুণ । তোকে—তোকে খুন কর্বনা । খুন ক'ল্লে—ফাঁসি যেতে হবে—  
সেই জন্তে তোকে খুন কর্বনা । কিন্তু তোকে একটা ভীষণ শাস্তি  
নিজের হাতে না দিলে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হবেনা । কি শাস্তি দিই ?  
তোরা পা দুটো খোঁড়া করে দিই ।

খলিফা । মাপ—মাপ কিজিয়ে—

অনীতি । আহা—বড় কাতর হয়েছে । দাও—ওকে ছেড়ে দাও !

গুণ । হা—হা—ছেড়ে দোবো কিরে পাগলী ?

লীলা । না,—ছেড়ে দিতে বলি না । পুলিশে দেওয়াই ঠিক ! তগুলো  
চাকর সঙ্গে নিয়ে পুলিশ ডাক্তারে গেছে—

গুণ । পুলিশে তো তোমরা দেবে ! আমি কিছু সাজা দোবোনা—ওকে  
আর এই হারামজাদীকে ? দেখ—পিস্তলে কাজ নেই—এই ছুরি  
দিয়ে—এই ছই বেটা বেটীর নাককাণ কেটে দিই !

খলি ও মনসা । মাপ করো—মাপ করো— ( ক্রন্দন )

সুনীতি । তুমি ত এমন ছিলে না গুণদা ? যত বড়ই শত্রু হোক—কেউ  
কেঁদে মাপ চাইলে—তুমি তো চিরদিন তার সকল অপরাধ ভুলে  
তাকে মাপ করেছ ?

গুণ । তখন বোকা ছিলুম,—জানোয়ার ছিলুম,—তখন ছনিয়া চিন্তে  
পারিনি রে সুনী—তাই চিরদিন পরের দুঃখকান্নায় কেঁদেছি—দয়া  
করেছি—মাপ করেছি ! এখন চোখ খুলেছে,—এখন বুঝতে পেরেছি,  
এই পৃথিবীতে দয়াধর্মের পুরস্কার নেই ! এ পৃথিবীতে ভাল  
লোক হ'তে নেই ! এ পৃথিবীর মানুষ সব শয়তান,—সব নেমক-  
হারাম,—সবাই অধর্মে !

লীলা । হোক—তা বলে তুমি শয়তান হবে কেন ভাই ? একজন বড়  
দরের পণ্ডিত বলেছেন,—“তুমি অধম বলে আমি উত্তম হব না কেন ?”  
জানি—এ পৃথিবীতে তোমার ওপোর অনেক অত্যাচার হয়েছে !  
জানি, তুমি অকারণে অনেক নির্যাতন অপমান বদনাম সহ্য  
করেছ,—অনেকে তোমার সঙ্গে কৃতব্রতা করেছে ! তা ক'ল্লেই বা !  
ধর্মের স্মৃফল—একদিন না একদিন পাবেই ভাই !

গুণ । যাক—লীলা ! অনেকদিন তোকে দেখিনি—অনেক দিন তোর  
মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনি নি ! তোর কথায় আমি ওদের ছেড়ে দিলুম !

লীলা । তুমি আমার জীবনরক্ষক—তুমি আমার পিতৃতুল্য ! তোমায়  
কোটা কোটা নমস্কার—

কানাই । ( নেপথ্যে ) লীলা—লীলা—

লীলা । এঁয়া—কে ? কে লীলা বলে ডাকলে ?

গুণ । এ যে কানাই মাষ্টারের গলা !

সুনীতি । হ্যাঁ—তিনিই ।

লীলা । কানাই ? কানাইলাল ? কানাইলাল এসেছে ?

( ভণ্ডার প্রবেশ )

ভণ্ডার । রাস্তাদিদি—গুণ্দ্দা—শীগগির চলো ! কানাইদা এসেছে—তরুণ  
বাবু এসেছে—জমিদার টমিদার কত লোক এসেছে ! এস—এস—  
শীগগির এস—

লীলা । এঁয়া—এসেছে ? কই ?

[ লীলা ও ভণ্ডারের প্রস্থান ।

গুণ । এখানেও কানাই মাষ্টার ? আবার সেই গায়ের লোক ? এই সুনী  
আর আমি ? আবার আমাদের মাঝখানে কানাই মাষ্টার ? আবার  
বদনাম ? উঃ—না—বরদাস্ত হবেনা ! সুনী ! আমি চলুন—

[ প্রস্থানোচ্ছত ]

সুনীতি । আর আমি ? যে কদিন পোড়া দেহে প্রাণটা আছে—এই  
তোমার আমার বদনাম্ স্তন্থে স্তন্থে সেই প্রাণটা আমার ত্যাগ  
ক'র্ত্তে হবে !

গুণ । তাহ'লে কি ক'ৰ্ণি ?



সুনীতি। আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও। আমি কিছুতেই ও

কাছে এ মুখ দেখাবো না। আমি রুগ্ন—ম'র্দে বসেছি! যদি না নিয়ে যাও,—আমি আত্মহত্যা ক'র!

গুণ। আচ্ছা—তাই চল—তাই চল। যেখানে হুচক্ষু যায়,—চল—হুজনে চলে যাই! কিন্তু তুই যে বড় দুর্বল,—কাপড়িস্ যে! চ'লতে পারিস্? ঐ এলো—ঐ সব আসছে—চল! তোকে কোলে করে নিয়ে লুকিয়ে পালাই চল—

[ গুণধর সুনীতিকে টানিতে যাউতেই দেখিল সুনীতি কাপিতেছে ও ডাকের কানিতেছে। গুণধর কাছে যাউতেই সুনীতি তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল ]

গুণ। এ কি সুনী—( সুনীতি রক্ত বমন করিল ) ইন্—এ যে রক্ত!

[ গুণধর উত্তি চেয়ারে সুনীতিকে শোয়াইয়া দিল। সুনীতি অচেতন হওয়া পড়িল ]

গুণ। সুনী! সুনী! এ কি? সুনী!

## তৃতীয় দৃশ্য

( কানাই, লীলা, লতী, তরুণ জোড়ী, অতুলকুমার, নন্দকিশোর,  
নিরঞ্জন ও গ্রামবাসিগণের প্রবেশ )

কানাই। লীলা—লীলা—আমি জানতুম—তুমি বেঁচে আছ!

লীলা। কিন্তু কানাইবাবু—আমার বেঁচে থাকায় তো স্তব্ধ নেই! বরং আজ যদি আমার বাবা বেঁচে থাকতেন—

তরুণ। লীলা মা! ও সব কথাই এখন সময় নয়। এই নাও—তোনার পিতামহের উইল! এখনও বারোটা বাজেনি! রায় বাহাদুর! আপনি কিছু ব'লতে চান?

( ভণ্ডুল, ইন্সপেক্টর্, পাহারওয়ালা, রহমানের দলের লোক  
ও প্রতিবেশিগণের প্রবেশ )

ইন্স। ওঁর বলবার এখানে বিশেষ কিছু নেই ! আমরা ওঁকে আর  
ওঁর সাজপাঙ্গদের arrest ক'র্ত্তে এসেছি ! জমাদার ! এই লেউণাকো  
সাথ যাও,—বদমায়েস লোক কাঁহা বাকী হায়,—থানামে সব্‌কইকো  
লে যাও !

[ জমাদার ও ভণ্ডুলের প্রস্থান ।

তরুণ । ব্যাপার কি ?

ইন্স। এক কথায় বুঝিয়ে দিই মিঃ চৌধুরী ! এই রায় বাহাদুর, আর  
এই নন্দকিশোর বাবু—যুক্তি করে শুভার সন্দার খলিফাকে লাগিয়ে  
লীলানয়ীকে এই সম্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় কথ্য বছমী বাঈয়ের বাড়ী থেকে  
চুরি কক্কার মতলব করেছিলেন ।

অদ্ভুত । এঁা—সে কি ? কে এমন কথা ব'লে ?

ইন্স। ব'লে—এই খলিফার দলের লোক ! এ রাত্তায় পাহারা দিচ্ছিল !  
এই বদমাস ! সব সাচ্‌ বোলেগা ?

খলিফা । ইঁা—খোদাবন্দ—একদম্‌ ঝুট নেহি বোলেগা !

ইন্স। বাস্—রায়বাহাদুর—নন্দকিশোর ! এইবার দয়া করে হাতকড়ি  
গহনা প'ক্সেন কি ?

অদ্ভুত । এঁা—সে কি—সে কি ? অ তরুণবাবু ! আমি—আমি—  
আমি তো কিছুই জানি না—

ইন্স। এখন ও কথা বলে চ'ল্বে কেন রায়বাহাদুর ? এত বড় একটা  
কাণ্ড ক'ল্লেন,—এতকাল ধরে এত কীর্তি করে আসছেন,—একটা

শুধু ছোটো-খাটো “জানিনা” ব’লেই কি আপনার নিজের হাতে  
জালানো আগুন একেবারে নিভে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ?

অদ্বুত । অ্যা—তা—তা—তরুণবাবু—আমি—আমি—আমি—এ সব  
আমার মতলব নয় । এই সব নন্দকিশোর—নন্দকিশোর—

নন্দ । এইসা বুঝা বাৎ মৎ বোলনা জনাব ! ছিঃ—ছিঃ—রায়বাহাদুর !

I am innocent—মাঁচ্চা আদমি—আমার ঘাড়ে দোষ চাপালে  
চাল্বে কেন ? Mr. Inspector ! my Lord সাহেব ! আপ-  
নু হকুম দেই তো—I can be approver ! আমি আদালতে সব  
প্রকাশ করে দিতে প্রস্তুত ছায় ।

অদ্বুত । এ্যা—লীলা—লীলা—তোর মনে এই ছিল মা ?

লীলা । সত্যিই আমার মরহাই উচিত ছিল কাকাবাবু ! কিন্তু কি ক’রুঁ—  
অথগু প্রমাই নিয়ে এসেছি । কই মাড়ের প্রাণ—কিছুতেই বেরুলো  
না । তরুণ মামা—তরুণ মামা—কোন রকমে কি কাকাবাবুকে.....  
.....ইন্স্পেক্টার বাবু—

ইন্স । Impossible—অসম্ভব ! চলুন রায়বাহাদুর—চলুন নন্দ-  
কিশোর বাবু—

[ অদ্বুতকুমার ও নন্দকিশোরকে বাঁধিয়া প্রস্থানোচ্ছত ।

লীলা । ( ছুটিয়া গিয়া ইন্স্পেক্টারের পদতলে পড়িয়া ) দয়া করুন—দয়া  
করুন—

ইন্স । পাপীর প্রায়শ্চিত্ত না হ’লে সে যে পাপমুক্ত হয় না মা !

[ আসামীগণকে লইয়া প্রস্থান ।

লীলা । চাই না—চাই না আমার বিষয় ! কানাইবাবু ! তরুণ মামা !  
কাকাবাবুকে রক্ষা করুন !

( ভূতলে বসিয়া ক্রন্দন )

কানাই। ছিঃ লীলা—তুমি এমন অবুঝ হ'চ্ছ কেন ? ইনস্পেক্টার বাবু ঠিক বলেছেন,—পাপের শাস্তি যদি না হয়, তা হলে পৃথিবীতে পাপ যে ভীষণ হয়ে উঠবে ! গুঁর জন্ত হুঃখ করা—কাদা তোমার উচিত নয় !

লীলা। তরুণ মামা ! কাকাবাবুর জন্তে অন্ততঃ Bailএর চেষ্টা—  
তরুণ। সেই কথাই আমি ভাবছি লীলা ! কানাই ! তোরা সব এইপানেই থাক—আমি একবার এই রাতেই Bailএর চেষ্টা করি ।

[ তরুণ চৌধুরীর প্রস্থান ।

( ভগ্নলের প্রবেশ )

ভগ্নল। ওগো—তোমরা সব এখনি এসো—সুন্দীদি কেমন ক'চ্ছে :

গুণ্দ্দা তার কাছে বসে কাঁদছে ।

কানাই। গুণ্দ্দা এখানে ?

লীলা। সেই তো এত কাণ্ড ক'রে ! আজ তারই দয়ায় তো আমরা জীবন রক্ষা ক'র্ত্তে পাল্লুম ।

ভগ্নল। উঃ—কি রকম লাঠি খেললে গুণ্দ্দা ?

কানাই। গুণ্দ্দা এখানে কি করে এলো ?

লীলা। গুণ্ণোদের দলে কি রকম করে গিয়ে শোনে যে তা'রা আমাদের বাড়ী লুট ক'র্ত্তে আসছে । গুণ্দ্দাই আগে সন্ধান পেয়েছিল—কাকা-বাবু আর নন্দকিশোর বাবু—আমাদের খুন করবার ষড়যন্ত্র ক'চ্ছেন—

ভগ্নল। ওগো—কথা পরে কোয়ো—এখন শীগ্গীর এস !

[ সকলের প্রস্থান ।

## চতুর্থ দৃশ্য

লছমীর পৃষ্ঠোক্ত বক্ষ

[ ইঞ্জি চেয়ারে স্থনীতি শায়িতা,— গুণধর তাহার পাখে ভূতলে

অধোমুখে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছিল । অকস্মাৎ

স্থনীতি আবার ভয়ঙ্কর কাসিয়া মুখ দিয়া রক্ত

তুলিল । গুণধর গান্ধী দিয়া

মুড়িয়া দিল ]

গুণ । উঃ স্থনী ! মুখ দিয়ে তোর ভয়ানক রক্ত উঠছে যে রে !

স্থনী । ও রক্ত নয়—গুণ্দ্দা—ও আনার পারে যাবার নেনমন্তরের চিঠি !

তুমি জান তো গুণ্দ্দা,—সকল শুভকাজের নেনমন্তরের চিঠি ছাপা

হয় লাল কালিতে ! এ আনার নেনমন্তরের চিঠি এসেছে !

গুণ । কি ব'ল্‌ছিস্—স্থনী ? ( চোখ মুছিল )

স্থনী । কাদছ কেন গুণ্দ্দা ? আমি চলে যাব বলে ?

গুণ । না বোন্—সে জন্তে নয় ! যদি তুই আজ সত্যিই চলে যাস্ স্থনী,

যদি সত্যিই তোকে আটকাতে না পারি ভাই,—সে জন্তেও ছঃখ ক'র

না । কেননা—এখান ছেড়ে তুই যেখানে যাবি,—শুনেছি, সেখানে

কোনো হিংসে নেই,—কোনো অত্যাচার নেই—কোন অশান্তি নেই !

এত ছঃখের পর যদি তুই শান্তি পাস্,—তবে যা বোন্—সেই

শান্তিধামে—

স্থনী । আমার কাছে এসে বোসো—আমি তোমায় দেখতে দেখতে

আন্তে আন্তে চলে যাই ( গুণধর বসিল । স্থনী নিজের হাত গুণধরের

হাতের মধ্যে তুলিয়া দিল ) গুণ্‌দা ! আজ আর আমার কোনো লজ্জা নেই, কোনো ভয় নেই ! কিন্তু তুমি—তুমি যখন গাঁয়ে ফিরে যাবে—যখন তোনায় সকলে আমার কথা জিজ্ঞাসা ক'রবে,—তখন—তখন তুমি তাদের কি ব'লবে ?

গুণ । ঠাকুর ভাসান দিয়ে যখন লোকে ঘরে ফিরে যায়—তাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে ? চোখের কোণে জল দেখে ও কি তাদের কিছু বুঝতে বাকী থাকে রে ?

( হুণীতির হাত ছাড়িয়া দিয়া মুখ নীচু করিল )

হুণী । আমি তো থাকবো না গুণ্‌দা ! আমার অসাক্ষাতে যদি লোকে আমার নিন্দা করে,—তাদের বোলো—(শ্রীতম্বে) দেবতাকে ভক্তি-অঙ্কাজলি দিয়ে পূজা ক'রো যদি—

হুণীতি হঠাৎ থামিয়া গেল ও দরজার দিকে ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল ।

কানাই নাজ দ্বার খেলিয়া মুখ বাড়াইয়াছে—

গুণ । চুপ ক'লি কেন হুণী ? বল—

[হুণীতি ইজিতে ঘরের দিকে দেখাইয়া দিল । গুণধর সেইদিকে ফিরিতেই কানাইকে দেখিতে পাইল]

হুণী । ( চীৎকার করিয়া উঠিল ) গুণ্‌দা ! আবার বুঝি আমাদের—না—না—আমি তা সহ ক'র্ত্তে পারব না—আমায় বাঁচাও তুমি !

গুণ । ভয় কি হুণী ? চুপ কর ! (কানাইকে) আমি জানি—কেন তুমি এসেছ !

কানাই । ছিঃ—ছিঃ—গুণ্‌দা !

[ কানাই একটু অগ্রদূত হইল । আশু আশু লছনী ও লীলা,

পরে ভুল ঘরে প্রবেশ করিল ।

সুনী । কানাই দা ! তোমরা কেন গুণ্দের কাছে মিথ্যে অপমান করছ ?

কানাই । অপমান নয় সুনীতি ! গুণ্দের যে আমরা কত ভালবাসি তা

তুমি জাননা ; সেই গুণ্দের অধঃপতনে—

গুণ । আমার—কি ?

ভুল । লোককে বলবার অবসর দিলে হোকে কেন বলবেনা ?

সুনী । সে দোষ আমার ভাই ভুলে—সে দোষ আমার !

গুণ । থাক সুনী—আমাদের কাজের কোন কৈফিয়ৎ আমরা দোষো না !

কানাই মাষ্টার ! তোমার আইনে যদি আমরা দোষী,—আমরা তার  
প্রতিবাদ করব না ! এখন দয়া করে এখান থেকে চলে যাও ! সুনীর  
বড় অসুখ,—ওর অসুখ আরও বাড়বে !

সুনী । কিন্তু কৈফিয়ৎ আমায় দিতে হবে,—আমার নিজের জন্তে নয়

গুণ্দের—তোমার জন্তে ! আমার যা শান্তি হবার হয়েছে,—কিন্তু তুমি  
কেন নির্দোষী হয়ে শান্তিভোগ করবে ? বড়নী দিদি !

লছনী । কি দিদি ?

( লছনী কাঁচা আসিল )

সুনী । দিদি ! ভালবাসা কি পাপ ?

লছনী । ভালবাসা পাপ—কে বলে ? এ যে ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান এ  
পৃথিবীতে ! যে ভালবাসা প্রচার পবিত্র সৃষ্টিকে গৌরবান্বিত করে,  
সে পাপ হবে কেন বোন ? তবে, যে ভালবাসা লক্ষ্যহীন,—অচিন্ত্য পথে  
নিয়ন্ত্রণ,—সে লালসা,—সে পাপ,—কারণ, সে অতৃপ্ত—সে লক্ষ্যহীন !

সুনী। তবে আমি পাপ করিনি। আমার প্রেম লক্ষ্যহীন নয়, অতৃপ্ত নয়। ঈশ্বতারা মত সে আমার—সে আমার গতিকে লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে গেছে ! সে অবিনশ্বর—সে শাস্ত !

লছমী। কি ব'লছ বোন ?

সুনী। ( উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিয়া ) প্রাণের ভেতর একখানি দেবমূর্তি আমি এঁকে রেখেছি,—দেবতার মত ভক্তিপ্রদাজ্জলি দিয়ে পূজা ক'রব'লে ;—অতি নীরবে—অতি গোপনে ! কিন্তু আর গোপন নয় ! আজ আমি মরণের তীরে দাঁড়িয়ে—মৃত্যুপথের শেষ সীমানায় এসে, পৃথিবীর সব অবজ্ঞা উপেক্ষাকে বিদ্রূপ করে মুক্তকণ্ঠে ব'লছি,—এই সরল, উদার, মহৎ গুণধরই আমার দেবতা,—যাঁর ধ্যান করে আমি—

( সকলে যেন চমকিত হইয়া অঙ্গুষ্ঠস্বঃর বিষয়-ভাবোচিত শব্দ করিল ।

সুনীতি ক্রান্ত হইয়া পড়িল )

লছমী ! সুনী ! বোন ! কি ব'লছ ?

সুনী। ব'লছি ঠিক দিদি ! আমি হিন্দুর ঘরের বিধবা ! যদি বিবাহিত স্বামী ছাড়া অন্য কা'কেও ভালবাসলে হিন্দুস্ত্রীর পাপ হয়,—তবে আমি পাপী ! আর সে পাপের ভোগে যদি কল্লান্তকাল আমায় নরক ভোগ ক'র্ত্তে হয়,—তবুও আমি অস্বীকার ক'র্ত্তে পার্কেনা যে, আমি গুণধরকে ভালবেসেছি—ভালবাসি ! আর—এ জন্মে তো হ'লনা দিদি ! যদি পরজন্মে মানুষ হয়ে জন্মাই—তবে যেন আমি এই গুণধরকেই আবার আমার আশ্রয়দাতা—আমার করুণাময় দেবতারূপে পেয়ে ধন্ত হই !



( সুনীতি হাঁপাইয়া উঠিল । আশ্তে আশ্তে ডাকিল— )

সুনী । গুণদা—কাছে এস—

( গুণধর সুনীতির কাছে যাইল । লজ্জী উঠিয়া আসিল )

আঃ—এই আমার সাস্থনা—

নন্দনাথ অস্থির হইয়া উঠিল ও রক্তবমন করিতে লাগিল । গুণধর বুড়াইয়া দিল—  
আর নিরংকভাবে সকলের দিকে চাহিয়া দেখিল—সকলেই বিশ্বয়াবিষ্ট ।

এস—আরও কাছে এস ! তুমি বল যে তুমি আমার ভা—

[ কথা শেষ না হইতেই একটা ভীষণ কাশির বেগ আসিল এবং পরমুহুর্তেই  
সুনীতির অস্ত্রের নিঃশাসটুকু বাতাসে মিলাইয়া গেলো ]

গুণ । ( আর্তকণ্ঠে ) সুনী—সুনী—

সকলে । ( চঞ্চল হইয়া ) কি হ'ল—কি হ'ল ?

কানাই । এ্যা—সুনী নেই ?

[ বলিয়া অগ্রসর হইতেই ক্ষিপ্তবৎ গুণধর কণ্ঠের দৃষ্টিতে কানাইয়ের  
দিকে অগ্রসর হইয়া—কণ্ঠের-স্বরে বলিল— ]

গুণ । তুমি জীঘাতক !

[ গুণধর তাড়াতাড়ি দুই হাতে দুখ চাকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল । তাহার সমস্ত  
অঙ্গ চেউএর মত দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে । ঘরে  
প্রগাঢ় নিশ্শব্দতা ]

( ভুল ধীরে ধীরে গুণধরের কাছে আসিয়া তাহাকে ডাকিল )

ভুল । গুণদা—গুণদা—

( ভণ্ডুল গুণধরকে জড়াইয়া ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল— )

গুণদা—আমায় মাপ করো—তোমার পায় পড়ি গুণদা ! অমন  
ক'রে থেকনা—আমার সঙ্গে কথা কও !

[ গুণধরের পায় ধরিয়া—সহসা আকুল হইয়া—কানিয়া উঠিল ]

আমায় তেমনি আদর কর—গুণদা—

( গুণধর অন্তর-যুদ্ধ-নিরত কান্না রোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল )

ভণ্ডুল । ( গুণধরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ) আনার দিকে চেয়ে দেখ—

[ প্রাণপণ শক্তিতেও গুণধর নিজের অশ্রু-রোধ করিতে পারিল না ]

গুণ । ( ভণ্ডুলেকে বুকে টানিয়া লইয়া ) ওরে—ভণ্ডুলে—ও রে—ওরে—  
লছমী । গুণধর বাবু ! এত তরল আপনি ? আপনি সংঘম হারালে  
চ'ল্বে কেন ? মনে ভেবে দেখুন ত—কত কাজ পড়ে রয়েছে আমাদের  
সামনে ?

গুণ । আমি সব বুঝেছি—কিন্তু সুনী আমার কি করে গেল জান ?  
আমি যে সুনীকে চিরদিন আমার বোনের মতন দেখতুম—ঠিক মার  
পেটের ছোট বোনেরই মত ! কিন্তু—তার মনে এ ছললতা এলো  
কোথা থেকে ?

কানাই । মাপ করো গুণদা—ছোট ভায়ের ভুলভ্রান্তি তুমি মাপ কর  
ভাই । চল—গায়ে ফিরে গিয়ে ছ'ভায়ে কোমর বেঁধে এই রকম  
অত্যাচারে এখনও যে সব হাজার হাজার মেয়ে পু'ড়ে মরছে, তার  
প্রতিকারের চেষ্টা করিগে ।

গুণ। আমি ত সুনীর কাছে সেই কথাই দিয়েছি ! কিন্তু তুমি—তুমি

আর গায়ে ফিরে গিয়ে কি কাজ ক'রবে ?

কানাই। কেন—যেমন কাজ এতদিন ক'র্ত্তুম !

গুণ। ( হাসিয়া ) তোমার এতদিনের মনের সাধ পূর্ণ হয়েছে—লীলাকে পেয়েছ ! তার অত টাকার বিষয়,—এখন তোমরা কত বড়লোক ! যখন বিয়ে থা করে সুখে ঘরকন্না পেতে ব'সবে—তখন কি এ সব চাষাভূষাদের কাজে মনে লাগবে ?

লছমী। ঠিক বলেছেন গুণধর বাবু ! কিছু মনে ক'রবেন না কানাইবাবু ! আপনাদের দেশসেবা ছিল, অবসরের চিন্তাবিনোদন ! লীলার মৃত্যু-সংবাদে হুঃখে শোকে অধীর হয়ে—আপনার অস্থির মনকে শান্ত ক'র্ত্তে আপনি দেশের সেবায় মেতে উঠেছিলেন । কিন্তু দেশের কাজ ত খেয়ালীর খেয়াল নয় । এ কাজে চাই একাগ্রতা—দৃঢ়তা !

লীলা। ঠিক বলেছ দিদি—ঠিক বলেছ গুণদা ! কানাইবাবু ! আমি যাতে সুখী হব,—চিরজীবন প্রাণে শান্তি পাব—তুমি তাই ক'র্ত্তে প্রস্তুত ? কাদাই। নিশ্চয়ই প্রস্তুত । কি ক'র্ত্তে হবে লীলা—বল । তুমি জান, আমি তোমায় কত ভালবাসি ? তোমার জন্ত আমি সব ক'রব লীলা !

লীলা। সেই ভালবাসার দাবিতেই আমি তোমায় ব'লছি—তুমিও

সত্য কথা ব'লবে ?

কানাই। ব'লব লীলা !

লীলা। এস—আমরা দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করি । ঐহিক সুখ বিসর্জন দিই—দৈহিক সুখ বিষবৎ পরিত্যাগ করি । তুমি ঐ দেবতুল্য গুণদার মত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর,—আর আমিও ঐ দেবী-তুল্য ভগ্নী লছমী বার্দ্দেয়ের মত ব্রহ্মচারিণী হয়ে—ভাইভগ্নীর মত

সকলের সঙ্গে এক হয়ে—দেশের, দেশের ও গ্রামের উন্নতির জন্ত  
আমাদের যথাসর্বস্ব অর্পণ করি ! পার্কে ?

কানাই। পার্ক কি না জিজ্ঞাসা কর্ছ লীলা ? এ বাণী—এ আহ্বান—

আজ আমি তোমার মুখে প্রথম শুনলুম না লীলা ! বহু পূর্বে—আমার  
কাণে এ ডাকের প্রতিধ্বনি বেজে উঠেছে,—যেন কোন্ অশরীরী  
ভাষায়, বঙ্গমাতার করুণ ক্রন্দন, নিদ্রিত সন্তানদের আহ্বান করে  
ব'লছে—জাগো বঙ্গসন্তান ! ভিখারিণী মাতার অশ্রু মুছিয়ে দাও !

লছমী। আহ্নন—যদি ডাক পৌঁছেছে আপনাদের কাণে, তবে জেগে  
উঠুন—কাজে ছুটুন—দেশের ডাকে সাড়া দিন ! এ আগার নিজের  
ডাক নয়—এ কোনো ব্যক্তিবিশেষের ডাক নয়,—এ ডাক—

সকলে। দেশের ডাক :

যবনিকা

## গ্ৰন্থকাৰ গ্ৰন্থ—অন্যান্য গ্ৰন্থ

**শঙ্খধ্বনি**—মৰ্মস্পৰ্শী বিয়োগান্ত নাটক, নাট্যমন্দিৰে অভিনীত,—নাট্যজগতে—সাহিত্যজগতে যে রীতিমত যুগান্তৰ আনিয়াছে—তাহা নাট্যানুৰাগী—সাহিত্যানুৰাগী সুধীগণ একবাক্যে স্বীকাৰ করেন। “শঙ্খধ্বনি” নাটক—উৎকৃষ্ট এ্যাণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য এক টাকা।

### INDIAN PLAY APPRECIATED

**Liberty—24-11-29.**

“Mr. R. S. Scholefield, Manager of Reuters, has addressed the following to Mr. Bhupendra Nath Banerjee, the author of “SANKHA DHWANI”, which is having a very successful run at the Natyamandir :—

“May I say how much I enjoyed my visit to your play “SANKHA DHWANI?” The settings were most attractive and appropriate, and the acting of Mr. S. K. Bhaduri, in the part of “Ketanlal” bore very favourable comparison with the finest acting I have seen in European capitals. You yourself must be congratulated on a very successful adaptation of the theme of “The Bells”, in which Sir Henry Irving scored so much fame.”

**শাঁথের কব্ৰাত**—হাস্যরসের লক্ষ্মীৰ ভাণ্ডাৰ—রঙ্গচাতুৰ্য্যপূৰ্ণ প্রমোদ-নাটিকা—আৰ্ট থিয়েটাৰে অভিনীত। শাঁথের কব্ৰাত, ভাল এ্যাণ্টিক কাগজে সুন্দৰ ছাপা—মূল্য ১০ আনা।

**বান্ধালী**—মৰ্মস্পৰ্শী সামাজিক নাটক,—মিনাৰ্ভা থিয়েটাৰে অভিনীত।—আদৰ্শ বান্ধালী “দেশবন্ধুৰ” নানা ভাবেৰ মূৰ্ত্তিতে সুশোভিত। পৰিচয় নিশ্চয়োজ্ঞন—মূল্য ১৮ টাকা।

**পেলারামেৰ স্বদেশিতা**—যাহা উপযুপৰি চৌদ্দ ৰাত্ৰি অভিনয়ের পর—আপাততঃ গবৰ্ণমেণ্ট-অমুমত্যমুসাৰে অভিনয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মূল্য ১৮ টাকা।

**থিয়েটাৰেৰ গুপ্তকথা**—পড়িয়াছেন কি? যিনিই পড়িয়াছেন,—তিনিই মজিয়াছেন! যিনি না পড়িয়াছেন, তিনিই ঠকিয়াছেন! প্রায় সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই,—চমৎকাৰ কাগজ, সুন্দৰ ছাপা, মূল্য ১৮ টাকা।

কেনোর কীর্তি—হাস্তরসাপ্রিত দৃশ্যকাব্য—মূল্য ১০ আনা।

রজ্জাকর—বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনোরঞ্জে অপূর্ব উপ-  
ভাসগাথা,—প্রিয়জনকে উপহার দিবার মনের মত গ্রন্থ—মূল্য ২১ টাকা।

কুতান্তের বঙ্গদর্শন—যথার্থই নাট্যজগতে যুগান্তর  
আনিয়াছে। মূল্য ১০ আনা মাত্র।

জোর বরাত—নাট্যজগতে একরূপ হাস্তরসপূর্ণ—চমৎকার নাটক  
আজ পর্যন্ত একখানিও হয় নাই। মূল্য ১০ আনা।

সেকেন্দার শাহ—ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক (Alexander  
The Great)—মূল্য ১১০ দেড় টাকা।

ফুলশর—সেই মনোমুগ্ধকারী পৌরাণিক নাটক—“অর্জুন-  
উর্ধ্বশীর” উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত—মূল্য ৫০ বারো আনা।

বৈবাহিক—( ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত ), দুই অঙ্কে সমাপ্ত।  
মূল্য ১০ আট আনা।

উপেক্ষিতা ( নাটক ) ১১, ভূতের বিয়ে ( প্রহসন ) ১০, সাইন অফ্-  
দি ক্রস্ ( নাটক ) ১১, সংসঙ্গ ১১, বিদ্যাবীরী ১১/০, ক্ষত্রবীর ১১; বেজায়  
রগড় ১০, কলের পুতুল ১০, বরবর্ণিনী ( উপভাস ) ১১০, অভিনয় শিক্ষা ২১,  
সওদাগর ১০, নারীরাজ্যে ( নাটিকা ) ১১০, যুগমহাযুদ্ধ ( প্রহসন ) ১০,  
ডারবি টিকিট ( প্রহসন ) ১০, গুরুঠাকুর ১০ আনা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীকরণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

শতনরী

( কবির সমগ্র কাব্যগ্রন্থাবলীর চয়নিকা )

দাম আড়াই টাকা

রাজ সংস্করণ—তিন টাকা

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী প্রণীত

দীপাবিত্তা

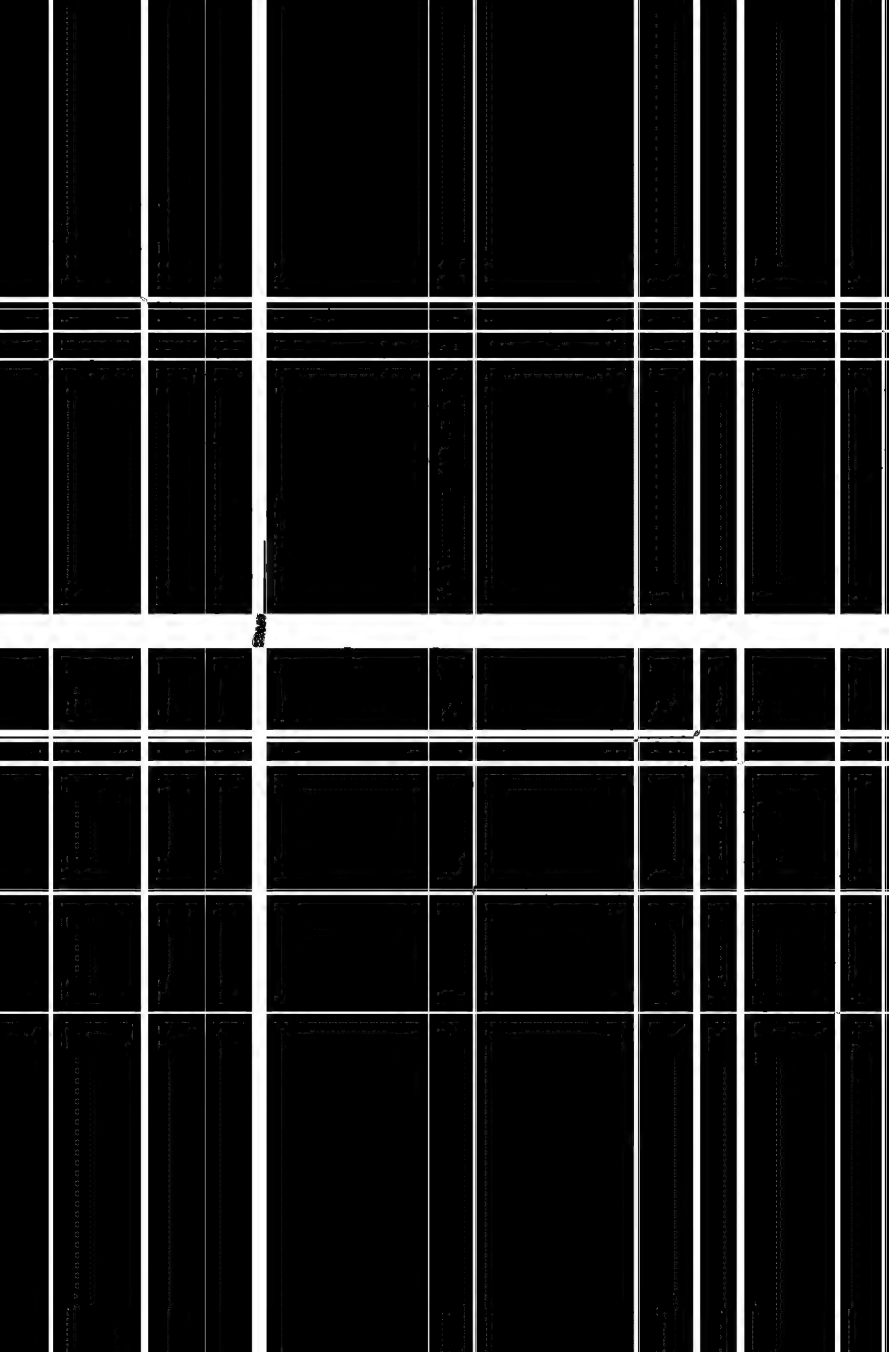
( কাব্যগ্রন্থ ) দাম দেড় টাকা

বাগচী এণ্ড সন্স, ২০৩।২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।











# বঙ্গের সুখাবসান

নাটক।

শ্রীহরলাল রায় প্রণীত।



কলিকাতা।

নং ১১, কলেজ স্কোয়ার, রায় যন্ত্রে

শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল।



# নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম ।

## পুরুষগণ ।

লাক্ষ্মণ্যসেন	...	...	বঙ্গাধিপতি ।
বিরটিসেন	..	..	লাক্ষ্মণ্যসেনের ভ্রাতৃপুত্র ।
মহেন্দ্র	...	..	লাক্ষ্মণ্যসেনের মন্ত্রী ।
হরিপ্রসাদ	..	..	মহেন্দ্রের জামাতা ও বিরটিসেনের বন্ধু ।
আনন্দময়	..	...	বিরটিসেনের বন্ধু ।
গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য	...	...	লাক্ষ্মণ্যসেনের গুরু ।
গোপাল	...	...	মহেন্দ্রের অনুগৃহীত ব্যক্তি ।
বক্ত্রিয়ার খিলিজি	...	...	মুসলমান সেনাপতি ।
মোরাদ খিলিজি	..	..	বক্ত্রিয়ার খিলিজির ভ্রাতৃপুত্র ।
গয়ারাম	..	..	কৃষক ।
নিধিরাম	..	..	গয়ারামের পুত্র ।
সভাসদগণ, ভৃত্য, সৈনিক, দূত ইত্যাদি ।			

## স্ত্রীগণ ।

ব্রহ্মময়ী	..	...	লাক্ষ্মণ্যসেনের স্ত্রী ।
সৌদামিনী	..	..	মহেন্দ্রের স্ত্রী ।
মহীকুমারী	..	..	হরিপ্রসাদের স্ত্রী ।
অভয়া	..	..	হরিপ্রসাদের মাতা ।
পরিচারিকা ।			

